বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ

মুহাম্মদ সিদ্দিক খান

এক

ভূমিকাঃ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের পূর্ব-জীবনী

বাংলা দেশের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের নাম নানা কারণে স্মরণীয়। এখানকার এই ব্যাপ্টিষ্ট মিশনকে কেন্দ্র করেই প্রথমতঃ বাংলা দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ও ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা হয়। এর কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বাংলা ভাষা এবং ব্যাপক সাহিত্যের প্রাথমিক বিকাশ লাভ ঘটে। আঠার শ' খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীরামপুরে এই খৃষ্টীয় প্রচার মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য বাংলায় শিক্ষার প্রসার অথবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মিশনের প্রতিষ্ঠা হয় নি, একথা সত্য। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে এদের প্রচারকার্যের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই বাংলা দেশে শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটে। মিশন প্রতিষ্ঠার অল্প কালের মধ্যেই প্রচারকেন্দ্র হিসাবে এর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মিশনটি বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে সমধিক খ্যাতি অর্জন করে এরই তিনজন নিঃস্বার্থ পাদ্রীর— উইলিয়াম কেরী (William Carey, ১৭৬১—১৭৮৪), জশুয়া মার্শম্যান (Joshua Marshman, ১৭৬৮-১৮৩৭) এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের (William Ward, ১৭৬৯-১৮২৩) অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য। এই ক্ষুদ্র দলটির নেতা ছিলেন উইলিয়াম কেরী।

বিলাতের নর্দাম্পটন শায়ারের (Northamptonshire) অন্তর্গত হ্যাকল্টনের (Hackleton) নিকটবর্তী পলার্স পিউরি (Pauler's Pury) গ্রামে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে উইলিয়াম কেরীর জন্ম। তাঁর পিতা এডমাণ্ড কেরী (Edmund Carey) ছিলেন গরীব জোলা—বাড়ীতে তাঁত বুনে কোন রকমে

চলতো তাঁর সংসার। পরে অবশ্য তিনি নিজ গ্রামের যাজক এবং স্কুল মাষ্টার নিযুক্ত হন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এডমাণ্ড কেরী তাঁর সাবেক কুটির ছেড়ে ভালো এলাকায় বাড়ী বদল করেন। ছেলেবেলা থেকেই উইলিয়াম কেরী ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী এবং পরিশ্রমী। এ সময় তাঁর এক পিতৃব্য অনেক দূরদেশ ভ্রমণের পর আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বালক উইলিয়ামের মনে গভীর দাগ কাটে। ফলে তিনি বইয়ে বিশেষতঃ ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বইয়ের প্রতি এই অনুরাগ উইলিয়াম আমরণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায়ও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। পরবর্তী জীবনে এ বিষয়ে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। এ সময় তিনি ল্যাটীন শিখতে শুরু করেন। এছাড়া প্রাকৃতিক ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু করলেও এ সময় ধর্ম বা ধর্মবিষয়ক বইয়ে তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না।

বারো বছর বয়সে উইলিয়াম কেরী স্কুল ছেড়ে দিয়ে চাষ এবং বাগান করার দিকে মনোযোগ দেন কিন্তু বছর দুয়েক পরে রোদ সহ্য না হওয়ায় তাঁকে একাজ ছেড়ে দিতে হয়। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, যে ব্যক্তিকে উত্তরকালে চল্লিশ বছর বাংলা দেশের উত্তাপ সহ্য করতে হয়, তাঁকেই বিলাতের মৃদু রোদের জ্বালায় জীবনের প্রথম অভিষ্ট কর্মপথ পরিত্যাগ করতে হলো। ফলে এ সময় তাঁকে চর্মকারের বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। প্রথম যাঁর অধীনে তাঁকে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করতে হয়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী ও রূঢ়ভাষী। কর্কশ ব্যবহারের জন্য বাজারে বেশ কিছুটা বদনাম ছিল তাঁর। এই সবই উইলিয়ামকে নীরবে সহ্য করতে হতো। এর বদলে অবশ্য তিনি তাঁর মনিবের লাইব্রেরীতে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক বহু বই পড়ার সুযোগ পান। তবু এ সময় তিনি অসৎসঙ্গে মিশতে শুরু করেন। জন ওয়ার (John Warr) নাম্নীয় ধর্মভীরু জনৈক সহ-শিক্ষানবীশের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না জন্মালে তাঁর জীবনের ইতিহাস হয়তো অন্যরকমভাবে লেখা হতো। বন্ধু ওয়ারের অনুপ্রেরণায় তিনি হ্যাকলটনের গির্জাতে প্রার্থনায় যোগ দিতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর সুমতি ফিরে আসে।[২]

১। De, Sushil Kumar, *History of Bengali Literature in the Nineteenth century*, 1800-1825, Calcutta, 1919, pp. 94-95, f. n. 1

২। Pearce Carey, Samuel, *William Carey D. D., Fellow of Linnaean Society*, London, 1923, pp. 27-29.

জন ওয়ারের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ভগবতভক্তি কেরীর কিশোর মানসকে জয় করে নেয়। ধর্ম ও সত্যের সেবায় উইলিয়াম নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার স্যামুয়েল পিয়ার্স কেরীর কথায় বলতে হয়—

> Now his feet were shod with the gospel's preparedness. Now he was indeed 'Columbus' (as he had been wont to be called in his boyhood) and had reached his new world. [১]

কিছুদিন পর উইলিয়াম কেরী পর পর দু'বার মনিব বদল করেন। কেননা অল্পদিনের মধ্যেই পর পর দুই জনেরই মৃত্যু হয়। এ সময় ধর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত কেরী ধার্মিক ব্যক্তিদের সাহচর্যলাভে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। উইলিয়াম ল'র (William Law) শিষ্য কয়েক শ' প্রোটেষ্টান্ট পাদ্রী এবং মরমী সাধকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তৎকালীন বিলাতের তার্কিক, সুপণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উপর অসংখ্য পুস্তক রচয়িতা উইলিয়াম ল' ছিলেন নর্দাম্পটন শায়ারের অন্তর্গত কিংসক্লিফের (Kingscliffe) বাসিন্দা। এ সময় উইলিয়াম কেরী তাঁর অবসর সময়টুকু হিব্রু এবং গ্রীক ভাষা শিক্ষায় নিয়োগ করতে শুরু করেন। ফলে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং নিরবসর। এর অল্প কিছুদিন পর ১৭৮১ সালের ১০ই জুন ডরোথি প্লাকেটের (Dorothy Plackett) পিডিংটন (Piddington) গির্জায় তাঁর শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। ১৭৭৯ সাল থেকে হ্যাকলটন গির্জায় তিনি নিয়মিত রবিবার সান্ধ্য আলোচনায় যোগ দিতেন। এ থেকেই উইলিয়াম কেরী তাঁর ভাবী শ্বশুর, শ্যালক ও টমাস চেটার (Thomas Chater) এবং অন্যান্য কয়েক জনকে নিয়ে হ্যাকলটনে ভিন্নমতবাদী ব্যাপ্টিষ্ট গির্জা স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে বন্ধুদের অনুরোধ উপরোধে কেরী বাইবেলের বাণী প্রচার শুরু করেন। অবশ্য এ সম্মানজনক পদ গ্রহণ করতে তিনি প্রথমে রাজী হন নি। এইরূপে ধীর কিন্তু স্থির ও সুনিশ্চিত ভাবে তিনি ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ১৭৮০ সালের ৫ই অক্টোবর তেইশ বৎসর বয়সে ডাঃ জন রাইল্যাণ্ডের (Dr. John Ryland) হাতে তিনি পবিত্র জলে অবগাহন করে ব্যাপটিষ্ট মতে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে রাইল্যাণ্ড তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন ও বহু আপদ বিপদে কেরীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন।

১। Pearce Carey, পূর্বোক্ত পৃ ৩০

২। ঐ, পৃ ৩২

ধর্মীয় জীবনে এই অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে উইলিয়াম বই পড়ার অভ্যাসটা বজায় রাখেন পুরোমাত্রায়। ১৭৮৩ সালে স্বনামখ্যাত নাবিক ও ভূ-পর্যটক ক্যাপ্টেন কুকের (Captain Cook) ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে বিধর্মীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে ধর্মের আলোকবর্তিকা বহন করে নেবার জন্য অনুপ্রাণিত হন। দক্ষিণ সাগরের দেশগুলিতে কোনো দিন সত্য ধর্মের আলো পৌঁছুবে না— কুকের এ উক্তিকে অসত্য প্রমাণিত করার দারুণ জেদ চাপে উইলিয়াম কেরীর। তাই মনে মনে কুকের ভ্রান্তমত বাতিল করার দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেন।[১]

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ উইলিয়াম কেরী নিকটবর্তী মৌল্‌টন (Moulton) গ্রামে চলে আসেন। এখানে তিনি ছোট্ট স্কুলটিতে শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। এ সময় থেকে কেরী অদম্য উৎসাহে প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন পরে তিনি এই গ্রামের যাজক নিযুক্ত হন। অবশ্য এর জন্য যা পেতেন তা ছিল যে কোন দিনমজুরের দৈনিক আয়ের চেয়েও কম। ফলে তাঁকে নিজ গৃহে চর্মকারের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। প্রতি পনেরো দিন পর তিনি তাঁর ঝোলা ভর্তি তৈরী জুতো কেটারিংয়ে (Kettering) বিক্রি করে আসতেন এবং সেখান থেকে চামড়া প্রভৃতি যাবতীয় কাঁচামাল কিনে আনতেন। এ ভাবে চলে তাঁর জীবিকা-নির্বাহের প্রাণান্তকর প্রয়াস। তাও আবার ধর্মপ্রচারের জন্য কখনও কখনও তাঁর জুতো তৈরীর কাজে যথেষ্ট ক্ষতি হতো। ১৭৮৯ সালে তিনি লেস্‌টারে (Leicester) চলে আসেন। শহর থেকে আট মাইল দূরে হার্ভে লেনে (Harvey Lane) একটি গোলাবাড়ীতে ধর্মীয় উপাসনায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যাপ্‌টিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কেরী। অবশেষে তাঁকে এ জায়গার যাজক হতে অনুরোধ করা হয়। প্রায় এক মাস পরে তিনি এ পদ গ্রহণ করেন। জীবনীকার পিয়ার্স কেরী বলেন—মৌলটনে হয় তাঁর সাহসিকতার পরীক্ষা, এবার হার্ভে লেনে শুরু হলো তাঁর জ্ঞান ও সঙ্কল্পসিদ্ধির দৃঢ়তার নির্ণয়। প্রথম প্রথম তাঁকে এখানকার গির্জার উপাসকদের কেউ কেউ বিরক্ত করতো। তাঁকে উৎসাহ দেবার পরিবর্তে করতো ঠাট্টা তামাসা। এ সমস্তই নীরবে সহ্য করতেন তিনি। আপন গন্তব্য পথে দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে যেতে থাকেন কেরী।

১। ঐ, পৃ ৩৯

বহুদিন থেকে কেরীর ইচ্ছা ছিল বিদেশে প্রচার মিশন প্রেরণ করার। ১৭৯৯ সালে তিনি জনসমক্ষে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়ে আশানুরূপ সাড়া পান নি। এর কিছুদিন পরে অর্থাৎ লেস্‌টারে যাজকবৃত্তি গ্রহণের পর তৎলিখিত সাতাশি পৃষ্ঠা দীর্ঘ *An Enquiry*[১] নামক পুস্তিকাটি তিনি তার বন্ধুদের পড়ে শোনান। এই প্রচারপত্রটিতে তিনি পৃথিবীব্যাপী মিশনারী কার্যকলাপের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'আধুনিক প্রচারকদের সনদ' নামে পরিচিত এই প্রচার-পত্রে ঘন বসতিপূর্ণ দেশগুলিতে খ্রীষ্টান এবং অ-খ্রীষ্টান অধিবাসীদের বিস্তৃত অনুপাত দেখান হয়। যে সমস্ত দেশে তখনও খ্রীষ্টান ধর্মের আলো পৌঁছেনি সে সমস্ত দেশে ধর্মপ্রচার করার জন্য পুস্তিকাটিতে একটি বিস্তৃত কর্মসূচীর কথাও আলোচিত হয়। এতে একাধারে ছিল যুক্তি, সমালোচনা, পর্যবেক্ষণ, মোকা-বেলার আহ্বান এবং নবতর এক কার্যক্রম। ফলে লেস্‌টারের এবং নিকটবর্তী এলাকার ব্যাপ্‌টিষ্টদের সম্মুখে বইটি মিশনারী কার্যকলাপের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।

১৭৯৩ সালের মঙ্গলবার ৩০শে মে এবং বুধবার ৩১শে মে উইলিয়াম কেরীর জীবনে দুটি স্মরণীয় দিন। নর্দাম্পটন গির্জার সভ্যদের সঙ্গে তিনি নটিংহামের (Nottingham) ফ্রায়ার লেন (Friar Lane) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় যোগ দেন। এখানে উপাসনার পর বিভিন্ন স্থানে ব্যাপটিষ্ট সমিতির উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনার দ্বিতীয় দিন কেরী বাইবেলের ইসাইয়া সম্পর্কিত অধ্যায়ের ভিত্তিতে রচিত তাঁর বিখ্যাত ধর্মোপদেশ প্রচার করেন। আলোচনাকালীন তাঁর মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ দীর্ঘ আট বৎসরের সঞ্চিত ভাবরসে সিক্ত হয়ে নির্গত হতে লাগলো। তাঁর ভাবাবেগবহুল বাগ্মিতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হল এবং তাঁর মতে প্রভাবান্বিত হল। সভার শেষ মুহূর্তে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সমিতির পরিচালকদের পরবর্তী কেটারিং সম্মেলনে বিদেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপটিষ্ট সমিতি গঠনের কথা আলোচিত হবে।

১। "An Enquiry (into the obligations of Christians to use means for the conversation of the Heathens in which the Religious State of the Different Nations of the World, the success of Former Understandings and the Practicability of Further Undertakings are considerd by William Carey)."

১৭৯২ সালে ২রা অক্টোবর কেটারিং সম্মেলনে এই একই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে কেটারিং হয়ে ওঠে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সমিতির ঐতিহাসিক জন্ম-ভূমি। এই স্থানেই আলোচনা চলাকালীন কেরীকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ আফ্রিকার মোরাভিয়ান (Moravian) মিশনারী এবং ভারতের দক্ষিণ উপকূলের প্রচারকদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এক তীব্র বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। কর্মসূচীটি গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে উইলিয়াম তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এ্যানড্রু ফুলার (Andrew Fuller), স্যামুয়েল পিয়ার্স (Samuel Pearce), জন রাইল্যাণ্ড এবং জন সাট্‌ক্লিফের (John Sutcliffe) বিশেষ সমর্থন লাভ করেন। সমিতির অন্যান্য প্রাথমিক সভ্যেরা ছিলেন রেনল্ড ও এব্রাহাম হগ (Reynold and Abraham Hugg), এব্রাহাম গ্রীনউড (Abraham Greenwood), এডওয়ার্ড শারম্যান (Edward Sherman), জোসেফ টিম্‌স্ (Joseph Timms), জশুয়া বারটন (Joshua Barton), টমাস ব্লানডেল (Thomas Blundell), উইলিয়াম হেইটন (William Heighten), জন আইরেস (John Ayres), এবং অপর একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। সভ্যদের মোট চাঁদা এবং কেরীর 'An Enquiry'র বিক্রয়লব্ধ অর্থ মিলিয়ে সমিতির তহবিলে মোট তের পাউণ্ড, দুই শিলিং এবং ছয় পেন্স জমা হয়। পূর্বে সংগৃহীত আরো দুই ব্যক্তির চাঁদা সহ মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় চৌদ্দ গিনি। এই স্বল্প পরিমাণ অর্থ সেদিন নস্যের কৌটায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও সেই ছিল বৃটিশ মিশনের দুনিয়াজোড়া অভিযানের শুরু। সেদিন কেউ কি ভাবতে পেরেছিল সে সম্বল হীন এই ক্ষুদ্র দলটিই একদিন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে? ক্ষুদ্র নগণ্য এই দলটি সম্পর্কে পিয়ার্স কেরী বলেন:—

> The busy world took no note of this insignificant little company. Kettering itself had no notion the next dawn that it had immortalized itself in the night. Yet its line was to go out through all the earth, and its influence to the end of the world ১

এ সময় দৃশ্যে অবতীর্ণ হলেন রেভারেণ্ড জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) (Rev. John Thomas) নামক চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী জনৈক প্রচারক। তিনি

১। ঐ, পৃ ৯০-৯৪

ইতিপূর্বে দু'বার ভারত ভ্রমণ করেন। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ১৭৮৩ সালে প্রথম কলকাতা আসেন 'আর্ল অফ অক্সফোর্ড' নামক জাহাজের একজন ডাক্তার হিসাবে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি দেশ থেকে ভারতে আসেন। কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধুবান্ধব—যাঁদের অনেকেই ছিলেন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ এবং যাজক, তাঁদের অনুপ্রেরণায় তিনি বাংলা এবং বিহারের মিশনারী চিকিৎসক হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। প্রচারক জীবনের প্রথম দিকে তিনি বাংলায় 'মার্ক' (Mark) এবং 'ম্যাথিউ'র (Matthew) বাণী অনুবাদ করেন। পরে তিনি বিখ্যাত কলকাতার লটারীতে বেশ কিছু টাকা নিয়োগের ফলে আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হন। ফলে টমাস বিলাতে ফিরলেন কপর্দকহীন অবস্থায়। কিন্তু প্রচারকজীবনের নেশা কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। অবসর মুহূর্তে বাংলায় তাঁর অসম্পূর্ণ কার্যাবলীর ভাবনায় চিত্ত স্মৃতিভারাক্রান্ত হলো। ফলে তিনি বাংলায় ফেরার জন্য আবার টাকা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটির তৃতীয় সভায় তাঁর সম্পর্কে কেরী লিখে পাঠান,—"মাত্র কিছুক্ষণ আগে মিঃ টমাস নামে বাংলার একজন মিশনারীর এক চিঠি পেলাম। তিনি লণ্ডনে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। মনোমত একজন সঙ্গীও খুঁজে বেড়াচ্ছেন।" নবজাত ব্যাপ্টিষ্ট মিশন তহবিলের সাথে টমাসের নিজের সংগৃহীত অর্থ মিলিয়ে বাংলায় মিশন প্রেরণের সুবিধা কেরী বিশদভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সোসাইটি শেষ পর্যন্ত টমাসের এই আপাতঃসম্ভাব্য প্রস্তাবে রাজী হয়। টমাস স্বয়ং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী সোসাইটির সভ্যদের সাথে দেখা করবার জন্য কেটারিংয়ে উপস্থিত হন। তার পৌঁছার আগে সেইদিনই সভায় বিদেশে মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সে সভায় টমাস বাংলায় তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ধর্মের বেদীতে উৎসর্গিত এই মিশনারী সেদিন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোসাইটির সিদ্ধান্তে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। কেরীর স্বেচ্ছায় টমাসের সাথে বাংলায় যাবার প্রস্তাব সেদিন উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ সানন্দে গ্রহণ করেন।

১৭৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে টমাস ও কেরীর মিশনারী হিসাবে যাওয়ার শর্তাবলীতে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছুই ছিল না। মোরাভিয়ান মিশনারীদের আদর্শে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে না তোলা

বা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের স্ত্রী এবং চার সন্তান সহ বৎসরে মাত্র ১০০ বা ১৫০ পাউণ্ড পাবেন, এ কথাই স্থির হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী তিন বৎসরে এঁরা মোট ২০০ পাউণ্ড মাত্র পান। নিয়োগ করার সময় মিশন তাঁদের কাপড়চোপড়, রাহা খরচ এবং বেতন বাবদ কেবল মাত্র ১৩০ পাউণ্ড দিতে সমর্থ হয়।[১]

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কেরী ভারত যাত্রার আয়োজন করতে থাকেন। তবে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠবে কিনা এ সম্পর্কে তিনি মনে মনে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। দূরত্ব বা বিপদের কথা চিন্তা করে দমে যাবার মত লোক ছিলেন না তিনি। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রাজী করানো এবং সম্ভব হলে সমস্ত পরিবারসহ যাওয়ার প্রশ্নে তাঁর অনুমোদন লাভ করাটাই ছিল তাঁর প্রাথমিক বিপত্তি। জাহাজ ভাড়ার জন্য যথোপযোগী টাকা জোগাড়ের প্রশ্নও ছিল একটা বিরাট সমস্যা। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইংরেজ অধিকৃত বাংলায় ভ্রমণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি লাভ করা। কেরীর অন্যতম জীবনীকার জর্জ স্মিথের মতে :—

> By Act of Parliament not ten years old, every subject of the King going to or found in the East Indies without a licence from the Company, was guilty of a high crime and misdemeanour and liable to fine and imprisonment. Only four years previously a regulation had compelled every commander to deliver to the Hoogly pilot a return of the passengers on board so that the Act might be enforced[২]

প্রথম প্রথম মিশনারীদের ভারত প্রবেশ বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল বটে, কিন্তু ১৭৯৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ড এ আইন ভঙ্গকারীদের সাজা কিছুটা লঘু করে দেন। ফলে আইনভঙ্গকারীদের সাজা কারাবাসের বদলে বহিষ্কার করে দেওয়া নির্দিষ্ট হয়।

কেরীর এই আসন্ন যাত্রার কথা শুনে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হন। বৃদ্ধ এডমাণ্ড কেরীর মনও পুত্রের জন্য অজানা শঙ্কায় দুলে ওঠে। কেরীর

১। Smith, George, *The Life of William Carey : Shoe maker and and Missionary*, London, (Everyman's Library series), n. d., পৃ ৪১-৪২

২। ঐ, পৃ ৪৫

গির্জার উপাসকরাও তাঁর আসন্ন বিদায় ব্যথায় অত্যন্ত বিমর্ষ হন। সমস্ত পরিবেশটাই হয়ে উঠে বিষাদময় এবং নৈরাশ্যজনক। কিন্তু তবু কেরী অটল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে—কেননা ঈশ্বরে তাঁর ছিল অনড় বিশ্বাস। এ সময় তাঁর বন্ধুরা অবশ্য তাঁকে দ্বিধাহীনচিত্তে সমর্থন করতে থাকেন। উপায়ান্তর না দেখে কেরী তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের পাঠিয়ে দেন পিডিংটনে তাঁর শ্বশুরালয়ে। এদিকে তাঁর নিজের যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে পুরোদমে। ১৭৯৬ সালের ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার কেরী তাঁর স্ত্রীপুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জন টমাসের সাথে লণ্ডনের পথে যাত্রা করেন। সেখানে ভারত যাত্রার অনুমতি লাভের চেষ্টা করবেন—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তার অভিযানের প্রথম অধ্যায় চলছে তখনও। বাংলার নবাব পরাজিত হয়েছেন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে। সুবাহ্ বাংলা ইংরেজ শাসনাধীন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে কায়েমী শাসন প্রতিষ্ঠার এবং এ প্রচেষ্টার ফলেই তাঁরা ভারতীয়দের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এক নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা এ কথাও বিবেচনা করেন যে এদেশে অধিকসংখ্যক মিশনারীদের আগমনের ফলে কোম্পানীর স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। প্রথমতঃ বাংলার নূতন নবাব মীর জাফরের সঙ্গে সদ্য স্বাক্ষরিত চুক্তির এতে ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া এ ধরণের প্রচার প্রচেষ্টা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ছড়াতে পারে। ভারতে বৃটিশ ঐতিহ্য বিশেষতঃ নিন্দনীয় উপায়ে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এবং শ্রীরামপুর গোষ্ঠীর পূর্বে আগত যাজক ও সাধারণ ইংরেজদের চরিত্র ভারতবাসীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমন কি বড়লাট সার জন শোরও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টারস্‌কে লেখেন—"অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলায় আমাদের যাজক সম্প্রদায় মোটেই সম্ভ্রমের যোগ্য নয়।"

শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান (John Clark Marshman) তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'তে মিশনারীদের প্রতি 'জন কম্পানী'র এহেন বৈমাত্রেয় মনোভাবের অপর একটি কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা (ভারত-প্রবাসী কোম্পানীর বৃটিশ কর্মচারীদের তখন সাধারণতঃ এ নামেই অভিহিত করা হতো) কোম্পানীর সাধারণ

বাণিজ্যিক কর্তব্য সম্পাদন ছাড়াও ব্যক্তিগত লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেত। এতে লাভ হতো তাদের প্রচুর। তাছাড়া কোম্পানী বাংলার নবাবের কাছে দেওয়ানী ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার পায়। ফলে স্বার্থান্বেষী এই কর্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর এবং তাদের ব্যক্তিগত লাভকে খুব কমসংখ্যক বখরাদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এ জন্যই কোম্পানীর কর্মচারী ছাড়া সমস্ত ইউরোপীয়ানদের আগমনকে এখানে অনধিকার প্রবেশ বলে গণ্য করা হতো। কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে এরা ছিল অভিশাপস্বরূপ। ১৮৫৯ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় জনৈক লেখক বলেন—"মিশনারীরাই ছিল সবচেয়ে বড় বে-আইনী প্রবেশকারী এবং এদের প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিদ্বেষের কথা ভাবলে অশ্বের প্রতি উটের বা নকুলের প্রতি সাপের বিদ্বেষকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতো। কিছুটা স্বভাব এবং শিক্ষা, কিছুটা বাংলা বিজয়ের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ভারতকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতো। তাই তাদের চোখে তেমন কোন অনধিকার প্রচেষ্টা ছিল তস্করবৃত্তিরও অধম, তাদের প্রচুর লাভের পথে কাঁটা এবং দেশের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের পথে বাধাস্বরূপ। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা মিশনারীদের আগমন সর্বাধিক বিপদজনক প্রচেষ্টা মনে করতো।"[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানী কর্তৃক এরূপ যাতায়াত বন্ধ করার নীতি গৃহীত হওয়ার ফলেই পূর্বোল্লিখিত বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। কেরী এবং টমাস ভারতযাত্রার ছাড়পত্র লাভের জন্যই লণ্ডনে আসেন। কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টার ফলেও তাঁরা অনেকদিন সাফল্যলাভ করতে সমর্থ হলেন না। অবশেষে 'আর্ল অফ অক্সফোর্ড' নামক জাহাজের কাপ্তান হোয়াইটকে (Captain White) রাজী করানো সম্ভব হলো তাঁদের পক্ষে। এ জাহাজেই টমাস পূর্বে দু'বার ভারতে গেছেন ডাক্তার হিসাবে। কাপ্তানকে খুশী করতে পারায় প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই তিনি তাঁদের কলকাতা পৌঁছে দিতে সম্মত হন।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই কেরীর সঙ্গে তরুণ উইলিয়াম ওয়ার্ডের (১৭৬৯-১৮২৩) ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়ার্ড ছিলেন ডার্বির (Derby) একজন মুদ্রাকর। কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য তিনি লণ্ডনে আসেন। কেরীর

১। De, Sushil Kumar, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮-৯৯।

সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে মনুমেন্ট পর্যন্ত এগিয়ে যান। কেরী ওয়ার্ডের কাছে বাইবেল অনুবাদ করার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদায় গ্রহণের পূর্বে ওয়ার্ডের কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেন—"আশা করি, ঈশ্বরের কৃপায় চার পাঁচ বছরের মধ্যেই বাইবেল অনুবাদ করে ছাপার জন্য তৈরী করে রাখতে পারবো। তোমাকে আসতেই হবে—ছাপতে হবে সমস্ত পাণ্ডুলিপিখানা।" দু'জনের কেউই এ কথাগুলো ভুলে যান নি।[১] দেখা যায় আঠার শ' সালেই ওয়ার্ড ও অন্যান্য মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের দৃঢ় সমর্থক এবং কেরীর সহযোগী হয়ে উঠেন।

যে রক্ষণকারী নৌবাহিনীর সাথে 'আর্ল অফ অক্সফোর্ডের' প্রাচ্যাভিমুখে যাত্রার কথা, তার আগমনের অল্প কয়েকদিন পূর্বেই ইণ্ডিয়া হাউসের কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত একটি চিঠি ক্যাপ্টেন হোয়াইটের হাতে পৌঁছে। চিঠিতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোনো যাত্রীকে ভারতে নিয়ে যাবার গুরু অপরাধ সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়। এর ফলে ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ বদলে যায়। ক্যাপ্টেন হোয়াইট এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং টমাস ও কেরীকে জাহাজ ত্যাগের আদেশ দেন।

বহুদিনের চেষ্টা ও কৃচ্ছ্রসাধনার এহেন পরিণতি দেখে কেরী অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে লটবহরসহ জাহাজ থেকে নেমে আসেন।

সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড হওয়া সত্ত্বেও কেরী দমে গেলেন না মোটেই। বরং ভারত যাত্রার ভিন্নতর পন্থা উদ্ভাবনে নবোদ্যমে শক্তি নিয়োগ করেন। আপন সঙ্কল্পে অটল কেরী এবার মরিয়া হয়ে জন টমাস ও তাঁর প্রার্থিত সুযোগ না দেওয়ার ব্যাপারে কোম্পানীর অধিকার অস্বীকার করেন। এমন কি উপায়ান্তর না দেখলেও স্থলপথে সুদূর বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। কেননা খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্মের সেবায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন। এমনি নিরাশার অন্ধকারের মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে ফুটে উঠলো আনন্দের ক্ষীণ আলো। তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার বাংলায় যেতে রাজী হবেন, এ ছিল কেরীর কাছে অভাবনীয়। কিন্তু তাই অবশেষে সম্ভব

১। Pearce Carey, পূর্বোক্ত পৃঃ—৯৪-৯৫

হলো টমাসের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টায়। এ সঙ্কট মুহূর্তে সহধর্মিনী ও ছেলে-মেয়েদের আনুগত্যে অনুপ্রেরিত কেরী ভিন্নদেশীয় জাহাজের খোঁজই বিশেষ ভাবে করেন—কেননা এরূপ জাহাজে ছাড়পত্রের বিরক্তিকর প্রশ্ন উত্থাপনের বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে টমাসের ভূমিকা হয়ে উঠলো মহান। চরিত্র তার কিছুটা সামঞ্জস্যহীন এবং অস্থির হলেও এবার টমাসের গতিবিধি দেখে মনে হলো তিনি যেন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠলো তাঁর আরও শানিত। তাঁর বেহিসাব ঋণগ্রহণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবার তার ক্ষতিপূরণ করলেন। কেরী, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স (Felix) এবং নিজের ভারত যাত্রার বন্দোবস্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি। কেরীর সমস্ত পরিবারকে সঙ্গে নেবার আয়োজনও তিনিই করলেন। এ ছাড়াও জাহাজের সন্ধান, টাকা সংগ্রহ, বাঁধাছাঁদা, যাত্রার বন্দোবস্ত, লটবহর বয়ে নিয়ে জাহাজে ওঠা, এ সমস্তই করলেন টমাস নিজে।[১]

এ সময় থেকেই বাংলা-গমনেচ্ছু ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের সাথে দিনেমারদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সূত্র গড়ে উঠার ফলেই মিশনারীদের পরবর্তীকালে ভারতে বিস্তর সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়। ছাড়পত্র ছাড়া যাত্রী নিতে প্রস্তুত প্রথমে এমন কোনো জাহাজই খুঁজে পেলেন না তাঁরা। অবশেষে 'ক্রন প্রিনসেসা মারিয়া' (Kron Princessa Maria) জাহাজের মালিক ও পোতাধ্যক্ষ ক্যাপটেন ক্রিষ্টমাসের (Captain Christmas) সাথে দেখা হলো টমাসের। ক্রিষ্টমাসের পূর্বতন নাম ছিল জে, স্মিথ (J. Smith)। তিনি ছিলেন ইংরেজ নাগরিক। পরে কোনো কারণে তিনি দিনেমার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন ক্রিষ্টমাসের জাহাজটি যাচ্ছিল হুগলী নদীর তীরবর্তী দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরের পথে। টমাসের অনুরোধে ক্যাপ্‌টেন বিনা ছাড়পত্রে তাঁদের বাংলায় পৌছে দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ জাহাজের ভাড়া ছিল 'আর্ল অফ অক্সফোর্ড'র চাইতে অনেক বেশী। এ সময় কেরীর সমস্ত পরিবার সহগমনে সম্মত হওয়ায় আর্থিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে। এ দুঃসময়ে কেরীর সহযোগী ব্যাপ্‌টিষ্ট বন্ধুরা বিশেষ সাহায্য করলেন তাঁকে। বিশেষতঃ ডাঃ রাইল্যাণ্ড বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন তাঁদের রাহা খরচের জন্য। অবশ্য টাকার

১। ঐ, পৃ ১২৪

পরিমাণ খরচের তুলনায় কম হলেও এতে কোন রকমে তাঁদের বাংলা যাওয়ার জাহাজভাড়া জোগাড় হয়ে যায়। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য মিসেস কেরীর বোন এবং টমাস তাঁদের অনুচর হিসাবে যাবার বন্দোবস্ত করলেন। তাতে জাহাজে যে জায়গা পেলেন তাঁরা তা নিকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত কম আরামদায়ক হলেও ভাড়া লাগলো খুবই কম। ১৭৯৩ সালের ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার কেরী ও টমাসদের সামনে ডোভারের শুভ্র চক (Chalk) পাহাড়গুলি ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। সেদিন তাঁরা হয়তো জানতেন না যে স্বদেশ আবার দেখার সৌভাগ্য এ জীবনে তাঁদের কারো হয়ে উঠবে না। কিন্তু তবু তাঁরা বলেছেন—"আমরা যে আনন্দ নিয়ে সেদিন জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলাম, অনেক প্রত্যাশার পর জন্মভূমিকে দেখেও তেমন আনন্দ বুঝি বা কোনোদিন কোনো প্রবাসীর হয়নি।"[১]

তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মাঝে দীর্ঘ পাঁচ মাস পথ চলার পর অবশেষে ১১ই নভেম্বর এই দিনেমার জাহাজটি কলকাতার অনতিদূরে হুগলী নদীতে নোঙর করে।

মিশনারীদের ক্ষুদ্র দলটি নিরাপদে বিনা বাধায় পা দিলেন বাংলা দেশের মাটিতে। টমাসের মুনশী বা এ দেশীয় ভাষার শিক্ষক রামরাম বসু দুই পরিবারের জন্য একটি ভাড়াটে বাড়ী ঠিক করেই রেখেছিলেন। ফলে থাকার ব্যাপারেও তাঁদের কোনো অসুবিধা হলো না। আসবার সময় জাহাজেই কেরী যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে টমাসের কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেছিলেন। জেনেসিসের (Genesis) কিছুটা বাংলা অনুবাদও শুরু করে দিয়েছিলেন সাথে সাথে। এবার রামরাম বসুকে মাসিক বিশ টাকা বেতনে তাঁর ভাষাশিক্ষক নিযুক্ত করলেন কেরী। তাঁর পরবর্তী একচল্লিশ বৎসর জীবনে অর্থাৎ ১৮৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা শিক্ষা, সেসব ভাষায় অনুবাদ, বই লেখা ও ছাপানোর সূচনা হলো। শ্রীরামপুরে কেরীর জীবনের এই একচল্লিশ বছরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি যা করে গেছেন তারই জন্য ইতিহাসের পাতায় তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অমর হয়ে আছেন।

শীঘ্রই কেরী এবং টমাস হুগলী মোহানা থেকে ২৫ মাইল উজানে ব্যাণ্ডেল নামক পর্তুগীজ উপনিবেশে চলে আসেন। সেখানেই তাঁদের ধর্মপ্রচারের

১। ঐ, পৃ ১৩১

আরম্ভ। কিন্তু এখানে সুবিধা না হওয়ায় তাঁরা বাংলায় হিন্দু ধর্মের সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পাদপীঠ নবদ্বীপ চলে আসেন। এখানে তাঁরা কিছুদিন থাকেন। ফলে, কিছুসংখ্যক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের বেশ হৃদ্যতা জন্মে। তাঁরা কেরী ও টমাসদের সেখানে থাকার আমন্ত্রণ জানান।[১]

কিন্তু আর্থিক অনটনের ফলে অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তাঁরা। টমাসের জুয়াখেলা এবং ঋণগ্রহণের অভ্যাসই ছিল এরূপ অনটনের বিশেষ কারণ। তাঁদের জীবন ও জীবিকার বিভ্রান্ত ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ এ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে একথা বলা চলে যে জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে কেরী স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করেন।

সুবিধা না হওয়ায় কলকাতার মানিকতলা ছেড়ে তাঁরা চলে আসেন সুন্দরবনের দেবহাটায়। সেখান থেকে আবার উঠে আসেন কালুতলায়। টমাসের সাহায্যে এই অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরির সমাধান হয় অবশেষে। কিছুদিন পূর্বে টমাস মালদহ জেলার মহীপালে জর্জ উডনির (George Udny) নীলের কারখানার ভার গ্রহণের জন্য কেরীদের ছেড়ে চলে আসেন। টমাস কেরীর জন্যও উডনির মদনাবাটিস্থ নীলের কারখানার ম্যানেজারের কাজ জোগাড় করেন। অবশ্য কেরীর মত ধর্মপ্রবণ লোকের পক্ষে নীলকরের চাকরী ছিল সত্যি কিছুটা অভাবনীয়। সে সময় ও তার পরবর্তী কয়েক যুগের নীলকরদের প্রয়োজনের খাতিরেই হতে হতো তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধর্মাধর্মবিবেচনাশূন্য। তাদের গরীব রায়তদের কাছথেকে মূল্যবান নীল আদায় করে আনতে হতো সর্বাধিক পরিমাণ। আর তাতে জোর জবরদস্তি, দৈহিক উৎপীড়ন বা অন্য যে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। উইলিয়াম কেরী এই অমানুষিক উপায়ে নীলকরের তহবিল ভর্তি করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না নিশ্চয়ই। কাজেই মদনাবটিতে ক্রমে ক্রমে নীলের চাষ কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কেরীর চাকরীর ইতিও সেখানেই হয়।

প্রায় ছয় বৎসর (১৭৯৪ সালের ১৫ই জুন থেকে ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী) কেরী মদনাবাটিতে বাস করেন। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো

১। Marshlman, John Clark, *The Story of Carey, Marshman and Ward, the Serampore Missionaries*, London, 1864, পৃ ২৬

তাঁকে এখানে। অবশ্য সে পরিশ্রমের কিছুটা প্রতিদানও পেয়েছিলেন তিনি। প্রত্যেক রবিবার এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনের অন্ততঃ দুই বা তিনটি সন্ধ্যায় নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে বাইবেলের বাণী প্রচার করতে বের হতেন তিনি। এ ব্যাপারে কখনও কখনও দিনে বিশ মাইলও হাঁটতে হতো তাঁকে। ক্রমে ক্রমে উৎসাহিত হলেন তিনি, বিশেষতঃ যখন দেখলেন যে বাঙ্গালী শ্রোতারা তাঁর বাংলা কথা বেশ বুঝতে পারছে। তাছাড়াও উৎসাহিত হবার আরো কারণ ছিল। তাঁর মুনশী রাম রাম বসু ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছিলেন খৃষ্টধর্মের দিকে। তিনিই অদূর ভবিষ্যতে প্রথম দীক্ষা লাভ করবেন এমন আশা করা অসঙ্গত ছিল না। মদনাবাটিতে নীলের কারখানায় চাকরী করা কালীন বাংলা ভাষা শিক্ষার পর্যাপ্ত অবসর পান। রাম রাম বসু কেরীর বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক যত্ন নিলেও কেরী প্রথম বাংলা ব্যাকরণ এবং বানান নিয়ে অত্যন্ত মুশকিলে পড়েন। রামরাম বসুর এ যত্ন নেওয়ার পেছনে শুধুমাত্র শিক্ষার দায়িত্ব পালনই ছিল না, ছিল বন্ধুত্ব এবং সহযোগীর আন্তরিকভাও। এদিকে কেরীর আরো অসুবিধায় পড়তে হলো। কারণ প্রথম অবস্থায় বাংলার চলতি বিভিন্নস্থানীয় ভাষার হেরফের বুঝে ওঠাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহোক সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তিতিক্ষা এবং পরিশ্রমের ফলেই কেরী সাফল্যের সাথে এগিয়ে চললেন। ইতিমধ্যে তিনি বুঝতে পারেন যে সংস্কৃতই বহু ভারতীয় ভাষার উৎসমুখ। ফলে মদনবাটিতে অবস্থানের দ্বিতীয় বৎসরে কেরী রামরাম বসুর সহায়তায় সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। অত্যল্পকাল পরে তিনি হিন্দুস্থানী বা হিন্দভী (বর্তমান উর্দু) ভাষা অধ্যয়ন শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি বন্ধু রাইল্যাণ্ডকে লেখেন—"আমি ইতিমধ্যে এতটা হিন্দুস্থানী শিখে ফেলেছি যে এ ভাষায় বেশ কথা বলতে পারি—প্রচারের কাজও বেশ কিছুটা চালিয়ে যেতে পারি।" কিন্তু কেরী হিন্দুস্থানী নিয়ে এর বেশী এগোন নি বলেই জানা যায়।

বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়নের সাথে সাথে কেরী একটানা কাজ করে যাচ্ছিলেন নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদের ব্যাপারে। অনেক আগেই অবশ্য টমাস—'ম্যাথিউ', 'মার্ক', 'ল্যুক', 'জেমস'—এই চারটি বইয়ের অনুবাদ শেষ করেছিলেন। নিজের অনুবাদের কাজ যতই এগিয়ে চলছিল, ততই কেরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন বাংলায় মুদ্রণের সমস্যা নিয়ে। তাছাড়া ছাপার আনুমানিক হিসাবের অঙ্ক টেনে যা দেখলেন তাতে তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাংলা ছাপার হরফ তখন দেশে দুষ্প্রাপ্য যদিও ১৭৭৮ সালে হলহেডের (Halhed) ব্যাকরণ

এবং পরবর্তী কয়েকটি পুস্তক মুদ্রণে উইলকিন্সের (Wilkins) কাটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙ্গালী কর্মকারকে যত্নসহকারে জটিল টাইপ নির্মাণ বিদ্যা শিক্ষা দেন। উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে চালিত একটি সরকারী হরফ ঢালাই কারখানার সঙ্গে পঞ্চানন কয়েক বৎসর বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা টাইপ নির্মাণ বিদ্যায় উন্নতি সত্ত্বেও বাংলায় টাইপের সরবরাহ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং এই জন্যই টাইপ ছিল দুর্মূল্য।

বাংলা টাইপ ছাড়া কেরীর পক্ষে তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ছাপানো সম্ভব ছিল না। এ জন্যই ১৭৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লেখেন—"খুব শীগগিরই আমি টাইপের জন্য বাংলা বর্ণমালার নমুনা পাঠাবার ইচ্ছা রাখি এবং এজন্য ব্যয়িত অর্থের একটা বিশেষ অংশও আমি নিজেই বহন করবার আশা করি।"[১]

কিছুদিন পর ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখেন ঃ

> It will be requisite for the Society to send a printing press from England ; and if our lives are spared, we will repay them. We can engage natve printers to perform the press compositor's work[২]

কেরীর আশা অবশ্য নিস্ফল হয়। বিফলমনোরথ কেরী তাই ১৭৯৬ সালে লেখেন—"বাইবেল মুদ্রণের ব্যাপারে আমাদের আশা ছিল বোধহয় অত্যধিক। সমস্ত চেষ্টাই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয় বাইবেল মুদ্রণ ও যুবকদের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড পাঠানো উচিত। তাছাড়া আরো মিশনারী এখানে পাঠানো প্রয়োজন—কেননা আমরা খুব শীগগীর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।"[৩] কেরী যে এসময় নিদারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন একথা এ চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

১। সজনীকান্ত দাস উদ্ধৃত ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারীতে লিখিত কেরীর পত্র। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, চতুর্থ ভাগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, পৃ ২৭১।

২। Letter from William Carey to Doctor John Ryland dated 14th June, 1795

৩। ঐ, ২৭৩ পৃষ্ঠায় কেরীর ১৭ জুন, ১৭৯৬ তারিখে লেখা চিঠির উদ্ধৃতি।

ইতিমধ্যে কেরীর এ নৈরাশ্যজনক মানসিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। ১৭৯৬ সালে ১৩ই আগষ্টে লিখিত এক পত্রে তিনি এরূপ আভাস দেন যে বিলাত থেকে টাইপ আমদানীর আশা সুদূর মনে হলেও বাংলায় বাইবেল মুদ্রণের পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেন নি। কিন্তু অন্যান্য অসুবিধা এবং ব্যর্থতা ছাড়াও কেরী এ সময় তাঁর বাঙালী মুনশী এবং বন্ধু রামরাম বসুর আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত হন। জঘন্য এক নৈতিক অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ার ফলে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এ ঘটনার চারমাস পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ই অক্টোবর মদনাবাটিতে জন ফাউনটেন (John Fountain) নামীয় একজন যুবক মিশনারী কেরীর নিকট পৌঁছেন। কেরীকে তাঁর স্কুল পরিচালনা এবং অনুবাদের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য জন ফাউণ্টেনকে বিলাত থেকে সোসাইটি মিশনারীরূপে বাংলা দেশে পাঠান। যুবক ফাউণ্টেন অল্পকালের মধ্যে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। তাঁর সহযোগিতার ফলে কেরী তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য উৎসাহিত হন। ১৭৯৭ সালের বসন্তকালের মধ্যে বাংলায় অনূদিত নিউ টেষ্টামেন্ট ছাপাখানায় পাঠানোর জন্য সম্পূর্ণ করা হয়।

১৭৯৬ সালের ১৬ই নভেম্বর কেরী ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন সোসাইটির সম্পাদক অক্লান্ত কর্মী এ্যানড্রু ফুলারকে বাংলা বাইবেল মুদ্রণের জন্য একটি প্রেস, কিছু টাইপ ও একজন মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ পাঠাবার জন্য এক পত্র লেখেন। উত্তর পাবার আগেই ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কেরী একবার কলকাতা আসেন। সেখানে মুদ্রণের আনুমানিক হিসাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কলকাতার মুদ্রাকরদের হিসাবমতে দশ হাজার কপি বাইবেল ছাপাতে, ৪৩, ৭৫০ টাকা অর্থাৎ ৪, ৪০০ পাউণ্ডের প্রয়োজন ছিল। তাঁরা আরো অনুমান করেন যে বইটির মোট দৈর্ঘ হবে ছয় শত পৃষ্ঠা এবং তা ছাড়াও প্রয়োজন হবে এক ফাউন্ট সম্পূর্ণ নূতন বাংলা টাইপের।[১]

১। সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, ২৭১; সুশীল কুমার দে পূর্বোক্ত। তারিখ সম্পর্কিত সুশীল কুমার দে'র অভিমত সুস্পষ্ট নয়। সঠিক তারিখের জন্য Eustace Careyর Memoir of William Carey D. D, লণ্ডন, ১৮৩৬, পৃঃ ২৩৯, ২৭৭ এবং ৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

ভগ্নহৃদয়ে কেরী মদনাবাটিতে ফিরে আসেন। যা হোক ১৭৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি খোঁজ পেলেন যে কলকাতার সরকারী ছাপাখানার উদ্যোগে নতুন বাংলা টাইপ তৈরী এবং বিক্রী হচ্ছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী এক পত্রে তিনি লেখেন—"দেশীয় ভাষাগুলোর হরফ নির্মাণের জন্য কলকাতায় একটি হরফ-ঢালাইখানা চালু হয়েছে অবশেষে। আমার মনে হয় বাইবেল ছাপার জন্য ইয়োরোপে ঢালাই করা অক্ষর অপেক্ষাকৃত সস্তা হবে"।[১]

নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে তিনি চার্লস উইলকিন্স এবং তাঁর সহকারী পঞ্চানন কর্মকার পরিচালিত কোম্পানীর প্রেসের হরফ-ঢালাইখানাটির কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর কেরী বেশ কিছুটা তিক্ততার সঙ্গেই উল্লেখ করেন যে বাংলায় অনুন্নত সাবেকপন্থী মুদ্রণ পদ্ধতিতেই তিনি ১৭৯৮ সালের বড় দিনের আগে জেনেসিসের বাংলা অনুবাদ ছাপার আশা রাখেন—যদিও খরচ এতে পড়বে বিলাতের তুলনায় দশগুণ বেশী।

ইতিমধ্যে তাঁর বাংলা এবং সংস্কৃত শিক্ষা চলতে থাকে। ১৭৯৬ সালের মধ্যে তিনি বাংলায় বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বাংলার একটি ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ সঙ্কলন করেন বলে জানা যায়।

বিলাতের বিখ্যাত হরফ-নির্মাতা উইলিয়াম ক্যাসলন সেখানে কর্তিত প্রতিটি বাংলা টাইপের পাঞ্চের দাম এক গিনি হিসাবে দাবী করেন।[২] এ কল্পনাতীত দর অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঞ্চ (Punch) জোগাড় করে এক ফাউণ্ট বাংলা টাইপ ঢালাই করতে কয়েক সহস্র পাউণ্ডের প্রয়োজন ছিল। নরম্যান এ, এলিসের (Norman A. Ellis) মতে :—

> The cost of a fount of any Indian script is far heavier than for Roman (I am not taking into consideration mechanical typesetting, to which I shall refer later). In hand typesetting

---

১। সজনীকান্ত দাস জার্নাল অফ উইলিয়াম কেরী থেকে উদ্ধৃতি দান করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, পৃ ২৭৪।

২। Marshman, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১; Pearce Carey, পৃ ১৭৩; The Life and Achievements of William Carey প্রবন্ধটি The Carey Exhibition নামক পুস্তিকায় লিখিত পৃ ৮ দ্রষ্টব্য।

a double case of Roman characters can do the job for book work, but upto seven cases of a similar size are needed for an Indian script. It is not unusual for an Indian press to have a fount of book type (of one size only) that extends to 2,000 pounds weight ; at a conservative estimate of Rs. 3 per pound of type, the cost of maintaining a composing room for book work can be immense."[১]

কেরীর সংগৃহীত সম্ভাব্য খরচের হিসাব যে তাঁর কাছে রীতিমত ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল, এতে অবাক হবার কিছু নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির পক্ষে হঠাৎ করে প্রেস, টাইপ অথবা মুদ্রাকর এর কোনটিই জোগাড় করে ওঠা সম্ভব হলো না। মদনাবাটির নীলের কারখানাও ক্রমাগত লোকসানের ভারে তলিয়ে যাচ্ছিল। উডনির চাকরী ছেড়ে দিয়ে টমাস অনেক আগেই অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক কেরীর প্রতি সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাবশতঃই উডনি ব্যক্তিগত ক্ষতি সত্ত্বেও কেরীকে আরো দু'এক বছর মদনাবাটির নীলের কারখানা চালাবার অবকাশ দেন।

অত্যল্পকালের মধ্যে কলকাতার কোনো এক সংবাদপত্রে ৪৬ পাউণ্ডে (মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) সদ্য আমদানীকৃত ও বিলাতী একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্রের নীলামের কথা ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। পিয়ার্স কেরী এ সম্পর্কে বলেন ঃ—'এই ছাপাখানাটি কি ভাবে মিশনের কাজে সাহায্য করতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি (কেরী) উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ফলে ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রচারে বিশেষ আগ্রহশীল মিঃ উড্‌নি ছাপাখানাটি কিনে কেরীকে দান করলেন!' ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নৌকাযোগে মুদ্রাযন্ত্রটিকে মদনাবাটিতে আনা হয়। এটি বসানোও হয়ে যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। কেরী এবং তাঁর সহকর্মী ফাউন্টেন মুদ্রাযন্ত্রটিকে নিয়ে এত হৈ চৈ করেন যে আশেপাশের বাঙ্গালী অধিবাসীরা যন্ত্রটির নাম দেয়—'সাহেবদের ঠাকুর'।[২]

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কেরী একবার কলকাতা যান বাংলা নিউ টেষ্টমেন্ট ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাক্ষরের অর্ডার দিতে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা

১। Ellis, Norman A. Article on Indian Typography, in the Carey Exhibition, পৃ ১০-১১,

২। Pearce Carey, op. cit., পৃঃ ১৭৩-১৭৪

এপ্রিল তারিখে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাইল্যাণ্ডকে লিখিত এক পত্রে ছাপার ব্যাপারে মদনাবাটি মিশনারীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

> I wrote to the Society that I had reason to hope that a copy of the whole Old and New Testament might be completed by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament; would arrive......We have a press, and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting, The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months, by which time the copy will be in.[১]

পরবর্তী দু'বছরের মধ্যেই পঞ্চানন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে চাকরী গ্রহণ করেন। পঞ্চানন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচ্যভাষা সমূহের তদানীন্তন এই বৃহত্তম ঢালাইখানাটি অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করে। কলকাতা থেকে মদনাবাটি প্রত্যাবর্তনের পর কেরী একথা শুনে দুঃখিত হন যে তাঁর বন্ধু এবং মনিব জর্জ উডনি ক'বছরের একটানা লোকসানের পর মদনাবাটির কারখানাটি বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে কেরী তাঁর কষ্টে সঞ্চিত ৩০০০৲ টাকায় মদনাবাটির কিছু উত্তরে খিদিরপুরে একটি নীলের কারখানা খরিদ করেন এবং ফাউণ্টেনের সহযোগিতায় মুদ্রাযন্ত্রটি সহ খিদিরপুরে যাওয়ার আয়োজন করতে থাকেন।

এইখানে উইলিয়াম কেরীর বিশ্বস্ত বন্ধু, সহচর ও সহকর্মী জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং অন্যান্য মিশনারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি।

জশুয়া মার্শম্যান ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম। উইল্‌টশায়ারের (Wiltshire) ওয়েষ্টবারী লী (Westbury Leigh) নামক স্থানে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা জন মার্শম্যান ছিলেন একজন গরীব তাঁতী। পরে তিনি জীবিকা হিসাবে নাবিকবৃত্তি

১। Letter from Carey to Ryland, dated april 1, 1799.

গ্রহণ করেন। তরুণ মার্শম্যান চৌদ্দ বৎসর বয়সেই লণ্ডনের একজন পুস্তক বিক্রেতার অধীনে চাকরী নেন। এখানে ওখানে ছোটখাট সংবাদ ও চিঠি পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। কিন্তু এ কাজ তার পছন্দ না হওয়ায় তিনি পৈতৃক বৃত্তি (তাঁতের কাজ) গ্রহণ করেন। কাজের শেষে অবসর সময়টুকু তিনি নানা জাতীয় বইপত্র পড়াশুনা করতেন। তাঁর জীবনের পরবর্তী দশ বৎসরের শিক্ষার ভিত্তির উপর পরে গড়ে ওঠে তাঁর ধর্মীয় জীবন। ১৭৯১ সালে তিনি হানা শেপার্ড (Hannah Sheppard) নামে কোনো ব্যাপটিষ্ট পরিবারের জনৈক তরুণীকে বিয়ে করেন। এর ফলে তিনি নিজেও ব্যাপটিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। তিন বৎসর পর ১৭৯৪ সালে ব্রিষ্টলের কোন স্কুলে শিক্ষকতা করাকালীন তাঁর সাথে ডাঃ জন রাইল্যাণ্ডের সাক্ষাৎ ঘটে। ডাঃ রাইল্যাণ্ড এ সময় ছিলেন ব্রিষ্টল একাডেমীর সভাপতি এবং ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রবীণতম সভ্য ও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। মার্শম্যান তাঁর দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। জীবনের এ সময় মার্শম্যান অত্যন্ত যত্ন সহকারে গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং সিরীয় ভাষাগুলো শিখেছিলেন। পরে এ সমস্তই শ্রীরামপুরে তাঁর সাঁইত্রিশ বৎসর কাল অবস্থানের সময় বিশেষ কাজে লাগে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির কথা পড়ে এবং The Periodical Accounts of the Baptist Missionary Society ও চার্লস গ্র্যাণ্ট (Charles Grant) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী মিশনারী হিসাবে বাংলার পথে যাত্রা করেন। চার্লস গ্র্যাণ্ট ছিলেন মার্শম্যানের একজন পূর্বতন ছাত্র। পরে তিনি মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ও অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টার নিযুক্ত হন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন বয়সে মার্শম্যানের চেয়ে কিছু ছোট। অল্প-বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। ফলে তাঁর শিক্ষার ভার পড়ে তাঁর মায়ের ওপর। স্কুল ত্যাগের পর তিনি মিঃ ড্রুরীর (Mr. Drury) ছাপাখানায় শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শুরু করেন। ডার্বির এই অন্যতম বৃহৎ ছাপাখানাটিতে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রুফ সংশোধক পদে উন্নীত হন। এতে তাঁর অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। পরে তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং পর পর *Derby Mercury* ও *Hull Advertiser* নামক দুটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৭৯৬ সালে হাল (Hull) শহরে থাকাকালীন তিনি ব্যাপটিষ্ট মতে দীক্ষা নেন এবং ব্যাপটিষ্ট সোসাইটিতে যোগদান করেন।

সাংবাদিকতা ত্যাগ করে তিনি ডাঃ ফসেটের (Dr. Fawcett) অধীনে প্রচারের কার্য গ্রহণ করেন। কেরীর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই তিনি ভারতে বাইবেল ছাপার জন্য তাঁর আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই জন্যই ১৭৯৯ সালে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, বাইবেলের অনুবাদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও একজন অভিজ্ঞ মুদ্রাকরের অভাবে কেরী তা ছাপতে পারছেন না, তখন তিনি স্বেচ্ছায় ভারত গমনে রাজী হন। সোসাইটির নির্দেশানুযায়ী সে দলটি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়ার্ডের সঙ্গে ছিলেন মার্শম্যান, ব্রান্‌সডন (Brunsdon) এবং উইলিয়াম গ্রাণ্ট (William Grant) পরিবারগুলি। ওয়ার্ড সমুদ্র বক্ষে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

> Unto me, who am less than the least of all our saints, may this grace be given that I should print for the Gentiles the unsearchable riches of Christ.১

সত্যই এ ছিল ওয়ার্ডের আন্তরিক ইচ্ছা। উত্তরকালে তাঁর এই মহৎ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি।

গ্র্যাণ্ট এবং ব্রানস্‌ডনদের সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। শ্রীরামপুর পৌঁছার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উইলিয়াম গ্র্যাণ্ট বাসস্থানের অত্যধিক আর্দ্রতাবশতঃ জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ব্যথিত ওয়ার্ডের কথায় গ্র্যাণ্ট

> "Finished his course just as the rest were binding on their sandals."২

চব্বিশ বৎসরের যুবক ব্রান্‌স্‌ডনকে মুদ্রাগারে ওয়ার্ডকে সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাঁচা মাটির আর্দ্র ভিটায় প্রত্যহ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর যকৃতের ব্যাধি হয় এবং তিনি ১৮০১ সালে ৭ই জুলাই কলকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তরুন মিশনারী এবং কেরীর সহযোগী জন ফাউণ্টেনও ১৮০০ সালের ২০শে আগষ্ট মারা যান। পরপর কয়েকজন মিশনারীর মৃত্যুর ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত থেকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের নবতর কার্যকলাপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ কেরীর নিকট আসতে থাকে। মদনাবাটি পরিত্যাগের পূর্বেই কেরী জানতে পারেন যে সোসাইটি জশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্‌স্‌ডন ও উইলিয়াম গ্র্যাণ্ট,

---

১ Journal of William Ward

২ Pearce Carey, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৯

উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ একদল মিশনারী প্রেরণ করেছেন। একে মিশনারী, তায় ছাড়পত্রহীন—কাজেই কলকাতা বা কোম্পানী অধিকৃত অন্য কোনো স্থানে তাঁদের অবতরণ ছিল নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁরা স্বেচ্ছায় হুগলী নদীর ১৫ মাইল উজানে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরেই অবতরণ করেন। এখানেও তাঁরা অবশ্য খুব যে নিরাপদ ছিলেন তা নয়। কারণ কোম্পানী তাঁদের বিলাতে পুনঃ প্রেরণের জন্য অনতিবিলম্বে কলকাতায় হাজির হওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু সত্তর বৎসর বয়স্ক শ্রীরামপুরের বৃদ্ধ দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বী (Col. Bie) ছিলেন সাহসী এবং অটল নীতিসম্পন্ন ব্যক্তি। লণ্ডনস্থ দিনেমার কনসাল এই অসহায় প্রচারক দলটিকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন জানতে পেরে কর্ণেল বী অকুতোভয়ে তাঁদের আশ্রয় এবং নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। এরপরে নবাগতেরা উইলিয়াম ওয়ার্ডের সঙ্গে জন ফাউণ্টেনকে মদনাবাটিতে প্রেরণ করে কেরীর মূল্যবান পরামর্শ চেয়ে পাঠান। কেরী তাঁদের আপন বাসস্থানে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাগতদের অনুরোধে কেরী নিজেই শ্রীরামপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে ওয়ার্ড ১৭৯৯ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর জার্নালে লিখেছেন ঃ

> Monday, December 2. Carey has made up his mind to leave all, and follow our saviour to Serampore. Indeed, whilst He has opened a door there to us, He has shut all others.[১]

খিদিরপুরের সম্পত্তি এবং অসুস্থ চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিত্যাগ করে কেরী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে আপন পরিবার, ওয়ার্ড ও ফাউণ্টেন এবং মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে শ্রীরামপুরের পথে যাত্রা করেন।[১]

দুই

শ্রীরামপুরে কার্যক্রমের সূচনা

শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে ভারতে প্রটেষ্টাণ্ট কার্যকলাপের শুরুর কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ কর্তৃক ভারতের উপকূলভাগ অধিকারের অত্যল্পকাল পরেই ভারতে

১। ঐ, পৃঃ ১৭৯-১৮১

খ্রীষ্টান মিশন এবং মিশনারীদের আবির্ভাব হয়। পাক-ভারতে খ্রীষ্টান প্রটেষ্টান্ট শক্তির রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা যেমন অনেক বিলম্বে হয় তেমনি প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রটেষ্টান্ট মিশনারীদের প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সূত্রপাতও হয় অনেক পরে। ফলে এদের পক্ষে প্রথম প্রথম সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। ক্ষুদ্র বৃহৎ এ সকল উদ্যোক্তাদের মধ্যে দক্ষিণ উপকূল মিশনের (South Coast Mission) নামই প্রথম উল্লেখ করতে হয়। ১৭০৫ সালে ত্র্যাঙ্কেবারে (Tranquebar) দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপনিবেশ স্থাপনের সময় থেকে দিনেমার লুথারান প্রটেষ্টান মিশন বার্থলোমিয়াস জিগেনবাল্গ (Bartholomoeus Ziegenbalg, 1683-1719), জোহান আর্নষ্ট গ্রুণ্ডলার (Johann Ernst Grundler, 1677-1720), ও পরবর্তীকালে খ্রীষ্টিয়ান ফ্রেডারিক শোয়ার্টজ (Christian Frederick Schwartz, 1726-98), বেন্‌জামিন শুল্‌ট্‌জ (Benjamin Schultze, ?—1780), এবং অন্যান্য নিঃস্বার্থ প্রচারকদের সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে কাজ শুরু করে। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন স্যাক্সনীর (Saxony) হলে (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ফ্র্যাঙ্কের (Francke) প্রাক্তন ও প্রিয় ছাত্র এবং তাঁরই আশীর্বাদে অনুপ্রাণিত। উল্লেখযোগ্য এই যে স্বয়ং ডেনমার্কের অধিপতি চতুর্থ ফ্রেডারিকও ছিলেন প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কের ছাত্র। ১৭০৭ সাল থেকে দক্ষিণ ভারতে লুথারান মিশনারীরা শুধু মালাবারী ও তামিলদের মধ্যেই দীক্ষা দেননি, ব্যাপক ধর্মপ্রচারের জন্য তামিল ভাষায় অনুবাদও করেন। ফলে শীঘ্রই তাদের কার্যাবলী এবং প্রভাব মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, তিনেভেলী প্রভৃতি সন্নিকটস্থ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতের দক্ষিণ উপকূলে যে সব মিশনারীরা, ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড জন জ্যাকারিয়া কিয়ারন্যাণ্ডার (John Zachariah Kiernandar) ছিলেন ফ্র্যাঙ্কেরই অন্যতম শিষ্য। পনের বৎসরাধিক কাল দক্ষিণ ভারত অবস্থানের পর তিনি মহীশূর ও কর্ণাট যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য বাংলায় চলে আসেন। ১৭৫৮ সালে কলকাতায় পৌঁছে তিনি একটি গির্জা স্থাপন করেন এবং পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মিলনে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান সংকর সমাজের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এদের বেশ কিছু সংখ্যক লোককে তিনি লুথারান মতে দীক্ষা দিতে সমর্থ হন। কিন্তু অর্থাভাবে অবশেষে তিনি প্রচারকার্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি

চুঁচুড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৪ সালে দিনেমার সরকারের একজন সামান্য পেনসনভোগী হিসাবে মারা যান।[১]

এভাবে ভারতে মিশনারী কার্যকলাপের শিখা যখন নির্বাপিত প্রায় তখনই খ্রীষ্টিয়ান জিনজেনডরফের (Christian Zinzendorf, 1727-1752) শিষ্য মোরেভিয়ান মিশনারীদের ভারতে আগমন। এঁদের একটি দল ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কার্ল ফ্রেডরিখ স্মিড (Karl Friedrich Schmidt) ও জোহানেস গ্রাসম্যানের (Johannes Grassmann) নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইংরাজ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের আগমনের পূর্বে এঁরাই প্রথমে এখানে আসেন। অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং একটি বাংলা-মোরেভিয়ান শব্দকোষ সঙ্কলন করে তাঁরা প্রচারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু কার্যের বিশালত্ব উপলব্ধি করে তাঁরা পরে ভীত ও ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন। বসতি স্থাপনের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিক্সনগরে (সরকারী কাগজপত্রে শ্রীরামপুরকে তখন এ নামেই অভিহিত করা হতো) তখন মাত্র চারটি প্রটেষ্টাণ্ট পরিবার ছিল। লোকসংখ্যার বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু এবং মুসলমান, অতি অল্পসংখ্যক রোমান ক্যাথলিক এবং আর্মেনিয়ানেরও বসবাস ছিল এখানে। পনেরো বৎসরের নিস্ফল চেষ্টার পর ১৭৯২ সালে এ মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ বৎসরই কেরীর উদ্যোগে বিলাতে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর আট বৎসর পর কেরী তাঁর সহযোগীদের সাথে শ্রীরামপুর আসেন এবং মোরেভিয়ানদের অনুসরণে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন।

আমাদের আলোচনার এ মুহূর্তে জর্জ স্মিথ কর্তৃক তাঁর লিখিত কেরীর জীবনী থেকে একটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেছেন:—

> William Carey had no predecessor in India as the first ordained Englishman who was sent to it as a missionary. He had no predecessor in Bengal and Hindustan proper as the first missionary from any land to the people. Even the Moravians who in 1717 had sent two brethren to Serampore, Calcutta, and Patna had soon withdrawn them.[২]

১। Smith, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪-৫৭ ; Marshman, পূর্বোক্ত, পৃ ১২-১৩

২। Pearce Carey, পৃ ১৮৪-১৮৫ ; Smith, পৃ ৫৭ ; Long, James. *Hand book of Bengal Missions in connection with the Church of England*......London, 1848, পৃ ১৫-১৬

কিন্তু আমরা আগেই ভারতের দক্ষিণ উপকূলে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত মিশনারীদের কথা উল্লেখ করেছি। শ্রীরামপুরে মোরেভিয়ান মিশনারীদের পনের বৎসরাধিক কালের ব্যর্থ চেষ্টার কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং কেরী যে সর্ব-প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত মিশনারী হিসাবে ভারতে তথা বাংলায় পদার্পণ করেন নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রেভারেণ্ড জেমস লং (Rev. James Long, 1814-1887)এর মতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সোসাইটি সর্বপ্রথম ১৭৮৯ সালে কেমব্রিজের রেভারেণ্ড টি ক্লার্ককে (Rev. T. Clark) মিশনারী হিসাবে বাংলায় প্রেরণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই ভ্রাম্যমান প্রচারক জীবন ও এর স্বল্পবৃত্তির প্রতি ক্লার্কের বিরক্তি জন্মে। ফলে এক বৎসর পরেই তিনি প্রচারকার্য ত্যাগ করে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। প্রথমাবধিই কেরীর বন্ধু এবং সহযোগী হিসাবে জন টমাস দীক্ষাপ্রাপ্ত পাদরী না হলেও ১৭৮৬ সালে বাংলায় সর্বপ্রথম প্রচারকার্য চালান। যাহোক গুরুত্বের দিক দিয়ে এসব মিশনারী এবং পরবর্তী অন্যান্য সকলের তুলনায় কেরী ছিলেন সর্বপ্রধান।[১]

এই সময় মিশনারী কার্যকলাপের জন্য কোম্পানীর প্রচার এবং মিশনারী এবং শিক্ষা-বিরোধী নীতির কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এ নীতি সম্পর্কে এক কথায় এই বলা যেতে পারে যে স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকার মিশনারীদের বহিষ্করণ ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রতি নিরুৎসাহ প্রদর্শনের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভারত বর্ষকে পঙ্গু করে রাখা যায়ঃ—

> in a state of complete and permanant ignorance that England might be enabled to hold the country without anxiety and monopolise its trade and drain its resources.[২]

এ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কেরীর আগমনের পর মিশনারীদের ভারতে আগমন সম্ভব হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সার জন শোরের (Sir John Shore) আদেশ অনুসারে। এ আদেশানুসারে ছাড়পত্রহীন ইউরোপীয়ানদের ভারতে

১। Smith, পৃ ৫৪-৫৭

২। **Marshman, পুর্বোক্ত, পৃ ১৯-২০ ; Long, পুর্বোক্ত**

অবস্থানের অপরাধ ক্ষমা করা হতো। কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও কোম্পানীর খুশীমাফিক আচরণের আশ্বাসসহ ৫০০ থেকে ২০০ পাউণ্ড জমা দিতে হ'ত'।[১] যা হোক এ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মার্শম্যান, ওয়ার্ড এবং অন্যান্য-দের বাংলার মাটিতে পদার্পণ করতে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়।

১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী ব্যাপ্টিষ্ট মতাবলম্বী যে ক্ষুদ্র দলটি শ্রীরাম-পুরে সংঘবদ্ধ হয় তারাই খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, বাংলার অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উন্নয়নের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তদনুরূপ সাফল্য লাভের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই দলটির নেতা এবং প্রধানতম সভ্য ছিলেন উইলিয়াম কেরী। এ ছাড়া এই দলে ছিলেন জশুয়া মার্শম্যান এবং তাঁর স্ত্রী হানা মার্শম্যান, ডার্বির প্রাক্তন মুদ্রাকর উইলিয়াম ওয়ার্ড, এবং ব্রান্সডন ও গ্র্যাণ্ট পরিবারদ্বয় ও জন ফাউণ্টেন। মদনাবাটি থেকে কেরীর সঙ্গে আসেন কেরীর স্ত্রী এবং তাঁর চার ছেলে। বড় ছেলে ফেলিক্স এ সময় শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে পরিণত বয়স্ক। কেরীর স্ত্রী অবশ্য মারাত্মক মানসিক রোগে ভুগছিলেন এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মৃত্যুর দিকে। জন টমাস অনেক আগেই মিশন ছেড়ে মালদহ জেলায় একাকী জীবন যাপন করছিলেন। এঁদের সকলের ১৭৯০ সালে শ্রীরামপুরে একত্রিত হবার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিক্সনগর নামে খ্যাত দিনেমার শহরটি কলকাতা থেকে পনেরো মাইল উজানে হুগলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এর আদি ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্রময়। ১৭৫৫ সালে সর্বপ্রথম এখানে দিনেমার উপনিবেশ স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড এবং নেপোলিয়ন ও তাঁর মিত্রপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চন্দননগর ও চুঁচুড়া অধিকার করে। ফরাসী ও দিনেমার অধিকৃত এ দু'টি শহরের পতনের ফলে শ্রীরামপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই শহরটি বেসরকারী ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। বাংলায় এই দিনেমার অধ্যুষিত কেন্দ্রটি সেদিন ছিল জনবহুল, স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম। এর নদীবক্ষে তখন ভিড় করতো দিনেমার এবং দূরাগত বিভিন্ন দেশীয় বাণিজ্যপোত। কেরীর মতে এখানে দিনেমার, জার্মান,

১। Marshman, পৃ ৩২

ফরাসী, ইংরেজ, পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, গ্রীক, শিখ, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন দেশীয় লোকের বাস ছিল। এই নদীবন্দরটিতেই সৌভাগ্যবশতঃ দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বী (Colonel Bie) ছিলেন ব্যাপ্টিষ্ট আদর্শ এবং কর্মসূচীর প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। ত্র্যাঙ্কেবারস্থ দক্ষিণ উপকূলের মিশনারীদের কার্যকলাপ বিশেষতঃ বেন্‌জামিন শুল্‌ট্জ এবং মোরে-ভিয়ানদের অদম্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি মুগ্ধ হন। নৈতিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সততাই ছিল কর্ণেল বী'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট। তাঁর চরিত্রে এসব গুণের সমাবেশ ছিল বলেই সেদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের সক্রিয় বৈরাচণের মুখেও এই ক্ষুদ্র দলটির পক্ষে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে জশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবনীকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেন ঃ

> For twenty years, moreover, he (Bie) had resolutely resisted the demands of successive (English) Governors-General to surrender those to whom he had accorded the protection of his flag and he was now prepared to offer the missionaries an asylum in the teeth of British opposition. [১]

শ্রীরামপুরের এই ক্ষুদ্র শহরটিকে কেন্দ্র করেই ১৭৯৯ সালে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের আগমন থেকে শুরু করে ১৮৪৫ সালে শহরটি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা পর্যন্ত ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির অমর ইতিহাসের ক্রমবিকাশ। ছাড়পত্রবিহীন মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্‌স্‌ডন এবং গ্র্যাণ্টেরা বাংলায় পৌঁছে শ্রীরামপুরে অবতরণ করলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বদেশে ফেরত পাঠাবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় হাজির হতে আদেশ দেয়। এই অবস্থায় কর্ণেল বী'র সাদর অভ্যর্থনা এবং সাহায্যের আশ্বাস তাঁদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে। কর্ণেল বী'র নির্দেশ মতে তাঁরা ভবিষ্যতে ভারতের বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেল মারকুইস অফ ওয়েলেসলীর (Marquis of Wellesley) নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। উত্তরে তাঁরা জানতে পারেন যে কর্ণেল বী'র আশ্রয় গ্রহণ করা ও শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন ওয়েলেসলীর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ নয়। পূর্বোল্লিখিত জীবনীকার ও ঐতিহাসিক জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন ঃ—

১। ঐ, পৃ ৪৫-৪৬; Pearce Carey, পৃ ১৭৮-১৮৭

> ...it was not repugnant to Lord Wellesley's wishes that the missionaries should accept Colonel Bie's offer and plant their mission at Serampore. ....On the contrary it would be rather agreeable to him to find that they were established under a foreign flag and that he was relieved from all official necessity of interfering with their movements. He was a despot but an enlightened despot.[১]

এ সময় কোম্পানীর সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে ওয়েলেস্‌লীর ভারতে অবস্থান মিশনারীদের জন্য সত্যি ছিল পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরই উদার মনোবৃত্তির ফলে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ক্রমোন্নতি ও পরিবর্ধন সম্ভব হয়।[২]

এ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা নিজেদের কর্মসূচী প্রণয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। কৃতজ্ঞ মিশনারীরা এত অনুকূল পরিবেশে মিশন স্থাপন করতে পারায় ১৮০০ সালের ২৪শে এপ্রিল শুক্‌রিয়া দিবস পালন করেন। এ উপলক্ষে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে দিনেমার অধিপতি ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের নিকট তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে মিশন স্থাপন এবং প্রচারের কাজে নানাবিধ সাহায্য ও সুবিধা লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পরবর্তী বৎসর দিনেমার অধিপতি এর জবাবে তাঁদের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, এরপর থেকে তিনি নিজেই মিশনটির বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেন।[৩] এ ভাবেই অবশেষে মিশনের অস্তিত্ব এবং মিশনারীদের মর্যাদা আইনতঃ স্বীকৃতি লাভ করে।

মিশন প্রতিষ্ঠার এ পর্যায়ে কেরীর পক্ষে সোসাইটির পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সংস্থা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মিশনের তহবিলে প্রদত্ত ফুলার, রাইল্যাণ্ড এবং অন্যান্যদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এ সময় বিলাত থেকে আর্থিক কোনো সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাও ছিল সুদূর পরাহত। তাছাড়া মিশনারী আন্দোলনের গোড়া থেকেই স্থিরীকৃত হয় যে মিশনারীরা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। শ্রীরামপুর সম্পর্কে কেরী দ্বিধাহীন চিত্তে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করেন। তাছাড়া কেরী বিশেষ আকৃষ্ট

১। Marshman, পৃ ৪৮

২। Marshman, op. cit., পৃ ৪৮, ৫৪, ৫৯, ৮৩-৮৬

৩। ঐ, পৃ ৫৩

হন মোরেভিয়ান আদর্শে। মোরেভিয়ানদের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় তাঁর মালদহ জেলায়। এঁদের কোনো কোনো ব্যবস্থা কেরী শ্রীরামপুরে প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থা অনুসারে মিশনারীদের জীবনযাত্রার একই মানে থাকা, একই টেবিলে সমবেতভাবে আহার করা এবং পরিবারে খরচপত্র বাবদ সামান্যমাত্র অর্থে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালানো সম্ভব ছিল না এ বন্দোবস্তের ফলে। তাছাড়া অর্জিত অর্থের বেশীর ভাগই দিয়ে দিতে হতো মিশনের সাধারণ তহবিলে। মিশনারীদের এ ক্ষুদ্র দলটি আশা করতেন যে এভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা ভবিষ্যতে তাঁরা আফ্রিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য স্থানে মিশন প্রেরণ করতে সক্ষম হবেন।

মিশনের এ শৈশবাবস্থা থেকেই সভ্যদের মধ্যে ছিল কাজকর্মের সুষ্ঠু ভাগাভাগি। দলের সর্বাধিনায়ক হিসাবে কেরীর ওপর ছিল তহবিলের অর্থ এবং ঔষধপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। তাছাড়া তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল অনুবাদ এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার সামগ্রিক দায়িত্ব। অনুবাদ এবং মুদ্রণের ব্যাপারে তরুণ জন ফাউণ্টেন আমরণ কেরীর বিশেষ সহযোগী ছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডের হাতে মুদ্রাযন্ত্রের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ব্রান্‌স্‌ডন এবং কেরীর যুবকপুত্র ফেলিক্স ছিলেন ওয়ার্ডের সক্রিয় সহযোগী। জশুয়া মার্শম্যানের ওপর পড়ে অর্থসংগ্রহের মত কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু দায়িত্বের দুর্বহ বোঝা দমিয়ে দিতে পারেনি তাঁকে। স্ত্রী হানার সহায়তায় অর্থ সংগ্রহের ক্লেশকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। আশ্রয় পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এ'কথা স্থিরীকৃত হয় যে প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক মার্শম্যান ছেলেমেয়েদের জন্য দু'টি পৃথক বোর্ডিং স্কুল চালিয়ে যাবেন। অচিরেই স্কুল দু'টি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে এবং বাংলায় প্রবাসী সমস্ত ইউরোপীয় গৃহিণীরাই আপন ছেলেমেয়েদের শ্রীরামপুরে পাঠাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানটি মিশনের প্রধান আর্থিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে মিশনের প্রেসটিও সমস্ত পাক-ভারত তথা পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে।

গোড়া থেকেই মিশনারীদের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিদের ঈর্ষা ও শত্রুতার এবং ব্রিটিশ সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে মিশনের অগ্রগতি ব্যাহত হবার আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর অত্যুৎসাহী কর্মচারীরা মিশন-বিরোধী হিন্দু

এবং খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মাঝে মাঝে মিশনের বিরুদ্ধে হামলা চালাতেন। এ ধরণের কয়েকটি হামলার কথাই আলোচনা করছি। বিনা ছাড়পত্রে ভারতে আসার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আয়ত্বে আসার পর মিশনারীদের নির্বিবাদে ও শান্তিতে বসবাস করার অবসর মেলে মাত্র অল্প কয়েকদিনের। প্রাথমিক এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠলেও মিশনারীরা একেবারে নিরাপদ ছিলেন না। কেননা কোম্পানী কর্মচারীদের সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁদের ওপর। মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদান এবং মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকাবলী যাতে ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন না করে সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে বড়লাট ওয়েলেস্লীর সন্দেহ ভঞ্জন করতে কয়েকবারই তাঁকে একথা বুঝিয়ে বলতে হয় যে মিশন প্রেস থেকে আক্রমণাত্মক মিশনারী কার্যকলাপের স্বপক্ষে বিবেচনাহীন ও উত্তেজক সাহিত্যের প্রকাশ হচ্ছে না। ১৮০০ সালের ৮ই এপ্রিল নদীর অপর কূল থেকে বারাকপুরের ইংরেজ সিপাইরা রাতারাতি দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুর শহরটি দখল করে। স্বয়ং কর্ণেল বী ইংরাজদের হাতে বন্দী হ'ন। ফলে মিশনারীরা নিজেদের বিশেষ বিপন্ন বোধ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এ সময় থেকে ১৮০১ সালের ১৯ শে জুলাই পর্যন্ত চৌদ্দ মাস শাসনকালীন ইংরাজ সৈন্যেরা মিশনারীদের প্রচারকার্যে কোনো বাধার সৃষ্টি করে নি।

এর অত্যল্পকাল পরেই একটি বিশেষ ঘটনার ফলে মিশনকে এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৮০৬ সালের ১০ই জুলাই দক্ষিণ ভারতে ভেল্লোরে (Vellore) অবস্থিত একদল ভারতীয় সৈন্য তাদের উর্ধতন কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কোম্পানীর সমসাময়িক বৃটিশ চাকুরেদের চক্ষে এ বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আশু প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে কোম্পানী তার পূর্বনীতি বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্বার গ্রহণ করেন। এ নীতি অনুসারে কোম্পানী জনসাধারণের ধর্মীয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ করাকে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিশেষ শঙ্কাজনক বিবেচনা করতেন।[১] ফলে মিশনের কার্যকলাপের ওপর কোম্পানী সতর্ক দৃষ্টি রাখা সমীচীন মনে করেন।

এ মুহূর্তে বিলাত থেকে দুইজন ছাড়পত্রহীন মিশনারীর ভারত আগমনের ফলে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। চাকরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে

১। ঐ, পৃঃ ১০২

ওয়েলেসলী ১৮০৫ সালে বিলাত প্রত্যাবর্তন করেন এবং সার জর্জ বার্লো (Sir George Barlow) সাময়িকভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মিশনবিরোধী হিন্দু এবং খ্রীষ্টানদের প্ররোচনায় বার্লো এদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং ১৮০৬ সালের ২৬শে আগষ্ট কেরীর নিকট ভারতে মিশনারীদের এরূপ অনধিকার প্রবেশের কৈফিয়ত চেয়ে পাঠান। কেরীকে এ মর্মে সাবধান করে দেওয়া হয় যে:

"Government did not interfere with the prejudices of the people. They required that neither should Mr. Carey nor his colleagues."[১]

এ হুমকিতে কেরী বিচলিত হলেও ভেঙে পড়লেন না মোটেই। তিনি এহেন প্রতিকূল ঝড়ের মাঝেও আপন সঙ্কল্পে অটুট রইলেন। পরিস্থিতির ক্রমশঃই এত অবনতি ঘটে যে তাতে ভারতে প্রচার ও মুদ্রণ প্রভৃতি কার্যাবলীর ভবিষ্যত একেবারেই অন্ধকার মনে হতে থাকে। কিন্তু আবার সেই দিনেমারদের সহায়তাই এ ক্ষুদ্র দলটিকে সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সমর্থ করল। এবারে গভর্ণর ক্রেফটিং (Krefting) এগিয়ে আসলেন তাঁদের ত্রাণকর্তা হিসাবে। ১৮০৫ সালে অকুতোভয় কর্ণেল বী'র মৃত্যুর পর ক্রেফটিং শ্রীরামপুরস্থ দিনেমার উপনিবেশের গভর্ণর হয়ে আসেন। তিনি সার জর্জ বার্লোকে একথা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা দিনেমার অধিপতির প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ পুষ্ট। কিন্তু এ সত্বেও কোম্পানী তাঁদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কোম্পানী সরকার কেরীকে একথা জানিয়ে দেন যে মিশনারীরা বাইবেল মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে পারেন প্রচারও করতে পারেন আপন এলাকায় বা ব্যক্তিগত গৃহে কিন্তু তাঁরা যেন কোম্পানীর লণ্ডনস্থ বোর্ড অফ ডিরেক্টারদের সরাসরি অনুমতি না নিয়ে কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ্যে কোম্পানীর রাজ্যে কলকাতার লালবাজারে অবস্থিত তাঁদের প্রার্থনাগৃহে প্রচার না করেন। এ সম্পর্কে কেরী বিলাতে লিখিত এক চিঠিতে বলেন:

"We are all of us prisoners at Serampore and you have sent us two new brethren to keep us company. We are in much the same situation as the apostles when commanded not to teach nor

১। Pearce Carey, পৃ: ২৫৭

preach any more in the Name ... The shutting of 'Lall Bazar' is a very cutting thing."১
"Thus in a moment, we are become dead as respect spreading the Gospel."২

বাস্তবপক্ষে কিন্তু পরিস্থিতি ততটা গুরুতর ছিল না। কারণ লালবাজারের মত জনাকীর্ণ প্রকাশ্য জায়গায় প্রচারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও শীঘ্রই অন্যতর জায়গার বন্দোবস্ত হয়ে যায়। মিঃ পেট্রুজ (Petruse) নামে ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদে নবদীক্ষিত একজন আর্মেনিয়ান তাঁর চিৎপুর রোডস্থ বাড়ীটি প্রচারগৃহ হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। কেরী এবং তাঁর সহযোগীরা শ্রীরামপুরে প্রচারের মুক্ত অধিকার লাভ করলেও আগে মাঝে মাঝে দিনেমার ছাড়পত্র নিয়ে ধর্ম-প্রচারের জন্য ঢুকে পড়তেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত এলাকায়। কিন্তু এবারে কিছুদিনের জন্য তাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের রাজ্যের ওপর দিয়ে চলাফেরার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর বিপদ ওৎ পেতে ছিল। ১৮০৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বার লর্ড মিণ্টো (Minto) ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের অত্যল্পকাল পরেই কেরী ভারত সরকারের চীফ সেক্রেটারী কর্তৃক কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সাথে দেখা করতে আদিষ্ট হন। শ্রীরামপুর প্রেসে কারো (সম্ভবতঃ ওয়ার্ডের) অনিচ্ছাকৃত গাফিলতির ফলে ফারসী ভাষায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কোনো জীবনীগ্রন্থে একটি আপত্তিজনক অংশ মুদ্রিত হয়। অংশটি মূলতঃ ছিল জর্জ সেলের (George Sale) কোরানের ইংরাজী অনুবাদের মুখবন্ধে। ওয়ার্ড এটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং পরে অংশটি ফারসীতে অনূদিত হয়। ফারসী অনুবাদটি করেন সম্ভবতঃ জাওয়াদ সবাত (Jawad Sabat) নামে একজন আরব পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। জাওয়াদ পর্যটন কালে কিছুদিন শ্রীরামপুরে ছিলেন এবং খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন যদিও তিনি পুনরায় ১৮৮৩ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৭ সালে মাদ্রাজের বিশিষ্ট যাজক ডাঃ কার (Dr. Kerr) জাওয়াদকে শ্রীরামপুরে প্রেরণ করেন। পরবর্তী কালে জাওয়াদ হেনরী মারটিনকে (Henry martyn) বাইবেল অনুবাদে সাহায্য

১। Pearce Carey, পৃঃ ২৫৮।
২। ঐ।

করেন।[১] সম্ভবতঃ জাওয়াদ সবাত স্বেচ্ছায় কোনো কোনো স্থানে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন। শ্রীরামপুর মিশনারীরা ত্রুটি স্বীকার এবং বইটি প্রত্যাহারের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও লর্ড মিণ্টো প্রেসটিকে অতি সত্বর শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরের আদেশ দেন। উক্ত আদেশে হিন্দু মুসলমানদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দান, কলকাতায় ধর্মপ্রচার এমন কি মিঃ পেট্রুজের বাড়ীতেও প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। মিশনের পক্ষে এই ছিল সত্যিকারের সঙ্কটকাল কেননা এ আদেশ চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের মৃত্যুও ছিল অবধারিত।

এ সময় মিশনারীদের পুনরায় দেশে ফেরত পাঠানো হবে এই মর্মে একটি গুজব প্রচারিত হওয়ায় মিশনারীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কেরী এবং তাঁর সহযোগীরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এবারেও উপায়ান্তর না দেখে মিশনারীরা গভর্ণর ক্রেফটিং এর শরণাপন্ন হলেন। গভর্ণর ক্রেফটিংও পুনরায় আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করলেন। মিশনারীদের বৃটিশ প্রজা হিসাবে গণ্য করার মত মনোভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি কোম্পানীকে একটি পত্র লেখেন। অপর পক্ষে লর্ড মিণ্টোও অটল রইলেন আপন সিদ্ধান্তে। জবাবে তিনি ক্রেফটিংকে জানিয়ে দেন যে প্রেসটিকে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রেরণ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয়। একথাও তিনি জানিয়ে দেন যে ক্রেফটিং প্রেসটিকে কলকাতায় স্থানান্তরের যৌক্তিকতা সমর্থন অবশ্যই করবেন এবং ভবিষ্যতে তিনি কোনো নতুন[২] প্রেস স্থাপনের অনুমতিও দেবেন না দিনেমার অধিকৃত এলাকায়। এ ব্যাপারে ক্রেফটিং এর আচরণ ছিল ভদ্র—কিন্তু দৃঢ়। উত্তরে তিনি জানান যে ঃ

> "He would not permit the removal of the press without incurring the serious displeasure of his sovereign, and that if the British Government thought fit to resort to compulsory measwer, he would strike his flag, and leave the settlement in their possesion."[৩]

১। Abdul Wali, *Life and Work of Jawad Sabat*, Calcatta, 1925 পৃঃ ৪৪-৪৬

২। ঐ, পৃঃ ২৬১-২৬৩ Marshman, পৃঃ ১১৬-১২৫

৩। Pearce Carey, পৃঃ ২৬৩

সরকারী মহলের এ ধরণের পত্র আদানপ্রদানের সময় মিশনারীরা ক্রেফটিং এর উপদেশ মত আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরা গভর্ণর-জেনারেলের বারাকপুরস্থ গ্রীষ্মাবাসে লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হিতাকাঙ্খীদের সুপারিশ পত্রসহ নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। মিশনারীদের এ প্রচেষ্টা সফল হয় এবং ১৮০৭ সালের ১৪ অক্টোবর কেরী তাঁর বন্ধু এ্যান্ড্রু ফুলারকে লেখেন ঃ

> "I rejoice to inform you that the strom is gone over. The Governor of Serampore has received a letter from our Government revoking their order concerning on press and only requiring to be apprised of what we print." ১

লর্ড মিন্টো গভর্ণর জেনারেল থাকাকালীন ১৮১২ সালের ১৭ই জুনের এক আদেশানুসারে শ্রীরামপুরের আটজন মিশনারীকে বহিষ্কার করা হয়। অবশ্য এ তালিকা থেকে কেরী এবং অন্যান্য পুরোনো মিশনারীরা বাদ পড়েন। কোম্পানীর এ মিশন বিরোধী নীতি শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মূলোৎপাটন করতে না পারলেও আটজন নবাগত মিশনারীকে সত্যি সত্যি বিলাতে ফেরত যেতে হয়।

১৮০৬ সালে আগষ্ট মাস থেকে অন্যান্য যে সব বিপদ ঘনিয়ে আসে মিশনের ওপর তাদের বেশীর ভাগই ছিল ভারত এবং বিলাতের মিশন বিরোধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠির চেষ্টার ফল। এ সব আক্রমণের মূলে কোনো যুক্তি বা বিবেকের অনুমোদন ছিল না—ছিল ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতার তাড়না। এদের উদ্দেশ্য ছিল মিশনারীদের বিপর্যস্ত করা এবং বহু নিরবসর বৎসরের সাধনায় গড়ে তোলা কীর্তির ধ্বংসস্তূপ দেখে তৃপ্ত হওয়া। সমস্ত আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে বিদেশে স্থাপিত মিশনগুলির কাঠামো চুরমার করে দেবার উদ্দেশ্যও এদের সফল হয়েছিল কতকটা কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এদের এ ঈর্ষাজনিত চেষ্টার মেয়াদ ছিল অল্প দিন স্থায়ী। যা হোক এসব অপচেষ্টা শ্রীরামপুরকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। তবে ১৮১৪ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর গোষ্ঠি এবং বিলাতের ব্যাপ্টিষ্ট সোসাইটির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি ছিল কেরীর পক্ষে সত্যিই মর্মান্তিক। ব্যাপ্টিষ্ট সোসাইটি

১। ঐ।

শ্রীরামপুর গোষ্ঠিকে এখন সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন এবং কারণে অকারণে শ্রীরামপুর মিশনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন। এই ছিল তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মূল কারণ। ফুলার, সাটক্লিফ প্রমুখ সোসাইটির পুরোনো গোঁড়া সমর্থকদের মৃত্যু এবং নবীন কর্মকর্তাদের কার্য্যভার গ্রহণের ফলেই এরূপ মতানৈক্যের অবকাশ ঘটে। তাছাড়া কেরীর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ইউষ্টেস (Eustace) সহ নবীন মিশনারীরা কেরী এবং অন্যান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মিশনারীদের অধীনে নিষ্প্রভ হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না কোনো অবস্থাতেই। যা হোক শ্রীরামপুরের 'ত্রয়ী' পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত অবস্থায়ও শেষ পর্য্যন্ত অটল রইলেন নিজেদের আত্মসম্মান, নীতি এবং ঐক্যের প্রশ্নে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন সে উদ্দেশ্যের সফল রূপায়ণের জন্য আগের মতই ক্লান্তিহীন, বিরামহীন প্রচেষ্টায় যেতে থাকলেন তাঁরা। সে গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী প্রবন্ধের অন্যত্র বলছি। তাই এখানে তার পুনরুক্তি করা সমীচীন মনে করি না।

তিন

মুদ্রণ ও প্রকাশনের কর্মসূচী

১৭৯৩ সালে ভারতবর্ষের পথে যাত্রার প্রাক্কালেই ইউলিয়াম কেরী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই মুদ্রণ ও প্রকাশনার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের প্রচারকার্য্যে সহায়তার জন্য বাইবেল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টধর্মীয় অনুশাসনগুলির অনুবাদ। এর ফলে বাংলা দেশবাসীদের শিক্ষালাভেরও সুবিধা ঘটবে বলে মনে হয়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশনার কার্যক্রমের সাথে সাথেই শিক্ষা বিস্তারের কাজও এগিয়ে চলে। এই ছিল ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বহু স্কুল এবং বিখ্যাত শ্রীরামপুর কলেজের উৎপত্তির সূত্র। হিসাব করে দেখা গেছে যে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০০ ছাত্র ছাত্রী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষা লাভ করেন। স্বভাবতঃই এ সময়ে পঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়।

কাজে কাজেই এ সময় কেরী এমন একটি লোকের সন্ধান করতে থাকেন যাঁর পক্ষে যুগপৎ ধর্মপ্রচারক ও মুদ্রাকর হিসাবে শ্রীরামপুর মিশনে

কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ কাজের উপযুক্ত লোক হিসাবে উইলিয়াম ওয়ার্ডের কথাই তাঁর মনে পড়ে প্রথমে। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ড এখানকার ক্ষুদ্র মিশনারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে এলে কেরী তাঁকে সাদর অভিনন্দন সহ গ্রহণ করেন। কেরী নিজেও ধর্ম প্রচার কার্যে এতখানি অনুপ্রাণিত হন যে কলকাতা আসার পথেই Kron Princessa Maria জাহাজে বসে বসে তাঁর সহকর্মী জন টমাসের সাহায্যে বাংলা ভাষা শেখেন এবং টমাসকে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ কার্যে সহায়তা করেন। বাংলা দেশে পৌঁছে তিনি তাঁর মুনশী রামরাম বসুর কাছে ভাষা শেখার কাজ চালিয়ে যান। এই উদ্যম ও স্পৃহার ফলেই তিনি পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তি এবং মুন্শীদের সাহায্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং তাঁর সহকর্মীদের এ কাজে উৎসাহিত করেন। এসব প্রচেষ্টারই মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামপুর মিশনকে ভারতের খ্রীষ্টধর্মীয় সাহিত্যের মূলকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। কেরী এবং তাঁর সহযোগীরা এ কথাটি বুঝেছিলেন যে কোটি কোটি মানুষের আবাস এই বিরাট ভারত উপমহাদেশে খ্রীষ্টের বানী প্রচলিত ভাষা ও উপভাষায় মুদ্রিত না করে এদের বহুল প্রচার অসম্ভব ছিল। মিশনে তখন কর্মীর ছিল বিশেষ অভাব। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে এক একটি ধর্মপুস্তক এক একজন সক্রিয় মিশনারীর সমতুল্য। আবার শ্রীরামপুরের ভৌগোলিক অবস্থানও তাঁদের চোখে প্রতিবেশী প্রদেশ ও দেশগুলিতে ধর্মপ্রচারের জন্য বিশেষ উপযোগী মনে হয়। এদের আগে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ মিশনারীরা ও বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ত্র্যাংকেবারে কার্যরত South Coast Mission এর ধর্ম-প্রচারকগণও এ বিরাট সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেন এবং তাঁরা অনুবাদ ও মুদ্রণের এক বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন এ কাজের গুরুভার শেষ পর্যন্ত কেরীর হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনি এই বিরাট দায়িত্বকে এমন এক বৃহত্তর পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত করেন যার তুলনা বিরল। পরবর্তী বহু বৎসর কাল ভারতীয় ও প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রণ এবং প্রকাশনার এরূপ বিরাট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কোন ধর্মীয় বা অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা ধর্মীয় প্রকাশনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁদের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রমণ সেদিন ছিল ভারতীয় ভাষাগুলির বিশেষ করে বাংলা ভাষার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। মানুষ হিসাবে কেরীর চারিত্রিক

সততা ও দৃঢ়তা অনস্বীকার্য। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর ছিল অদ্ভুত দখল ফলে এ দু'টি এবং আরো অনেক প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই কারণেই তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অফ ওয়েলেস্‌লী তাঁকে নবপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা, সংস্কৃত এবং পরে মারাঠি ভাষারও অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত ভাষায় শিক্ষকতার সূচনাতেই তিনি পাঠ্যপুস্তক ও সাহায্য পুস্তকের (reference books) বিশেষ অভাব বোধ করেন এবং এ প্রয়োজন মেটাবার যথাসাধ্য চেষ্টাও করতে থাকেন তিনি। বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণের অক্ষর তৈরী এবং কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেরী ছিলেন অগ্রণী। তা ছাড়াও কেরী ভারতীয় পৌরাণিক রচনা, ব্যাকরণ, অভিধান, মানচিত্র এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহু মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন। এগুলি ছাড়াও বাইবেল বা তার বিভিন্ন অংশ ৪০টি (গ্রীয়ারসনের মতে) বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। হাজার হাজার ছোট ধর্মপুস্তিকা সহ এ সমস্ত অনুবাদই করেন বহু ভাষাবিদ মিশনারীরা। মোট কথা, কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের জীবিতাবস্থায় মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনারীদের এ সমস্ত সার্থক প্রচেষ্টা বিস্ময়কর। শ্রীরামপুর ও লণ্ডনে সংরক্ষিত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের *Memoirs* থেকে জানা যায় যে ১৪০১ থেকে ১৪৩২ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেসে ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় ২১২০০০ কপি বই মুদ্রিত হয়েছিল।[১]

কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ কেরীকে প্রাচ্যের উইক্লিফ (Wyclif) রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> "Carey stood alone in his persistant determination that the Church should evangelise the world. He was no less singular in the means which he insisted on as the first essential condition of its evangelisation—the vernacular translation of the Bible."[২]

১। Smith, G., op. cit., pp. 176-178, Grierson, George Abraham, The Early Publications of the Serampore Missionaries. A contribution to Bibliography in the *Indian antiquary*, Bombay, Vol. XXXII, June 1903, পৃ ২৪১

২। Smith, পূর্বোক্ত পৃ ১৭৫

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি Kron Princessa Maria জাহাজে বাংলায় আগমণকাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলা শিক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। জাহাজে অবস্থানকালেই তিনি বাইবেল অনুবাদের কাজে টমাসকে সাহায্য করেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮০৪ সালের গোড়ার দিকে British and Foreign Bible Society পৃথিবীর নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের বিরাট কর্মসূচী নিয়ে স্থাপিত হয়। কিন্তু এরও তিন মাস আগে শ্রীরামপুর মিশন দুনিয়ার সর্বপ্রধান প্রাচ্য ভাষাগুলিতে বাইবেল অনুবাদ ও প্রকাশনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যেই তিনি শ্রীরামপুরের প্রচারক গোষ্ঠিকে সংগঠিত করে তোলেন এবং এদের বহুমুখী কার্যোদ্যম বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি স্বয়ং বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক হিসাবে তিনি কেবল বাংলার শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের সংস্পর্শেই আসেন নি, বিভিন্ন মাতৃভাষাভাষী বহু কৃতী ভারতীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁর নিজস্ব পরিস্থিতির সম্ভাবনা ছিল বিরাট এবং তাঁর অনুবাদ ও প্রকাশনের কর্মসূচীর মূল পন্থা সম্বন্ধে ১৮০৮ সালে ফুলারকে যে চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন:

> "We are engaged in translating the Scriptures into Bengali, Hindustani (i. e. Hindi), Persian, Marathi and Oriya, and we intend to add more. Perhaps so many advantages for rendering the Bible into the Eastern tongues will never agian meet in any one situation, viz.:
>
> 1. The possibility of obtaining native scholars from these countries.
> 2. A sufficiency of means, with moderate English help—say £1000 a year.
> 3. A printing-office.
> 4. A good library of critical writings, and
> 5. A habit of translating, and a disposition to it.
>
> Should our health be preserved, it may be accomplished in fifteen years."[১]

১। Pearce Carey, পৃ ৪৪

ভালো করে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এ প্রস্তাবনাগুলি তাঁর কর্মসূচীর চোখ-ধাঁধাঁনো বিরাটত্বকে প্রকাশ করার জন্য নয় বরঞ্চ একনিষ্ঠ সরল ও আয়াসসাধ্য নির্দেশমাত্র। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মতে ভারতের সাতটি প্রধান সমসাময়িক ভাষা ছিল বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী এবং মারাঠি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে উপরোক্ত স্বল্পসংখ্যক ভাষায় সমস্ত বাইবেলের না হ'লেও অন্ততঃপক্ষে নিউ টেষ্টামেণ্টের অংশগুলির অনুবাদ সম্ভব ছিল। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তাছাড়া উক্ত কলেজের শিক্ষিত পণ্ডিতদের সঙ্গেও তাঁদের সরাসরি সংযোগ ছিল—তদুপরি ছিল একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকপুস্তিকার সমাবেশ। এ সমস্ত অনুকূল ছিল তাদের কর্ম-পন্থার স্বপক্ষে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ফুলার বিলাতের ব্যাপ্টিষ্ট সোসাইটিকে কেরী ও তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যদান করতে প্রভাবান্বিত করেন। এ সমস্ত অবস্থার আনুকুল্যে পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর থেকে ভারতীয় ভাষায় বৃহত্তর আকারে পুস্তক প্রকাশনার জোয়ার আসে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পরে দেওয়া হবে।

বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি ১৮০৪ সালে তাঁদের জন্মের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এতে ছিলেন এ্যাংলিকান (Anglican) সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজক ডেভিড ব্রাউন (David Brown) এবং ক্লডিয়াস বুকানন (Claudius Buchanan) এবং কেরী। এই মহৎ পরিকল্পনাটি শ্রীরামপুর সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। অনুবাদগুলির বেশীর ভাগই মুদ্রণের জন্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে পাঠানো হতো। কারণ এদের কাছে ভারতীয় নানা ভাষার হরফ এবং অনুবাদ ও মুদ্রণে অভিজ্ঞ লোকের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল। এখান থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাহিনী এবং উইলিয়াম কেরীর কর্মজীবনের ইতিহাস একত্রে গ্রথিত।

বাস্তবপক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাণদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মার্কুইস অফ ওয়েলেসলী। মহীশূরের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ৪ই মে তিনি উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এক উদ্বোধন করা হয়—এ বৎসরেরই ১৮ আগষ্টে। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরাট অজ্ঞতা ওয়েলেস্লীর ১৭৯৮ সালে কার্যভার

গ্রহণের সময় তাঁকে শঙ্কিত করে তোলে। তখনকার 'রাইটার' (Writer) বা কেরানীশ্রেণীর ইংরাজ কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন ১৬।১৭ বৎসরের অপরিণত যুবক। অথচ কয়েক বছর চাকরীর পরই এই অর্ধ-শিক্ষিত ও ভারতীয় জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞাশীল বা উদাসীন যুবকেরা বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত হতেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁরা হাজার হাজার প্রজা ও বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের শাসক হবার মত বুদ্ধি বা শক্তি রাখতেন না। ফলে ওয়েলেসলীর শ্যেনদৃষ্টি এদের অক্ষমতা ও এইরূপে শক্তির অপচয়ে নিবদ্ধ হয়।

তিনি এ অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলেন এবং এ উদ্দেশ্য নিয়েই নবাগত ইংরাজ সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য কলকাতায় এক কলেজ স্থাপন করেন, যাতে তারা তাদের ভারতীয় জীবন এবং জনসাধারণের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের পদানুযায়ী উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। এ কাজের পিছনে তাঁর অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল যাতে ভবিষ্যতে এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়ে "তমসাবৃত এশিয়া মহাদেশে আলোর প্রতীক" হয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে পারে। স্মিথের কথায়ঃ

> ... The College was designed to be a centre of Western learning in Eastern dress for the natives of India and Southern Asia, alike as students and teachers.[১]

এখন দেখা যাক ওয়েলেসলীর এ উদ্দেশ্য কতটুকু সফলতা লাভ করেছিল এবং পরিশেষে এর কি রূপান্তর ঘটেছিল।

অপরাপর বৃটিশ ইউনিভার্সিটির আদর্শে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি বড়লাট, তাঁর কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং আপীল কোর্টের বিচারকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কলেজে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবাসী বৃটিশ পণ্ডিতদের নিয়ে এর অধ্যাপকমণ্ডলী গঠন করা হয়। বাংলার প্রধান এ্যাংলিকান যাজক রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন এবং তাঁর সহযোগী পাদ্রী ডাঃ ক্লডিয়াস বুকাননকে যথাক্রমে প্রভোষ্ট এবং সহকারী প্রভোষ্ট নিযুক্ত করা হয়।

১। Smith, পৃ ১৪১।

ডাঃ বুকাননের উপর গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইংরেজী পড়াবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হিন্দীভাষাবিদ ডাঃ জে, এইচ, বি, গিলক্রীষ্ট (J. H. B Gilchrist) ঐ ভাষার অধ্যাপক এবং মেসার্স এইচ, টি, কোলব্রুক (H.T. Colebrook), জে, বেইলী (J. Bailey), ও সার জর্জ বার্লো যথাক্রমে হিন্দু আইন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উইলিয়ম কার্কপেট্রিক (William Kirkpatrick), নীল বেঞ্জামীন এডমনস্টোন (Neill Benjamin Edmonstone) এবং ফ্রান্সিস্ গ্লাডউইন (Francis Gladwin) প্রভৃতি বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উইলিয়াম কেরীকে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত করে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর সমষ্টি পূর্ণ করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে কেরী তাঁর নিয়োগের প্রস্তাব পান। বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়ার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিনয়জনোচিত কিছুটা দ্বিধাও ছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু সহকর্মী পাদ্রীদের উৎসাহে তাঁর সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে যায়। এই ভেবে তিনি অধিক আগ্রহশীল হন যে কলেজ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে পাওয়া বাড়তি আয় তাঁদের প্রচারকার্যকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। তবে কেরী যে ঐ পদের জন্যে সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিশ্রমিক ও পদমর্যাদা প্রদানের সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ এক বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করেন। অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষকদের মাসিক ১০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক এবং অধ্যাপক পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু এ্যাংলিকান সম্প্রদায়-বহির্ভূত হওয়ার অজুহাতে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন মাত্র এবং সাধারণ শিক্ষকের পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। কেরী এই বিমাতাসুলভ নীতিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। কেননা রঙীন এক ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাঁর মানস তখন আচ্ছন্ন। তাই ভেবেই তিনি সন্তুষ্ট রইলেন যে বর্তমান অবস্থায় আগের চেয়ে বেশী করে প্রচার ও শিক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ লিখে অথবা ধর্মশাস্ত্র তর্জমা করে মুদ্রিত অবস্থায় জনসমাজে বিপুল পরিমাণে বিতরণ করা সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে, এই সব সুযোগসুবিধার কথাই কেরী ভাবলেন বিশেষ করে। তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর এ নিয়োগ শুধুমাত্র মিশনারী কার্যকে দ্রুততর করবে না, এর সাহায্যে তিনি মিশনের প্রচারকার্যে নতুন এবং অতি প্রয়োজনীয়

ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতে পারবেন। কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই সংস্কৃত শিক্ষাদান করার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু এবারেও পারিশ্রমিক বা পদমর্যাদার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটল না। অবশ্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মারাঠী ভাষা শিক্ষা দেবার দায়িত্বও কেরীর উপর ন্যস্ত হলে অবশেষে তাঁর বেতন এক হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে অধ্যাপক পদমর্যাদা দেওয়া হয়।

ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টায় কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রচুর সুযোগ সুবিধালাভ করেন। এমন কি কলেজ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসটির সংগঠন এবং সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কেরী ১৮০১ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করেন। এ সময়ের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসটি একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং এর খ্যাতি বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে কেরীর বাংলা এবং সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ভারতীয় পণ্ডিতদের সহকারী নিযুক্ত করার ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার বলেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত করেন মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে। মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে একজন সহকারী পণ্ডিত এবং মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে অপর ছয়জন পণ্ডিত বা মুন্সীকে নিযুক্ত করেন বলে জানা যায়। শেষোক্ত ছয়জন পণ্ডিতের মধ্যে রামরাম বসু ছিলেন অন্যতম।[১]

এভাবে কেরী যখন তাঁর বিভাগের পণ্ডিত মুন্সীদের নিয়োগ ও তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কাজ সমাধা করে আনলেন তখন বাংলা পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা তাঁর সামনে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এই সমস্যা সম্পর্কে কেরীর সুস্পষ্ট মনোভাব জানা যায় ১৫।৬।১৮০১ তারিখে বন্ধু রাইল্যাণ্ডের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে ঃ

> When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me and no books or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar,

১। Pearce Carey পৃ ২০৬ ; সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পঞ্চম ভাগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৬শ খণ্ড, ১৩৪৬, পৃ ৬৩।

> which is now half printed. I got Ram Basu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language, which we are also printing. Our pundit has also nearly translated the Sanskrit fables, ... which we are also going to publish. These with Mr. Forster's (sic !) Vocabulary will prepare the way to reading their poetical books ; so that I hope this difficulty will be gotten through...[১]

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গদ্য গ্রন্থটি রচনা করেন রামরাম বসু। বইটির নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। বাংলা দেশের সাগরদ্বীপের অধিপতি প্রতাপাদিত্যের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করে বইটি লেখা হয়।

বাংলা সাহিত্যের তখন সত্যি এক বন্ধ্যাত্বের যুগ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন এমনি শূন্যতা যে সেখানে হলহেডের *A Grammar of the Bengali Language* এবং ফরষ্টারের *Vocabulary (English to Bengali)* প্রভৃতি বাংলা মুদ্রিত বই পাওয়াও ছিল দুষ্কর। পাঠ্যপুস্তকের কথা তো সে ক্ষেত্রে অবান্তর। এই নৈরাশ্যের মধ্যেই দুঃসাহসী কেরী বিস্তর বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ এবং মুদ্রণের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রচারক, অনুবাদক, প্রকাশক ইত্যাদি হিসাবে নির্দ্ধারিত কাজের চাপে কেরীর জীবন ছিলো নিরবসর। তবু তিনি কিছুসংখ্যক উচ্চমানের বাংলা বই রচনায় হাত দেন এবং তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিতবর্গকে এই কাজে নিয়োজিত করেন।

কেরী নিজে 'কথোপকথন' বা 'Dialogues...' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেন। অল্লায়াসে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে সহায়তা করাই ছিল বইটির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া কেরী পরম ধৈর্যসহকারে বাংলা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষার ছয়টি মূল্যবান ব্যাকরণ বই সংকলন করেন। তাঁর এবং মার্শম্যানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভুটিয়া ভাষারও একটি ব্যাকরণ সংকলিত হয়। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় তিনটি সুবৃহৎ অভিধান এবং ভুটিয়া ভাষার একটি শব্দকোষ ও সংকলন প্রণয়ন করেন। কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতেরাও কমপক্ষে ছয়টি বই প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে তিনটি মৌলিক রচনা। আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বই তিনটি হল

১। Sushil Kumar De, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৯ ; Smith, পৃ ১৬৩-১৬৪, ৪৫০-৪৫৪।

(১) রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (২) রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র' এবং (৩) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'রাজাবলী'। পরবর্তীকালে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হলে পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসটি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করে। সোসাইটি থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ বইগুলোই শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ছাপা হত। কলকাতার আশেপাশে গড়ে ওঠা ভারতীয় মালিকদের প্রেস থেকেও সোসাইটি মাঝে মাঝে ছাপিয়ে নিত। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থে বইয়ের খরচ সব সময় মিটানো সম্ভবপর হত না। কিন্তু প্রেসগুলো যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ একশ' কপি বই আগাম কেনার অঙ্গীকার করতেন। এইভাবে নতুন বই প্রকাশনায় অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হত। নতুন বই প্রকাশের জন্য এ নিশ্চয়ই এক প্রশংসনীয় উদ্যম ও উৎসাহ। কেরীর দুই খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা অভিধান প্রকাশিত হবার পূর্বেই কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা হারে ১০,০০০৲ টাকায় একশ' খানি অভিধান ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দেন।[১]

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রণীত কেরীর শ্রেষ্ঠতম রচনাটি প্রকাশিত হয় নি। তাঁর এই বৃহৎ পরিকল্পনার অবশিষ্টাংশ আজও শ্রীরামপুরের কলেজ লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপির আকারে সংরক্ষিত আছে। সুবৃহৎ অভিধানটির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানি *Polyglot Vocabulary* (বহুভাষিক শব্দকোষ) নামে পরিচিত। বইটি কিছু হলদে কাগজের উপর লেখা। কেরী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাটির শিরোনামা দেন *A Universal Dictionary of the Oriental Languages derived from the Sanskrit of which that Language is to be the ground work.* এই অভিধানের পরিকল্পনা সম্পর্কে কেরীর ভাষায় বলা যায়ঃ

> I mean to take the Sanskrit, of course, as the ground work, and to give the different acceptations of every word, with examples of their application, in the manner of Johnson, and then to give

১। Ranking, G. S. A. *History of the College of Fort William*, part V in *Bengal: Past and Present*, vol. XXI, July-December, 1920, পৃ ১৬০-২০০।

the synonyms in the different languages derived from the Sanskrit, with the Hebrew and Greek terms answering thereto; always putting the word derived from the Sanskrit term first, and then those derived from other sources. I intend always to give the etymology of the Sanskrit term, so that that of the other terms deduced from it in the cognate languages will be evident. This work will be great, and it is doubtful whether I shall live to complete it; but I mean to begin to arrange the materials, which I have been some years collecting for this purpose, as soon as my Bengali Dictionary is finished."[১]

১৮১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কেরী অভিধানটির সংকলনকর্মে অনেকদূর এগিয়ে যান। অভিধানের যে অংশটি কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও কোনমতে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে সেই পাণ্ডুলিপিটির আকার ঠিক সাধারণ নয়। এটির আকার (সাইজ) ২০½ ইঞ্চি×৭·৭ ইঞ্চি; তেরটি ভাষার শব্দ এ অভিধানে স্থান পেয়েছে এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মূলরূপে (মূল ভাষারূপে) সংস্কৃতকে অন্যান্য ভাষার সমান্তরাল কলমে স্থান দেওয়া হয়েছে। ঐ ভাষাগুলি হল সংস্কৃত, মধ্য ভারতীয় ভাষা, উটকানা, গুর্জর, কাশ্মীরী, পাহাড়ী, বাংলা, মহারাষ্ট্রীয়, তেলঙ্গি, মৈথিলি, কর্ণাটিক এবং দ্রাবিড়। সংকলনকারী হিব্রু এবং গ্রীক ভাষার প্রতিশব্দও অভিধানে সন্নিহিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধাহেতু তাঁকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। এই অভিধানটির পাণ্ডুলিপি কার হাতে লেখা তা সনাক্ত করা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সজনীকান্ত দাস মনে করেন যে, বহুভাষাবিদ ডাঃ কেরী স্বহস্তে এই বিভিন্ন ভাষা সম্বলিত অভিধানটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

পূর্বোল্লেখিত ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তকের পাণ্ডুলিপিসহ আলোচ্য সংকলনটির পাণ্ডুলিপির প্রায় অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়। বহু বৎসরের সাধনার এহেন মর্মান্তিক পরিণতিতে কেরী শিশুর মত কাঁদেন। কেননা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রকাশ লাভ করলে পুস্তকটি ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রথম শ্রেণীতে কেরীর আসন নির্দিষ্ট করত। আগুনের লেলিহান শিখার হাত

১। Letter from Carey, dated 10th December, 1811, সজনীকান্ত দাসের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৭শ খণ্ড, পৃ ৭২, দ্রষ্টব্য।

থেকে পাণ্ডুলিপির যে অংশটুকু রক্ষা পেয়েছে তা শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। ঐ সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রবন্ধে দেওয়া হল।[১]

বাংলা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কেরীর প্রভাব সম্পর্কে উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ সুশীলকুমার দের অভিমত সমর্থন করে তাঁরই ভাষায় বলতে পারি যে, শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পুস্তক প্রণয়ন, তর্জমা এবং মুদ্রণ কার্য স্পষ্টতঃই ভারত এবং ইংল্যাণ্ড থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। সাহায্যলব্ধ অর্থ স্বল্পবেতনভুক মিশনারীদের অর্থাভাব অনেকটা দূর করে। চাঁদা সংগ্রহকারীদের মধ্যে প্রধান এবং বিশেষ কর্মতৎপর ছিলেন মার্শম্যান। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ঃ

> By his own exertions as well as those of others which he instigated or superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions in prose for native writers of Bengali and laid the foundation of a cultivated prose style and a flourishing literature throughout the country.[২]

মার্শম্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ—

> few men have ever surpassed (him) in persuasive importunity.

মার্শম্যান ব্যক্তিগতভাবে লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা ভিক্ষা করতেন। এমন কি ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের কাছেও সাহায্য চাইতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। সংগৃহীত অর্থ সাধারণতঃ মিশনের উন্নয়ন কাজে ও নতুন নতুন উপাসনাগৃহ তৈরীর কার্যে ব্যয়িত হত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কেরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু মালদহের নীলকর সাহেব মিঃ উইলিয়াম গ্র্যাণ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি মিশনের উন্নয়নের জন্য ২০০০ পাউণ্ড এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি অনুবাদের জন্য ১০০০ পাউণ্ড দান করে যান।

আর্থিক অভাব অনটন কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের প্রচেষ্টার পদে পদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের শ্রীরামপুর মিশনের Memoirএ

১। Smith, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৩, ১৮৫, ১৯৭, ১৯৯ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। Sushil Kumar De, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৬।

১৩,০০০ পাউণ্ডের আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। আবেদনে বলা হয় যে মিশন কর্তৃপক্ষ ২৬টি ভারতীয় ভাষা ও উপভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক ভাষার বাইবেলের আনুমানিক গড়পড়তা খরচ ৫০০ পাউণ্ড ধার্য করা হয়। এই আবেদন ইংলণ্ডের বহু উদারপ্রাণ ব্যক্তির সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশনের এই মহতী উদ্দেশ্যে যাঁরা প্রথম এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে লীডসের শল্যচিকিৎসক মিঃ হে অন্যতম। তিনি ১৫০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করে বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটির তহবিলে প্রদান করেন। কেননা তিনি একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে কোন ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অধিক তৎপরতার সঙ্গে এই সুবৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে। যাহোক ঐ বাইবেল সোসাইটি অর্থ সাহায্যের যে শর্তাবলী আরোপ করে তা নিম্নরূপ :—

> Anyone who produced a first version of the New Testament in any Oriental language should......receive the sum of £ 500 to enable him to print a thousand copies of it.[১]

কিন্তু কেরী এই সীমিত পরিকল্পনায় আবদ্ধ থাকলেন না। তিনি তাঁর কাজের গতি ও প্রসার উত্তরোত্তর বাড়াতেই থাকলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শ্রীরামপুর মিশন প্রায় ৪৫০০ পাউণ্ড ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একমাত্র শ্রীরামপুরের বিরাট কলেজ ভবন নির্মাণেই ১৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়। এছাড়া দশটি শাখা মিশন আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে শ্রীরামপুর মিশনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।[২]

এই আর্থিক সংকট অনেকদিন মিশনের বিভিন্ন কাজকে পঙ্গু করে রাখে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ অন্যতম সহকর্মী ওয়ার্ডের মৃত্যুতে কেরী আরো বিচলিত হয়ে পড়েন। এই সময় মার্শম্যান বিলাতের পথে। পথিমধ্যে মার্শম্যান কেরীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। চিঠির প্রতি ছত্রে যে করুণ সুরের মূর্ছনা ছিল তা মার্শম্যানকে বিহ্বল করে তোলে। পত্রটির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করি :

> And our printing the Scriptures in the languages of India, on the faith of supplies from Britain, has involved us in such a

১। Pearce Carey, পৃ ৪০৭।

২। Marshman, পৃ ২৬৭-২৬৯ ; Pearce Carey পৃ ৪০৭।

state of debt as we never knew before, and in which we little expected to be left in our old age, after so many years' exertion for the cause of God in India......[১]

পরিশেষে এ সঙ্কট কেটে যায়। তাঁদের বন্ধুরা এগিয়ে আসেন যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে। ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা মোট ৫,০০০ পাউণ্ড প্রেরণ করেন। এর অব্যবহিত পরেই কেরী অনুবাদের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে ১০০০ পাউণ্ডের একটি চেক পান। যাহোক এভাবে শ্রীরামপুর মিশন সাময়িকভাবে ঋণের হাত থেকে মুক্তি পায়। ঋণের বোঝা অসহ্য হলেও মোটেই কষ্টকর মনে হয়নি মিশনারীদের কাছে। কিন্তু মর্মান্তিক আঘাত পেলেন এঁরা সেদিন যেদিন এঁদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ উথাপিত হল তাঁদেরই বিলাতস্থ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটির কয়েকটি নুতন সভ্যের দ্বারা। অবশ্যই এই অভিযোগ ছিল শত্রুতামূলক।[২] তাহলেও এ অভিযোগে মর্মাহত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল তাঁদের।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতার সুবিখ্যাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পামার এণ্ড কোং দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ফলে মার্শম্যানের বোর্ডিং স্কুলগুলি ভীষণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রীরামপুর কলেজের সাহায্যার্থে ওয়ার্ড আমেরিকায় যে টাকা সংগ্রহ করেন কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে আমেরিকান ট্রাষ্ট তা পাঠাতে অসম্মত হন। ট্রাষ্ট শর্ত আরোপ করে দাবী জানান যে, তাঁদের প্রেরিত টাকা কোন প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রদান কার্যে খরচ করা যাবে না। কেরী এই অসঙ্গত দাবী স্বীকার করে নিতে না পারায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। সবচেয়ে চরম আঘাত হানে বর্মা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সরকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ করে শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কেরী ব্যতীত সমস্ত অধ্যাপকদের চাকুরীর মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। কেরীর চাকুরী বিশেষ বিবেচনার পর টিকিয়ে রাখা হয় এবং তাঁকে মাসিক

১। Marshman, পৃ ২৭৩।

২। Marshman, পৃ ২৭৩; Pearce Carey, পৃ ৩৭০-৩৭২।

৫০০৲ টাকা মাসোহারা দেবার বন্দোবস্ত বহাল রাখা হয়। এই ঘটনার অল্প-দিন পরেই কেরীর সরকারী অনুবাদকের পদটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ এতই বিচলিত হন যে, উপাসনাকালে প্রার্থনা সভায় কেঁদে ফেলেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ।[১] তারপর ১৮৩২ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং এবং ম্যাকিন্টশ এণ্ড কোং ব্যাঙ্ক দুটি ফেল হলে কেরী, তাঁর স্ত্রী এবং মার্শম্যান প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং মিশনের সঞ্চিত টাকার প্রায় অধিকাংশ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। এবারও তাঁর সুহৃদ বন্ধুরাই তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। তবে এতবড় ক্ষতির সম্পূর্ণ পূরণ কোন মতেই সম্ভব ছিল না। ঠিক এই সময়েই কলকাতার অ-ব্যাপ্টিষ্ট চাঁদাদাতার বিশেষ চাপে পড়ে বাইবেল সোসাইটি শ্রীরামপুরের অনুবাদ কর্মে যে সমর্থন এবং সাহায্য জুগিয়ে আসছিল তা প্রত্যাহার করে। এ সম্পর্কে পীয়ার্স কেরী বলেন :

> The money loss to 'Serampore' was grievous, especially on the top of the recent disasters. Yet Carey and Marshman judged that they could do no other than maintain and in no narrow or contumacious spirit—the course they had so long followed...[২]

বাইবেল-অনুবাদে এরূপ নানা দুর্যোগ এবং বৃদ্ধ বয়সকে উপেক্ষা করে নীতিতে অটল—অচল থাকেন উইলিয়াম কেরী। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বন্ধু ফুলারের নিকট তিনি লিখেন :

> If we are given *another fifteen years*, we hope to translate and print the Bible in *all the chief languages* of Hindustan.[৩]

ইংলণ্ডের ব্যাপ্টিষ্ট সোসাইটির সম্পাদক খ্রীষ্টফার এণ্ডারসনের (Christopher Anderson) নিকট ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিখেন :

> It appears to me that I have still two or three years' work to do, particularly in putting my last corrections to my Bengali and Sanskrit versions of the Bible.[৪]

১। Pearce Carey, পৃ ৩৬৫-৪৬৭।

২। Pearce Carey, পৃ ৩৭১।

৩। Carey's letter to Fuller, dated 1803. Pearce Carey, পৃ ২৪৪ দ্রষ্টব্য।

৪। Pearce Carey, পৃ ৩৭৮।

> God has graciously preserved me to bring the last edition of the Bengali scriptures through the press.[১]

নানারূপ আপদ বিপদ সত্ত্বেও কেরীর শেষ জীবনের কর্ম তাঁকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে। তিনি যে সমস্ত কার্য করার পরিকল্পনা করেছিলেন তা সবই এই সময়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়। স্মিথের ভাষায় ঃ

> The last days of William Carey were his best. His sun went down in all the splendour of glowing faith and a burning self-sacrifice ... (Never) had the father of modern missions been so tried as in the years 1830-1833. Blow succeded blow, but only that the fine gold of his trust, his humility and his love might be seen to be the purer.[২]

চার

শ্রীরামপুর প্রেস, টাইপ ফাউণ্ড্রী ও কাগজের কল

শ্রীরামপুরে মিশনারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রেসটির ইতিকথা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বেশীর ভাগই জড়িয়ে আছে কেরীর বিভিন্ন জীবনচরিত, সমসাময়িক নানা গ্রন্থ এবং সাময়িকীগুলোতে। তাছাড়া লণ্ডন অথবা শ্রীরামপুরে রক্ষিত মিশনের দলিলপত্রাদি থেকেও এসম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসবের ভিত্তিতেই এখানে শ্রীরামপুর প্রেসটির ইতিকথা আলোচনা করছি।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়— বিশেষ করে বাংলায়— বাইবেল অনুবাদ এবং মুদ্রণের আশায় উদ্দীপিত কেরী একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয়ের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন অনেকদিন ধরে। ১৭৯৮ সালে জর্জ উডনি কলকাতায় ৪৬ পাউণ্ড বিনিময়ে নীলামে কেনা একটা কাঠের মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেন কেরীকে। প্রেসটি নৌকাযোগে প্রথমে মদনাবাটি এবং পরে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীরামপুরে পৌঁছে কেরী প্রথমেই চেষ্টা করলেন তাঁর পরিবার এবং প্রেসটির জন্য সুবিধামত একটা বাড়ী সংগ্রহ করতে। কিছুদিনের মধ্যেই মিশনারীরা

১। ঐ।

২। Smith, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০।

বিরাট আঙিনাসহ একটি বাড়ী কিনলেন ছ'হাজার টাকায়। টাকাটা সংগ্রহ হল কিছুটা ধার এবং বাকীটা বিলাত থেকে প্রেরিত অর্থ মিলিয়ে। যাহোক মিশনারীরা আপন আপন পরিবারসহ সে বাড়ীতে এসে জায়গা করে নিলেন। বাড়ীর হল-ঘরটিকে পরিবর্তিত করা হলো প্রার্থনাগারে। হলটির সংলগ্ন একটি ঘরে প্রেস বসানোর সমস্ত আয়োজনও শেষ হল অতি শীঘ্রই। ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিশনে অগ্নিকাণ্ডের আগে পর্যন্ত প্রেসটি এ ঘরেই ছিল। এরপর প্রেসটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ততদিনে অবশ্য আরও চারটি বিলাতী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। যাহোক প্রেসটির এ শৈশবাবস্থায় প্রেস সম্পর্কিত সমস্ত কাজে ওয়ার্ডের কারিগরি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সত্যই ছিল অমূল্য। এজন্যেই মিশনের শ্রমবিভাগ অনুযায়ী তাঁকেই প্রেস এবং টাইপ-ফাউণ্ড্রীর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ফেলিক্স এবং ব্রানস্ডনকে নির্দেশ দেওয়া হয় প্রেসের নানা কাজে ওয়ার্ডকে সাহায্য করার জন্য। ওয়ার্ড খিদিরপুর থেকে আনা কেরীর কাঠের প্রেসটিকে বসান 'মুদ্রণ অফিস' নামে অভিহিত একটি কামরায়। কলকাতা থেকে কিছু টাইপ কেনার পর বাঙ্গালী কম্পোজিটরদের সহায়তায় ওয়ার্ড, ব্রানসডন এবং কেরী ম্যাথিউর প্রথম কয়েকটি পাতা মুদ্রিত করেন। ১৮০০ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে প্রখ্যাত টাইপ নির্মাতা পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর প্রেসে যোগদান করেন।

তাঁর এই যোগদানের ফলেই শ্রীরামপুরে মুদ্রণের ইতিহাসে এক নতুন যুগের শুরু হয়। বাংলায় খ্রীষ্টান প্রচার পুস্তিকা এবং নিউ টেষ্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ ছাপা থেকে শুরু করে প্রেসটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত নয়। সেই অনুপাতে কাজের পরিমাণও বেড়ে যায় অনেক গুণ।[১]

ফলে ১৮০৫ সালে একশ' ফুট দীর্ঘ এবং পঁয়তাল্লিশ ফুট বিস্তৃত একটি প্রাসোদোপম অট্টালিকায় প্রেসটি স্থানান্তরিত হয়। লণ্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের অল্প কিছুদিন পূর্বে লিখিত এক পত্রে এর নিম্নরূপ বর্ণনা দেন :

> As you enter you see your cousin in a small room, dressed in a white jacket, reading or writing, and looking over the

১। Pearce Carey, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪ ; স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮১-১৮২। এই সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, "বাংলা হরফের জন্মকথা", ভারতবর্ষ, প্রথম ভাগ, আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ ৬০-৬৫ দ্রষ্টব্য।

office, which is more than 170 ft long. There you find Indians translating the Scriptures into the different tongues, or correcting proof sheets. You observe, laid out in cases, types in Arabic, Persian, Nagari, Telegu, Punjabi, Bengali, Marhatti, Chinese, Oriya, Burmese, Kanarese, Greek, Hebrew and English. Hindus, Musulmans and Christian Indians are busy, composing correcting, distributing. Next are four men throwing off the Scripture sheets in the different languages, others folding the sheets and delivering them to the large store-room and six Musulmans do the binding. Beyond the office are the varied type-casters, besides a group of men making ink; and in a spacious open-walled round place, our paper mill for we manufacture our own paper.[১]

উপরোল্লিখিত কর্মীবৃন্দ ছাড়াও আগে অনেকে মিশনের মুদ্রণ এবং প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্রহ্মদেশীয় জনৈক পরিব্রাজক বর্মী ভাষায় বাইবেল অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। চীনা ভাষায় মুদ্রণের জন্য কাঠের অক্ষর নির্মাণে পারদর্শী একদল চীনা কারিগর বাঙ্গালী কর্মীদের চীনা অক্ষর কর্তন শিক্ষা দেন। এ ছাড়া শ্রীরামপুরে ছিলেন একজন ইহুদী পণ্ডিত। আরবী, সিরীয় এবং হিব্রু ভাষায় তাঁর ছিল সমান অধিকার। ইনি শীঘ্রই দীক্ষা গ্রহণ করবেন এরূপ আশা করা অসঙ্গত ছিল না। জীবনীকার পীয়ার্স কেরীর মতে শ্রীরামপুর এ সময় বহু ভাষার সমন্বয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আর এ হওয়া যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্য ভাষাবিদ উইলিয়াম কেরীর উপস্থিতির জন্যই একথা উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়।[২]

শ্রীরামপুরে প্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে মিশনারীরা অনেকেরই বিরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনিতেই মিশনারীদের প্রচারমূলক কাজে সন্দেহ করা হত—তদুপরি একটি প্রেস তাঁদের অধিকারে থাকায় অনেকের চোখেই তা সহ্য হয় নি। তাছাড়া বৃটিশ শাসনের বাইরে ক্রমবর্ধমান একটি প্রেসের অস্তিত্বও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামপুরে বসবাস স্থাপনের অল্পদিন পরেই কেরী 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় কলকাতার খ্রীষ্টানদের কাছে বাংলা নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার কাজে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। ব্যাপারটা বড়লাট ওয়েলেস্‌লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১। Pearce Carey, পৃ ২৮৩।

২। ঐ, পৃ ২৬০।

ওয়েলেস্‌লী ইতিমধ্যে ১৭৯৯ সালে মহীশূর যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংগে সংগে কলকাতার প্রেসগুলোর উপর বিধিনিষেধ এবং অন্যান্য জায়গার প্রেসগুলোর মুদ্রণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি বাংলার বুকে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে কোনো প্রেসের যথেচ্ছা মুদ্রণ এবং প্রকাশনকে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ওয়েলেস্‌লী এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন যে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেসটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে নিয়োজিত। তাছাড়া মিশনারীরা যে স্বেচ্ছায় সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে চলেন এবং তাঁরা যে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ স্বার্থবিরোধী একটি প্রচার পুস্তিকাও ছাপতে অসম্মত হয়েছেন একথা তাঁর কানে আসে। ফলে ওয়েলেস্‌লী তাঁদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন।[১]

এর অত্যল্পকাল পরে সার জর্জ বার্লো যখন গভর্ণর জেনারেল (১৮০৫—১৮০৭) তখন তাঁর সরকারের তরফ থেকে মিশন প্রেসটিকে জোর করে কলকাতায় উঠিয়ে নেবার চেষ্টা চলে। এধরণের প্রচেষ্টা সফল হলে তা যে মিশনারীদের সমস্ত আশার ইতি টানতো এতে কোন সন্দেহ নাই। যাহোক এ বিপদ কোন রকমে কেটে গেল। কিন্তু দৈব দুর্যোগের হাত থেকে কোন রকমেই রক্ষা পাওয়া গেল না। ১৮১২ সালে ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রেসটি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলায় গ্রীষ্মের তখন মাঝামাঝি। চারিদিকে সবকিছু শুকিয়ে একেবারে কাঠ। এমনি সময় দীর্ঘ প্রেসঘরটায় হঠাৎ আগুন ধরে। সমস্ত ঘরটাই ভর্তি ছিল চৌদ্দ শ' রীম ভাল বিলাতী কাগজসহ স্তূপীকৃত রাশি রাশি অন্য কাগজ, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য বিশেষ দাহ্য পদার্থে। এর প্রায় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। তদানীন্তন ভারতে তখনও দমকলের প্রচলন হয়নি। কাজেই মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও অন্যান্যদের হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু পুড়ে যেতে দেখা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কেরীর অবশ্য এ ধ্বংসলীলা দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। কেননা এসময় তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপনা উপলক্ষে কলকাতায় ছিলেন।

কলকাতা থেকে ফিরে এ ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে সজল চোখে তিনি বলেন ঃ

১। Marshman, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮-৫৯, ৭৬-৭৮, ৮৩-৮৫।

In one short evening the labours of years are consumed. How unsearchable are the ways of God! I had lately brought somethings to the utmost perfection of which they seemed capable, and contempleted the mission with, perhaps, too much self-congralutation. The Lord has laid me low that I may look more simply to Him.[১]

কেরীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হল অপূরণীয়ঃ

Portions of nearly all his Indian scripture versions; all his Kanarese New Testament; two whole large Old Testament books in Sanskrit; many pages of his Bengali Dictionary, all his Telegu grammar and much of his Panjabi; a year's work of Marshman and himself on the 'Ramayana'; and every vestige of his well-advanced 'Dictionary of Sanscrit and its Indian Cognates' (entitled An Universal Dictionary of the Oriental languages derived from the Sanskrit), the *Magnum Opus* of his linguistic life.[২]

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অন্যান্য লেখকদের বহু পাণ্ডুলিপিও ভস্মীভূত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অনুবাদের জন্য প্রস্তুত বেশীর ভাগ পাণ্ডুলিপিই এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণও ছিল গুরুতর। চৌদ্দ শ' রীম বিলাতী কাগজের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার রীম ছিল কলকাতা বাইবেল অক্সিলিয়ারী সোসাইটির জন্য সিংহলী এবং তামিল ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার নিমিত্ত বিশেষভাবে আমদানীকৃত। মিশনের আপন কাগজ কলে প্রস্তুত শত শত রীম কাগজ এ ভয়াবহ অগ্নির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এ ছাড়া বহু ভাষার বিস্তর টাইপও বিনষ্ট হয়।

পরবর্তী শুক্রবার মিশনারীরা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করেন। টাকার দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ যদিও নয় হাজার বা দশ হাজার পাউণ্ডের বেশী ছিল না, তবু ক্ষতির পরিমাণ ছিল অভাবনীয়। কেননা বহু বৎসরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে লিখিত পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য টাইপ, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং দামী কাগজ প্রভৃতি অমূল্য বস্তু ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

১। Pearce Carey, পৃ ২৮৪-২৯২; Smith, পৃ ১৯৬-২০০; Marshman, পৃ ১৬৫-১৬৭।

২। Pearce Carey, পৃ ২৮৮।

পিয়ার্স কেরী ক্ষয়ক্ষতির নিম্নরূপ তালিকা দিয়াছেন ঃ

> Four thousand four hundred pounds weight of English type, and many founts of English-cast Hebrew and Greek, Persian and Arabic and Tamil; and of thier own castings, not less than one hundred and four founts of Nagari, Telegu, Bengali Burman, Marathi, Panjabi, Uriya, Tamil, Chinese and Kashmiri.[১]

এসব টাইপের কিছু কিছু পোড়া জমাট ধাতুর আকারে খুঁজে পাওয়া যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধের সময় শ্রীরামপুর কলেজটিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ দখল করেন। যুদ্ধের শেষে পূর্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে কলেজটি ফিরিয়ে দিলে কলেজের খেলার মাঠে দালানের ভিত্তি খননকালে এসব আবিষ্কৃত হয়।

সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থ, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, বাঁধাই ও মুদ্রণের সরঞ্জামাদি এবং সর্বোপরি সমস্ত দালানটিই ছিল প্রধান। যাহোক রূপকথার ফিনিক্স্ (Phœnix) পাখীর মতই ভস্মস্তূপের মাঝ থেকে আবার জেগে উঠলো সমস্ত প্রেসটি। এর মূলে ছিল মিশনারীদের অদমনীয় আত্ম-বিশ্বাস এবং ভগবদ্ভক্তি। কিন্তু প্রেসের এই পুনরুত্থান সম্ভব হত না কোন রকমেই যদি না বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী আগুনের হাত থেকে রক্ষা না পেত। এর মধ্যে ছিল দশ বৎসরের পরিশ্রমে প্রস্তুত চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার চার হাজার ইস্পাতের তৈরী পাঞ্চ (Punch) এবং বিস্তর ম্যাট্রিস্ (Matrice) ও গলনোপযোগী সীসা।

অল্পদিনের মধ্যেই মিশনারীরা পরিশ্রম করে বিনষ্ট টাইপগুলো পুনরায় ঢালাই করলেন। ভাষাবিদ ভারতীয় পণ্ডিতেরা আবার হাত দিলেন তাঁদের অসমাপ্ত অনুবাদের কাজে। সৌভাগ্যবশতঃ পাঁচটি মুদ্রাযন্ত্রের সবগুলোই আগুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কাগজের কলটিরও কোনরকম ক্ষতি হয় নি। এদিকে দৈবকৃপায় প্রেসটির সম্মুখবর্তী পামার এণ্ড কোম্পানী-অধিকৃত বাড়ীটিও খালি পড়েছিল কিছুদিন থেকে। সুতরাং তাদের অনুমতিক্রমে প্রেসটিকে সহজেই সেখানে স্থানান্তরিত করে গেল। যেসব কর্মীর তখন কোন প্রয়োজন ছিল না, তাদের এক মাসের আগাম বেতনসহ ঠিক এক মাস পরে ফেরার নির্দেশ দিয়ে বিদায় দেওয়া হল।

১। Pearce Carey, পৃ ২৮৮।

এসব অসাধারণ ও অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলেই প্রেসটিতে জুলাই মাসের শেষ ভাগের মধ্যেই বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, উড়িয়া এবং তামিল প্রভৃতি সাতটি ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ দ্বিগুণ উদ্যমে শুরু হয়ে যায়। ছয় হপ্তার মধ্যেই তিন ফাউণ্ট নূতন টাইপ তৈরী হয়ে গেল।

১৮১৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে (এক বৎসর এক মাস পর) বেশ কয়েক সাট বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষার টাইপ নির্মাণ করা হয় এবং বহু ভাষায় মুদ্রণের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু এবারে কাজের পরিমাণ এবং ভাষার সংখ্যা হয় অগ্নিকাণ্ডের পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী। এভাবে পাণ্ডুলিপির ক্ষতিপূরণ না করা গেলেও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ক্ষতি অল্পকালের মধ্যেই পুষিয়ে নিলেন অক্লান্তকর্মী মিশনারীরা।

এ দুর্ঘটনাই কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনের জন্য শাপে বর হল। মিশন-প্রেসে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল বিলাতের ঘরে ঘরে। রাইল্যাণ্ড, ফুলার ও অন্যান্য ব্যাপ্টিষ্ট সভ্যরা অমানুষিক পরিশ্রমে অর্থ সংগ্রহ শুরু করলেন। বিলাতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন এ ধরণের চাঁদা-সংগ্রহ-অভিযান সফল হওয়ার অনুকূল নয়। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি বিপর্যস্ত। ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজের উপর আমেরিকায় চলছে আচমকা আক্রমণ। ফলে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিষের বাজারে তখন স্বাভাবিকভাবেই অগ্নিমূল্য। এ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাইল্যাণ্ডের আবেদনে অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিল দলমতনির্বিশেষে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা। ব্যাপ্টিষ্ট, পিউরিটান, এমন কি এ্যাংলিকানরাও এগিয়ে আসল মুক্ত হস্তে। দুমাসের মধ্যেই মোট ক্ষয়ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা গেল। এতে আর্থিক ক্ষতি-পূরণ হল ঠিকই। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ হল এই যে শ্রীরামপুর মিশনারীরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। শ্রদ্ধাভরে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা শুনলো মিশ-নারীদের আপ্রাণ চেষ্টার কথা— শুনলো কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড এবং অন্যান্যদের অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা। বিশেষ করে বাইবেলের অনুবাদ এবং ধর্মীয় প্রচারকার্য মিশনারীদের লোকচক্ষে বরণীয় করে তোলে।[১]

১। Smith, পৃ ১৯৬-২০০ ; Marhsman, পৃ ১৬৫-১৬৭ ; Pearce Carey, পৃ ২৮৪-২৯২।

১৮২৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত উইলিয়াম ওয়ার্ড শ্রীরামপুরের এই প্রেসটির সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যান। ১৮২০-২১ সালে মাত্র এক বৎসরের জন্য ছুটি নিয়ে তিনি স্বদেশ এবং আমেরিকা থেকে ঘুরে আসেন। ১৮১৪ সালে মুদ্রাযন্ত্র এবং কাগজকল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নতুন মিশনারী দলকে শ্রীরামপুর পাঠানো হয়। এঁরা সকলেই একসঙ্গে প্রেসটির গুরুত্ব স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির আদি সভ্য স্যামুয়েল পিয়ার্সের ছেলে ডব্লিউ, এইচ, পিয়ার্স। অক্সফোর্ডের ক্লারেনডন প্রেসে তিনি মুদ্রাকররূপে বহু বৎসর কাজ করেন। এছাড়া ছিলেন র‍্যাণ্ডাল (Randall) নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার। ওয়ার্ডকে মুদ্রণের কাজে সাহায্য করার জন্যেই এঁদের প্রেরণ করা হয়।

এদিকে কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস্ কেরী (Eustace Carey) ও তাঁর সুহৃদ তরুণ মিশনারীদের সঙ্গে কেরী, মার্শম্যান ইত্যাদি প্রাচীনপন্থীদের মত-বিরোধ হওয়ায় ইউষ্টেস কলকাতায় একটি ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্থাপন করেন। এঁরা এখানে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস নামে একটি প্রেসও চালু করেন ১৮১৮ সালে। পিয়ার্সের উপর নূতন প্রেসটির সামগ্রিক ভারার্পণ করা হয়। দুটো প্রেসই শ্রীরামপুরে এবং কলকাতায় একই উদ্দেশ্য এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগপৎ কাজ করে যেতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৭ সালে এ'দুটি কলকাতায় মিলিত হয়ে যায়। ওয়ার্ডের শিল্পনৈপুণ্যের ফলেই শ্রীরামপুর প্রেসটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এশিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতিলাভ করে। ১৮০০ সাল থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিতকরণ এবং ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের সঙ্গে একত্রিতকরণের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেসটি শুধু প্রচারের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলায় শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সাহায্য করে।

রামকমল সেনের অভিধানের মুখবন্ধে শ্রীরামপুর প্রেসের সমসাময়িক কার্যধারা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এই বাঙ্গালী পণ্ডিত একটি বাংলা শব্দকোষ সংকলন (স্যামুয়েল জনসনের ইংরেজী অভিধানের তরজমা— টডের অকটেভো সংস্করণ) শেষ করে তা কলকাতার অন্য একটি প্রেসে ছাপতে দেন। কিন্তু ছাপার গতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় কাজের অগ্রগতি হয়নি বড় বিশেষ। তাছাড়া মাত্র একশ' ষোল পৃষ্ঠা ছাপার পর প্রেসের কর্তৃপক্ষ তাদের মত পরিবর্তন করে এবং একাজ বন্ধ করে সংবাদপত্র ছাপা শুরু করে। ফলে বাধ্য

হয়ে রামকমল সেনকে শ্রীরামপুর প্রেসের সাহায্য নিতে হয়। শ্রীরামপুর ছাপাখানা কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে রামকমল সেন লিখেছেন ঃ—

> The proprietors (of that press)...not only agreed to undertake to finish the dictionary, but engaged to give every aid in their power to render the work as perfect and complete as possible. The late Mr. F. Carey also joined in my labours, and the Rev. Drs. Carey & Marshman undertook to revise the last proofs before they went to press.[১]

আপাতঃদৃষ্টিতে যতটা সোজা মনে হল সমস্ত কাজটা বাস্তবে কিন্তু ততটা হল না মোটেই। কেননা দুই প্রেসের টাইপের বিভিন্নতা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। অভিধানের মুদ্রিত অংশটুকুর টাইপের তুলনায় শ্রীরামপুর প্রেসের টাইপগুলো ছিল আকারে বড়। উপায়ান্তর না দেখে রামকমল সেনকে মুদ্রিত অংশটুকু বাদ দিতে হয়। এতে তাঁর অসুবিধা এবং আর্থিক ক্ষতি হল যথেষ্ট। তাছাড়া এর ফলে শ্রীরামপুর প্রেসের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হল সম্পূর্ণরূপে।

অবশেষে শ্রীরামপুর প্রেস রামকমল সেনের অভিধানের জন্য এক ফাউণ্ট ছোট টাইপ তৈরী এবং মিশনের নিজস্ব কলে তৈরী ভালো কাগজ সরবরাহ করতে রাজী হল। সময়ের স্বল্পতার জন্য বাড়তি লোক নিয়োগ এবং নির্ধারিত সময়ের অধিককাল কাজ চালাতেও স্বীকৃত হলেন তাঁরা। কিন্তু মিশন প্রেসে কিছুকাল কাজ দ্রুত এগিয়ে চলার পর হঠাৎ ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হয়। ফেলিক্স মুদ্রাকর হিসাবে অপূর্ব নৈপুণ্য এবং খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কিছুদিন ব্রহ্মদেশের বন্দর রেঙ্গুনে এবং রাজধানী আভার রাজদরবারে যথাক্রমে মিশনারী ও রাজকর্মচারী হিসেবেও কাজ করেন। ফেলিক্সের মৃত্যুর ফলে শ্রীরামপুর প্রেসে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ওয়ার্ড এসময় এক বৎসরের ছুটিতে বিলেত এবং আমেরিকা ভ্রমণে ব্যস্ত। ফলে রামকমল সেনকে অধীর আগ্রহে ওয়ার্ডের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করতে হয়। যাহোক অবশেষে ওয়ার্ড ফিরে আসেন। কিন্তু এসেই অভিধানে হাত দেওয়া সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। এ সম্পর্কে রাম-

১। Ram Comul Sen, *A Dictionary in English and Bengalee, translated from Todd's edition of Johnson's English Dictionary*, Serampore, 1834, 2 vols., পৃ ৬।

কমল বলেন, প্রত্যাবর্তনের পর ওয়ার্ড এক বৎসরকাল প্রেসের সংস্কার এবং নিজের কয়েকটি জরুরী বই ছাপতে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই ব্যস্ততার শেষে রামকমলবাবুর অভিধানে হাত দেবার সুযোগ তাঁর হয় নি। কেননা এর আগেই ১৮২৩ সালের ৭ই মার্চ ওয়ার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন। আপন বিপর্যয় সম্পর্কে রামকমল সেন মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছেন ঃ

> After a great deal of trouble and delay, however, I got 350 pages printed (in nine years) when I found the colour of the paper changed and the letters hardly legible, the types used being greatly worn. Mr. Marshman, moreover, would not print any more on that paper and with those types, under the fear of bringing discredit on the press. In the meantime two small Dictionaries were issued from the Serampore press which supplied the immediate want of the Schools. After the labour and expense I had incurred, after so much time had been lost, I was naturally, reluctant to resume the work from the beginning, my official duties requiring much time and attention, and my health beginning to fail me. Considering however that dictionaries then published were calculated only for elementary schools, and that an enlarged one was still urgently demanded, the manuscript being ready, I thought the public might be benefitted by its publication, and that the unusually long delay and the loss I had been subjected to, would be overpaid if I could get through the work and present it to the public.
>
> A new arrangement was accordingly made and the first volume, containing 542 pages was completed in fourteen months, and the second, comprising 560 pages in two years, the whole amounting to 1102 pages, containing about 60,000 words, being there completed in 17 years.[১]

এহেন পরিস্থিতি রামকমলবাবুর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তার জন্যে শ্রীরামপুর প্রেসকে দায়ী করা চলে না মোটেই। কেননা ফেলিক্স কেরী এবং ওয়ার্ডের মতো কর্মচারীদের মৃত্যুর ফলে

১। Ram Comul Sen, পূর্বোক্ত, পৃ ৬-৭।

মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাছাড়া অনুবাদ এবং মূল প্রাচ্য ভাষায় অসংখ্য বই ছাপার মতো বিরাট কাজের চাপের কথাও বিবেচনা করা উচিত। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত গ্রীয়ার্সনের হিসাব অনুসারে শ্রীরামপুর প্রেসে বিভিন্ন ভাষায় ন্যূনতম ২১২,০০০ খানি বই ছাপা হয়। শুধু ছাপাই নয় এ-সমস্ত ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন টাইপও তৈরী করতে হয় এদেরই। নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায় যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির জন্যে বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, আরবী এবং সংস্কৃত ভাষায় বারখানি বইএর মোট ৪৭,৯৪৬ কপি ছাপাতে হয়।[১]

শ্রীরামপুর প্রেস যে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় পাইকারী হারে অতুলনীয় টাইপ নির্মাণে বহুকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, একথা উল্লেখ না করলে এর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রেসটি যখন উন্নতির চরম শিখরে তখন সমগ্র প্রাচ্য দুনিয়ায় এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। হরফ ঢালাই এবং হরফ নির্মাতাদের সম্পর্কে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ ট্যালবট বেইন্‌স রীড বলেন :

> The Baptist Mission at Serampore, under the leadership of William Carey, was very active in cutting types and printing books in various Indian languages in the early part of the nineteenth century. Their first punch cutter had been trained by Dr. Wilkins... second only to the Serampare Mission was the College of Fort William in Bengal.
>
> Claudius Buchanan published a book on their translations and oriental types in 1805. All those types were the work of the missionaries or of native craftsmen trained by them, with little or no technical help from England, the total represents a remarkable achievement in the history of type-cutting.[২]

১। Grierson, পৃ ২৪১; Basak, N. L. *Origin and Role of Calcutta School Book Society in promoting the cause of Education in India. Bengal : Past and Present*, vol. LXXVIII, part I, January-June 1959, পৃ ৪৬।

২। *History of the Old English Letter Foundries with notes historical and bibliographical on the Rise and progress of English Typography*.....new ed. revised and enlarged by Johnson. London, 1952, পৃ ৭০।

বাংলা হরফ কর্তনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের শুরু চার্লস উইলকিন্সের আমল থেকে। উইলকিন্স (পরে স্যার চার্লস্ উইলকিন্স) ১৭৭০ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর অধীনে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন। বাংলা টাইপের পাঞ্চ কাটা এবং হরফ ঢালাই করা নিয়ে গবেষণা করা ছিল তাঁর অবসর সময়ের নেশা। কিন্তু কালে তিনি এমনি দক্ষতা অর্জন করেন যে হুগলী শহরে প্রকাশিত ও মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড্ লিখিত A Grammar of the Bengali Language এর জন্য এক ফাউন্ট বাংলা হরফ কাটতে হয়। এ ঘটনা ঘটে বাস্তবিকপক্ষে ১৭৭৮ সালে যদিও জর্জ স্মিথ ১৭৮৩ সালের কথা বারে বারে উল্লেখ করেছেন তাঁরই প্রণীত উইলিয়াম কেরীর জীবনচরিতে। হলহেডের বইটিই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই ছাপার প্রথম প্রচেষ্টা। এটি দ্বিভাষিক হলেও এর মূল ভাষা ছিল ইংরাজী। মাঝে মাঝে বাংলায় যথেষ্ট উদ্ধৃতি এবং উদাহরণ ছিল। কিন্তু তাহলেও এর জন্যে কমপক্ষে সম্পূর্ণ এক ফাউন্ট বাংলা হরফের প্রয়োজন হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত হরফ-গুলোই অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং সাফল্যের সঙ্গে কাটেন চার্লস উইলকিন্স। এবং এজন্যেই উইলকিন্স বাংলা টাইপ ঢালাই-এর জনক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, যদিও উইলেম বোলট্‌স্ (Willem Bolts) কর্তৃক বিলেতের বিখ্যাত টাইপ নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন (Joseph Jackson) দ্বারা বাংলা টাইপ তৈরীর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় বিফলতার নজির রয়েছে।[১]

উইলকিন্সের কীর্তি সম্পর্কে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া নামক সাময়িকী ১৮১৮ সালের জুলাই সংখ্যায় লেখে ঃ

> ......he originated the models, prepared the materials, and shared the manual labour with his native Assistance while he directed operations...To the fount of Bengali types he added others int he Nagree and Persian characters; and thus completely opened the way for the ultimate diffusion of knowledge throughout India.[২]

উইলকিন্স কিন্তু থামলেন না এখানেই। বাংলা টাইপ কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি টাইপ কাটা এবং ঢালাইএর জটিলতা সম্পর্কে পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙ্গালী

১। Red, Talbot Baines, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৩-৩১৪।

২। *Friend of India,* July 1818.

কর্মকারকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে পঞ্চাননের সহায়তায় কলকাতায় একটি নিয়মিত হরফ ঢালাইখানা চালু করা সম্ভব হয়। পঞ্চানন প্রথমে উইলকিন্সের অধীনে কাজ করলেও ১৭৮৬ সালে উইলকিন্সের বিলাত প্রত্যাবর্তনের পর তিনিই ঢালাইখানাটির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই হরফ ঢালাইখানাটির প্রতিই ১৭৯৮ সালে কেরীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিলাতের ক্যাসলন (Caslon) কোম্পানীর কাছ থেকে কেরী যে হিসাব পান তাতে বাইবেল মুদ্রণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। অন্যদিকে কলকাতার প্রেসগুলোর হিসাবে বাঁধাই খরচ ব্যতীত ৪৩,৭৫০ টাকার বিনিময়ে ১০,০০০ কপি বাইবেল ছাপানোও সম্ভব ছিল না কেরীর পক্ষে। অবশেষে উইলকিন্স প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সরকারী ঢালাইখানাটিই কেরীর উদ্যম ও উৎসাহ ফিরিয়ে দেয়। এবং এর অস্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এসময় মিশন প্রেসের জন্য শ্রীরামপুর একটি হরফ ঢালাইখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুর প্রেসের একটি বিভাগ হিসাবে একানকার হরফ ঢালাইখানাটির ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ। বাংলায় আসার পূর্বেই কেরীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বাইবেল অনুবাদ করা। কলকাতার প্রেসগুলোর উচ্চমূল্য দেখে সাময়িক ভাবে দমে গেলেও ভগ্নোদ্যম হন নি তিনি। তাই কেরী শেষ পর্যন্ত নিজেই একটি হরফ ঢালাইখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উডনীর বদান্যতায় তিনি যে একটি বিলাতী কাঠের প্রেস উপহার পান এ সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি। প্রেসটি কেরী মদনবাটি থেকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন আসার সময়। অতঃপর বাংলা টাইপ সন্ধানের চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। কেননা ক্যাসলন কোম্পানীর চাহিদামত দাম দিয়ে টাইপকেনা ছিল তাঁর সামর্থ্যের অতীত। অবশেষে ১৭৯৮ সালে উইলকিন্সের ঢালাইখানার কথা তাঁর প্রাণে নবোদ্যমের সৃষ্টি করে। শ্রীরামপুরে ওয়ার্ড এবং ফাউনটেনের সহায়তায় মুদ্রণ অফিসটির অবস্থান নির্দিষ্ট করার পর কেরী প্রেসের একটি বিভাগ হিসেবে ঢালাইখানা স্থাপনের কথা চিন্তা করতে থাকেন।

শ্রীরামপুরে হরফ ঢালাই স্থাপন শুধুমাত্র দ্রুততর কাজের জন্যই প্রয়োজন ছিল না — প্রয়োজন ছিল ব্যয়সংকোচের জন্যও। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রাচ্য ভাষাগুলির তৈরী হরফ লণ্ডনে ছিল দুষ্প্রাপ্য—এদের মূল্যও ছিল অভাবনীয়। এসম্পর্কে বলা হয়েছে যে ঃ

The Persian fount, which Mr. Fuller had sent out, cost £ 500. The missionaries had also desired him to ascertain whether Telegu and Nagree founts might not be obtained more cheaply and expeditiously in London, where Fry and Figgins, the eminent founders had been employed in preparing Oriental punches for the East India Company. Their reply satisfied the missionaries of the wisdom of having made the establishment of a foundry and the training of native artists one of the first objects of their attention at Serampore. Mr. Figgins offered to supply them with 407 matrices for the Telinga, he retaining the punches, for £ 641. Regarding the Nagree, a consulation was held with Dr. Charles Wilkins, the great Orientalist, who had cut the first Indian types with his own hands thirty years before, and it was found that the punches required for printing in that character might by various contrivances, he reduced to 300 ; but the expense of preparing even this contracted fount was estimated at 700. At Serampore the missionaries had been able to obtain for their native workman a complete fount of Nagree, consisting of 700 characters, for about £ 100. In the course of the first ten years of their labours the difference between the expense of their own foundry, and the sum which would have been required for the preparation of the founts in London, fell little short of £ 2,000.[১]

হরফ ঢালাইখানা নির্মাণের কথা বিবেচনা করা কালীন প্রথমেই কেরীর মনে পড়ে পঞ্চানন কর্মকারের কথা। পঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কলকাতায় হরফ ঢালাইখানাগুলোতে সুবিধা মত হরফ সন্ধান করার সময়। দৃঢ়সঙ্কল্প কেরী পঞ্চাননকে শ্রীরামপুর প্রেসে যোগদান করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত *Memoir Relative to the Translations* এ পঞ্চাননের নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ দেয়।

It will be obvious that in the present state of things in India it was in many instances necessary to cast new founts of types in several of these languages. Happily for us and

১। Marshman, Joshua, *A History of the Serampore Mission*, London, 1859, p XXX

> India at large Wilkins had led the way in this department; and by persevering industry, the value of which can scarcely be appreciated, under the greatest disadvantages with respect to materials and workmen, had brought the Bengali to a high degree of perfection. Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very artist who had wrought with Wilkins in that work, an in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter-foundery, and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type casting, and even of cutting the matrices with a degree of accuracy which would not disgrace European artists ১

১৮১৮ সালের জুলাই সংখ্যায় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে বলা হয়েছে যে "উইলকিন্সকে যাঁরা হরফ নির্মাণের সহায়তা করেন পঞ্চানন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মিশনারীরা শ্রীরামপুরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চানন তাঁদের কাছে আবেদন জানান চাকরীর জন্য। নিযুক্তির বৎসর তিনেকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।"২

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে পঞ্চাননের নিয়োগ সম্পর্কে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কাহিনী আছে। এই বিবরণ অনুসারে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এইচ, টি, কোলব্রুকের (H. T. Colebrooke) চাকুরী থেকে পঞ্চাননকে প্রলোভিত করে আনা হয়। পঞ্চানন এসময় সম্ভবতঃ কোলব্রুকের স্মরণীয় কীর্তি Grammar of the Sanskrit Language-এর জন্য দেবনাগরী অক্ষর তৈরী করছিলেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত বাঙ্গালী সাংবাদিক শম্ভুনাথ মুখার্জির নোটবুকের বিবরণীর উপর ভিত্তি করে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শম্ভুনাথ মুখার্জি কিছুকালের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ, বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শম্ভুনাথ বলেন: কোলব্রুকের অধীনে চাকরী করাকালীন পঞ্চানন থাকতেন তাঁর মনিবের বাসভবনের অনতিদূরে গার্ডের রীচে। কিন্তু তাঁকে থাক্‌তে হত পাহারাধীন। সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা করা হয় পঞ্চানন যাতে অন্য কারো চাকুরী গ্রহণ করতে না পারেন অথবা তিনি যাতে ব্যক্তিগত ব্যবসা

১। Smith, পূর্বোক্ত পৃ ১৮১।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩।

না চালাতে পারেন। কেরী পঞ্চাননকে শ্রীরামপুর প্রেসে কিছুদিনের জন্য পাঠাবার জন্য কোলব্রুককে উপর্য্যুপরি অনুরোধ করেন। কিন্তু এতে কোন সাড়া না পেয়ে কেরী নাকি এক হীন কৌশলের শরণাপন্ন হন। গোপনে তিনি পঞ্চাননকে শ্রীরামপুর প্রেসে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করেন বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে তিনি কোলব্রুকের নিকট দু'তিন দিনের জন্য পঞ্চাননকে চেয়ে পাঠান। তিনি তাঁকে এ আশ্বাস দেন যে, পঞ্চানন যাতে সময়মতো গার্ডেন রীচে ফেরেন তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সরলবিশ্বাস কোলব্রুক পঞ্চাননকে অনুমতি দেন। কিন্তু সেই-ই পঞ্চাননের সঙ্গে কোলব্রুকের শেষ দেখা। কেননা ১৮০৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পঞ্চানন শ্রীরামপুর হরফ ঢালাইখানা ছেড়ে আর কলকাতায় ফেরেন নি। দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বীর পরোক্ষ সাহায্য এবং পঞ্চাননের পূর্ণ সম্মতির আশ্বাস পেয়ে মিশনারীরা তাঁকে আটকে রাখেন এই মর্মে পঞ্চানন কোলব্রুকের কাছেও পত্র প্রেরণ করেন। ক্রোধান্বিত কোলব্রুক ব্যাপারটা একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের কাছে অভিযোগ করলেন আদ্যন্ত ঘটনা জানিয়ে। কোম্পানীও এসম্পর্কে শ্রীরামপুরে লেখালেখি করলেন যথেষ্ট। কিন্তু দিনেমার গভর্ণর বী কোলব্রুকের পক্ষে কোম্পানীর কোন দাবীদাওয়া এবং অভিযোগের প্রতিই কান দিলেন না। অবশেষে কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের এ সম্পর্কে জানান হয়—কিন্তু এতেও কোন ফল হল না।[১]

যাহোক, উপরোক্ত বিবরণটিকে সর্বতোভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া একটু কঠিন মনে হয়। বড় জোর মুখে মুখে শোনা গল্প বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কেননা এর সৃষ্টি মূল ঘটনার বহু পরে জনশ্রুতি অথবা খুব সম্ভবতঃ পঞ্চাননের বংশধরদের প্রচারিত গল্পগুজবের ভিত্তিতে। তাছাড়া কেরীর চিঠিপত্র, তাঁর রচনাবলী, ওয়াডের্র ডায়রী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রণীত মার্শম্যান এবং ওয়াডের্র জীবনী বা মিশনের নথিপত্র কোথাও এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। পাক-ভারতের ইতিহাসের কোন গবেষকই আজ পর্যন্ত পঞ্চাননকে কোল-ব্রুকের চাকুরীতে ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে কোম্পানীর এবং দিনেমার

১। *Pages from the Secretary's Notebook* in *Bengal: Past and Present*, Vol. XIII, pt 1, July-September, 1916, পৃ ১৪০।

India at large Wilkins had led the way in this department; and by persevering industry, the value of which can scarcely be appreciated, under the greatest disadvantages with respect to materials and workmen, had brought the Bengali to a high degree of perfection. Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very artist who had wrought with Wilkins in that work, an in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter-foundery, and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type casting, and even of cutting the matrices with a degree of accuracy which would not disgrace European artists ১

১৮১৮ সালের জুলাই সংখ্যায় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে বলা হয়েছে যে "উইলকিন্সকে যাঁরা হরফ নির্মাণের সহায়তা করেন পঞ্চানন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মিশনারীরা শ্রীরামপুরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চানন তাঁদের কাছে আবেদন জানান চাকরীর জন্য। নিযুক্তির বৎসর তিনেকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।"২

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে পঞ্চাননের নিয়োগ সম্পর্কে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কাহিনী আছে। এই বিবরণ অনুসারে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এইচ, টি, কোলব্রুকের (H. T. Colebrooke) চাকুরী থেকে পঞ্চাননকে প্রলোভিত করে আনা হয়। পঞ্চানন এসময় সম্ভবতঃ কোলব্রুকের স্মরণীয় কীর্তি Grammar of the Sanskrit Language-এর জন্য দেবনাগরী অক্ষর তৈরী করছিলেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত বাঙ্গালী সাংবাদিক শম্ভুনাথ মুখার্জির নোটবুকের বিবরণীর উপর ভিত্তি করে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শম্ভুনাথ মুখার্জি কিছুকালের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শম্ভুনাথ বলেন: কোলব্রুকের অধীনে চাকরী করাকালীন পঞ্চানন থাকতেন তাঁর মনিবের বাসভবনের অনতিদূরে গার্ডেন রীচে। কিন্তু তাঁকে থাক্‌তে হত পাহারাধীন। সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা করা হয় পঞ্চানন যাতে অন্য কারো চাকুরী গ্রহণ করতে না পারেন অথবা তিনি যাতে ব্যক্তিগত ব্যবসা

১। Smith, পূর্বোক্ত পৃ ১৮১।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩।

সরকারের মধ্যে লিখিত কোন পত্রাদি আবিষ্কার করতে পারেন নি। অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, চার বৎসর পর কোলব্রুকই শ্রীরামপুর মিশন বিশেষ করে কেরীর জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের কাছ থেকে বেশ কিছু আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করে দেন। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এ যুগ্ম প্রচেষ্টায় আয়োজিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক অনুবাদককে প্রাচ্য ভাষার যে কোন ভালো বই অনুবাদের সাহায্যরূপে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হতো। এ প্রস্তাবে রাজী হয়েই কেরী হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন বেদ অনুবাদের মতো বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি যখন দেখলেন যে, এভাবে চললে তাঁর পক্ষে বাইবেল অনুবাদে সময় নিয়োগ করা সম্ভব নয়, তখন তিনি এ কাজ পরিত্যাগ করেন। তাছাড়া এর পরের বছর কোলব্রুক শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপার জন্যে তাঁর *Sanskrit Grammar*টি প্রেরণ করেন। এখানে বইটির প্রথম ভাগ ছাপা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ পরে কখনো মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় নি। এ সকল ঘটনা কোনমতেই শম্ভুনাথ মুখার্জির বিবরণের সত্যতা প্রমাণ করে না।

পঞ্চাননের নিয়োগ সম্পর্কে মিশনারীদের লিখিত বিবরণীতে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গিত পর্যন্তও নাই। ১৮১৮ সালে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার জুলাই সংখ্যায় কিংবা ১৮১৭ সালের *Memoir Relative to the Translations* এর উদ্ধৃত অংশে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা শুধু এ কাহিনীর অসারত্বই প্রমাণ করে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, পঞ্চাননের নিয়োগের ব্যাপারে কেরী কোনরকম অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নেন নি।

এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়াও একথা বলা চলে যে, ১৮২২ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একই সঙ্গে শিক্ষকতা করা কালীন কোলব্রুকের সাথে কেরীর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। শ্রীরামপুর প্রেসের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি যথাসাধ্য করেন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে শ্রীরামপুর প্রেসের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তাতে তিনি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন।[১]

পঞ্চানন মাত্র তিন বৎসর শ্রীরামপুরে ছিলেন। কিন্তু এ তিন বৎসর তাঁকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হয়। বাঙ্গালী ক্যাক্সটন নামে পরিচিত

১। Smith পূর্বোক্ত, ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৮০২ সালের *Memoir Relative to the Translation* থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া Pearce Carey, পৃ ২৮৬ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চানন শ্রীরামপুর টাইপ ফাউণ্ড্রির সংস্কার করে একে শুধুমাত্র দৃঢ় ভিত্তিতেই দাঁড়া করালেন না, ভবিষ্যতে যাতে এ ভিত্তিতে ঘুণ না ধরে তার জন্য বহু-সংখ্যক কর্মীকে টাইপ কর্তন ও ঢালাই শিল্পে সুদক্ষ করে তোলেন। এদের মধ্যে মনোহর কর্মকারের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চানন তাঁর এই সুযোগ্য শিষ্যের নিকটই আপন কন্যার বিবাহ দেন। পঞ্চাননের মৃত্যুর পর মনোহর শ্রীরামপুর হরফ ঢালাইখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর এখানেই চাকুরী করেন। মনোহরের পুত্র কৃষ্ণ কর্মকার ওরফে কৃষ্ণ মিস্ত্রী পিতা এবং মাতামহের গুণাবলী এবং নিপুণতার অধিকারী হন এবং ১৮৫০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত শ্রীরামপুরেই কাজ করেন। এ ভাবে প্রায় সত্তর বৎসর কাল কর্মকার পরিবার বাংলার হরফ নির্মাণ শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো।

হরফ কর্তন এবং ঢালাই বিদ্যায় নৈপুণ্যের অগ্রদূত হিসেবে কর্মকার পরিবারের কার্যাবলীর আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। পঞ্চানন অপূর্ব নৈপুণ্যের সাথে উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে দুই তিন ফাউণ্ট বাংলা অক্ষর কাটেন। দক্ষতার দিক থেকে সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলো ছিল যে কোন ইউরোপীয় হরফ নির্মাতার নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনীয়। যাহোক, পঞ্চানন কর্মকার এরপর এক ফাউণ্ট ছোট বাংলা হরফ কাটেন। কেরী পঞ্চাননকে দিয়ে কতকটা পরীক্ষামূলকভাবেই এগুলো কাটান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অক্ষরের স্পষ্টতা বজায় রেখে তৈরী এ ছোট হরফগুলো দিয়ে কাগজের অযথা অপচয় বন্ধ করা এবং বইয়ের আকার সাধারণ আকারের এক চতুর্থাংশে কমিয়ে আনা।[১]

পঞ্চানন সম্পূর্ণ নূতন এক ফাউণ্ট দেবনাগরী অক্ষরও কাটেন। সৌষ্ঠবের দিক থেকে অপূর্ব এ অক্ষরগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (it was)

> Most beautiful of the kind in India. It consists of, nearly 1000 different combinations of characters, so that the expense of cutting the patterns only amounted to 1500 rupees, exclusive of metal and casting.[২]

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুরের তৈরী টাইপের খরচের স্বল্পতার কথা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, শ্রীরামপুরে যে আধ ফাউণ্ট দেবনাগরী

১। Smith ১৮০৭ সালের উপরোক্ত *Memoir* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
২। ঐ।

অক্ষর ১০০ পাউণ্ড ব্যয়ে তৈরী করা সম্ভব ছিল, লণ্ডনের হরফ প্রতিষ্ঠান ফ্রাই এ্যাণ্ড ফিগিন্‌স্‌-এ ৭০০ পাউণ্ড বিনিময়েও তা সম্ভব ছিল না।[১]

অনুরূপভাবে ক্যাসলন কোম্পানী প্রতি পাঞ্চের দাম যেখানে এক গিনি দাবী করত পঞ্চানন সেখানে মাত্র পাঁচ সিকায় তা বিক্রী করতেন। তুলনায় এ দাম ছিল ক্যাসলন কোম্পানীর এক দ্বাদশাংশ।[২] যাহোক, পঞ্চাননের উল্লেখিত নূতন ফাউণ্টের অক্ষরগুলো সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র থেকে চিত্তাকর্ষক তথ্য জানা যায়। পূর্বে শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে ব্যবহৃত স্বর ও ব্যঞ্জন চিহ্নগুলো পৃথকভাবে কাটার ফলে অক্ষরের সাথে তাদের ব্যবধান থাকত অনেক। কিন্তু পঞ্চানন নিপুণ কর্তন এবং ঢালাইএর সাহায্যে এ ব্যবধান এত কমিয়ে আনলেন যে, ছাপা এবং লেখার মধ্যে অতঃপর আর কোন পার্থক্য রইল না। পঞ্চাননের কীর্তির এখানেই শেষ নয়। প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি তিনবার বিভিন্ন সংযোজক চিহ্ন সহ এক ফাউণ্ট উড়িয়া টাইপ নির্মাণ করেন। এরপর পঞ্চানন এক ফাউণ্ট মারাঠী ভাষার হরফে হাত দেন। কিন্তু এ সময় তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর জামাতা মনোহর তাঁর অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন।[৩]

শ্রীরামপুরে মনোহরের চল্লিশ বৎসরের কর্মব্যস্ত জীবন ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, বাইবেল মুদ্রণের জন্য হরফ কাটতেন তিনি আপন ইষ্টদেবের মূর্তির পদতলে বসে। আর মনোহর এমনি ভক্ত ছিলেন যে, সে জায়গা ছাড়া কাজে তাঁর মনই বসত না। এহেন গোঁড়া ভক্তের দ্বারা শুধু সাহিত্য নয়, সমগ্র খৃষ্টান সভ্যতার যে উপকার সাধিত হয় তার তুলনা হয় না। আজীবন গোঁড়া হিন্দু কর্মকার মনোহর কিন্তু আপন কাজের এ সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে মোটেই সচেতন ছিলেন না। যাহোক, টাইপ খোদাই ও

১। Smith, পৃ ১৮১, পাদটীকা দেখুন।

২। Marshman, *History of the Serampore Mission*, 1859, p. XXX. Smith, পৃ ১৮২; বিশ্বকোষ, কলিকাতা, ১৫শ খণ্ডের 'মুদ্রাযন্ত্র' নামক প্রবন্ধ, পৃ ১৯৮।

৩। Smith, পৃ ১৮১-১৮২; *Home Miscellaneous Records*, Vol. 559. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করেছেন।

ঢালাই বিদ্যায় মনোহর নিজ শ্বশুর এবং গুরু পঞ্চাননকেও ছাড়িয়ে যান। কঠিনতম চীনা ভাষা সহ তিনি মোট পনেরটি ভাষায় টাইপ তৈরী করেন।[১] চীনা ভাষায় অশেষ পরিশ্রমে তিনি মোট ৪৩০০০ হরফ খোদাই করেন বলেন জানা যায়।

সম্পূর্ণ নূতন এক ফাউন্ট দেবনাগরী অক্ষরই মনোহরের শিল্পনৈপুণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অক্ষরগুলো তিনি ১৮০৩ সালে কাটা শুরু করেন এবং ১৮০৬ সালে তাঁর একাজ শেষ হয়। এ হরফগুলো দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় নিউ টেষ্টামেন্ট মুদ্রিত হয়।[২]

১৮০৭ সালের মধ্যে মিশন প্রেসে বাংলা, উড়িয়া, দেবনাগরী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় মোট চার ফাউন্ট অক্ষর ছিল। এক ফাউন্ট ফারসী টাইপ বিলাত থেকে আমদানী করা হয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই গুরুমুখী এবং বর্মা ভাষায় অক্ষর তৈরী হয়ে যায়। এভাবে দেখা যায় যে, সে সময় মিশন প্রেসে মোট সাতটি ভাষায় বাইবেল মুদ্রণের কাজ চলত। যা হোক, ১৮১২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর মনোহর এবং তাঁর সহকারীরা বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় বিনষ্ট হরফের ফাউন্টগুলি পুনর্গঠনের সময়ই নিজেদের কর্মকুশলতার পরিচয় দেন এবং তঁাদের গুরুত্ব বাড়ে। প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা, দেবনাগরী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, উড়িয়া, তেলেগু এবং তামিল ভাষায় সম্পূর্ণ ও আংশিক ফাউন্ট নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে এক ফাউন্ট তামিল অক্ষর ত্র্যাংকেবারস্থ লুথারান মিশন প্রেসে পাঠানো হয়। সেগুলোই ছিল সে প্রেসে ব্যবহৃত সর্বোত্তম অক্ষর। সারদা (কাশ্মিরী), গুজরাটি, সিংহলা, আর্মেনিয়ান এবং মালয়ালম (রোমান হরফ) প্রভৃতি ভাষায়ও অক্ষর কর্তন ও ঢালাই করা হয়।[৩]

১। Smith, পৃ ১৮২; Kennedy, James, *Life and Work in Benares and Kumaon*, 1839-77, London, 1884.

২। Smith, পৃ ১৮২; Marshman, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮; Marshman, John Clark, *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, London.

৩। Smith, পৃ ১৮২, পাদটীকা; Pearce Carey, পৃ ২৯০; Marshman পৃ ২১১; Grierson, পূর্বোক্ত।

বাংলা হরফ কর্তনে মনোহরের অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের নমুনা আজও কলকাতায় ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসের অধিকারে রয়েছে। মনোহরের সময় তৈরা কিছু হরফের আলোকচিত্র বর্তমান প্রবন্ধে দেওয়া হল।

ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান বিশেষভাবে চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। এর কিছুটা শেখেন তিনি আপন চেষ্টা এবং কিছুটা বিশিষ্ট প্রাচ্যভাষাবিদ ডাঃ জন লিডেন (১৭৭৫-১৮১১) এর সহায়তায়। চীনা ভাষায় বাইবেল মুদ্রণে মার্শম্যানই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮১৩ সালের *Third Memoir*এ চলনশীল চীনা হরফ তৈরী হচ্ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুদ্রণের ইতিহাসে এই ছিল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। ১৮১৬ সালে *Sixth Memoir*এ বলা হয়েছে যে, বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর চলনশীল চীনা হরফের ব্যবহার সফল হয়েছে। ১৮১৪ সালে *Report of the Translations*এ চীনা হরফ নির্মাণে উন্নতির কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পিয়ার্স কেরী তাঁর জীবনী গ্রন্থে শ্রীরামপুরের এই বহুভাষী (**Polyglot**) প্রেসটি সম্পর্কে বলেছেন যে, ১৮০৬-১৮০৭ সালে এখানে বাঙ্গালী কর্মীদের বাইবেলের মুদ্রণের জন্য কাঠের ব্লক কাটা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে চীনা শিল্পী নিযুক্ত করা হয়। জানা যায় যে, চীনের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী বাইবেলের একটি সংস্করণ কাঠের ব্লকে ছাপা হয়। কিন্তু এই প্রাচীন পদ্ধতি সময়, শ্রম এবং অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ প্রমাণিত হওয়ায় জশুয়া মার্শম্যানের অনুপ্রেরণায় চলনশীল চীনা টাইপ কর্তন ও ঢালাই হয়। ফলে শ্রীরামপুর থেকেই কাঠের ব্লকের বদলে চলনশীল বিনা টাইপের ব্যবহার প্রচলিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে তাঁর পিতার

> Substitution of typography for xylographys, which originated at Serampore, and was in a great measure matured there before it was taken up by other missionary bodies, forms an era in the history of Chinese printing.[১]

শ্রীরামপুরের এ হরফ ঢালাইখানাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, শ্রীরামপুর প্রেসে ইস্পাত পাঞ্চ কাটার কালে নিযুক্ত খ্রীষ্টান কর্মীদের জন্য শ্রীরামপুরের

১। Marshman, *The Story of Carey, Marshman and Ward*, পৃ ২১১, ২৪১-২৪২, ২৪৪; Grierson, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪১-২৪৭।

উপকণ্ঠে জাননগর (জনের নগর) নামক একটি ছোটখাট গ্রাম গড়ে ওঠে। এখানকার বাসিন্দাদের কাটা পাঞ্চগুলোর নমুনা আজও দেখতে পাওয়া যায়।

দূরদর্শী কেরী শ্রীরামপুরে হরফ ঢালাইখানা স্থাপন করে হরফ খোদাইয়ে শিল্পের উঁচু মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট নিপুণ এবং কুশলী হস্তাক্ষরবিদ নিযুক্ত করেন। এঁরা যাতে পঞ্চানন, মনোহর এবং অন্যান্য অক্ষর কর্তনকারীদের পছন্দসই হস্তাক্ষরের নমুনা সরবরাহ করতে পারেন, তাই ছিল এদের নিযুক্তির মূল উদ্দেশ্য। জানা যায় যে, জনৈক কালিকুমার রায়ের হস্তাক্ষরের নমুনা থেকে উন্নততর বাংলা ফাউন্ট তৈরী হয়। কালিকুমার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার এবং বাংলা হস্তলিপিবিদ। এভাবেই যেসব ভুলের জন্য বাংলা টাইপ কর্তনের অগ্রদূত বোল্টস্ এবং জ্যাকসনকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়, বিচক্ষণ কেরী তা সতর্কভাবে এড়িয়ে যান।[১] এখানে কেরীর তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর হরফ ঢালাইখানার একটি লক্ষণীয় বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। উন্নততর এবং সুন্দরতর হরফ নির্মাণের ক্লান্তিহীন একটানা প্রচেষ্টাই এঁদের বিশেষত্ব এবং এরই জন্য টাইপ নির্মাণের ক্ষেত্রে এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengali* নামক শব্দকোষের মুখবন্ধে শ্রীরামপুর প্রেসের কার্যবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে একথা আগেই উল্লেখ করেছি। মুখবন্ধের বিবরণ থেকে জানা যায় কিভাবে শব্দকোষটি মুদ্রণে চুক্তিবদ্ধ প্রেসের অসামর্থ এবং অনিচ্ছা প্রকাশের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রীরামপুর প্রেস রামকমল সেনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। শ্রীরামপুর প্রেস শুধু অভিধানটি ছাপার দায়িত্বই গ্রহণ করলেন না একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না কোথাও।

ফেলিক্স কেরী রামকমলকে এতটা সাহায্য করেন যে, বইটির প্রথম সংস্করণ ফেলিক্স কেরী এবং রামকমল বাবুর যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল এ ধরণের গুজবও বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর জন্যে 'সমাচার দর্পণে'র ন্যায় খ্যাতিশীল

১। **Reed, Talbot Baines,** পৃ ৭০-৭১, ৩১১।

সাময়িকীর ভ্রমাত্মক বিজ্ঞাপনই অনেকাংশে দায়ী।[১] প্রকৃত ঘটনা হল যে রামকমলের মূল অভিধানটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছিলেন ফেলিক্স এবং এটিরই যুগ্ম লেখকরূপে ফেলিক্স কেরী ও রামকমলের নাম সমাচার দর্পণের বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়। ফেলিক্সের অকালমৃত্যুতে সংক্ষিপ্ত অভিধানটি প্রকাশিত হয় নি। রামকমলের মূল বইটির প্রুফ দেখে দিচ্ছিলেন উইলিয়াম কেরী এবং মার্শম্যানএর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং এটা রামকমল সেনের পক্ষে সত্যি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীরামপুরের কাগজশিল্প সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেস এবং হরফ ঢালাইখানার পাশাপাশি একটি কাগজের কলও গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুর প্রেসের মিশনারীদের যাঁরা অনেকেই অতীত জীবনে কালাতিপাত করেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবিকা নিয়ে তাঁদের পক্ষে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন শিল্পকলায় এরূপ সুদূরপ্রসারী বিকাশ ও পরিণতি সত্যিই ছিল বিস্ময়কর। বাইবেলের অনুবাদের মুদ্রণের সম্পর্কে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই শ্রীরামপুরে মিশনারীদের বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় হরফ নির্মাণের সাফল্যজনক প্রাথমিক উদ্যম। এখানে কাগজ এবং ছাপার কালি তৈরীর প্রয়াসও ছিল সেই একই প্রচেষ্টার অন্যতর অভিব্যক্তি।

কাগজ-তৈরী ভারতের অত্যন্ত পুরানো শিল্প যদিও প্রাচীনকালে কাগজের ব্যবহার ততটা ব্যাপক ছিলনা। কাগজ নির্মাণ শিল্প সর্বপ্রথম বোধ হয় চীন থেকে সরাসরি ভারতে প্রচলিত হয়—অথবা খুব সম্ভবতঃ এ শিল্প ভারতে আসে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পর। লেখার কাজে কাগজের প্রচলনের আগে ভারতে যথাক্রমে পোড়ামাটির পাত, অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী কলাপাতা এবং বিভিন্ন ধরনের ভূর্জপত্র, তালপাতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হত।

ভারতীয় রাজরাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ কারিগরদের দ্বারা জারাফশান বা আফসানী নামক সোনালী কিংবা রূপালী বর্ণে রঞ্জিত বা ছিটেফোঁটায় ভূষিত

১। বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণের' প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের একাধিক মিশনারী পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্য্য পরিচালনা করেন। পত্রিকাটি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়।

উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরীর নিদর্শন থাকলেও তুলোট কাগজের ব্যবহারই ছিল ব্যাপক। খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস পাঞ্জাব প্রদেশে এর ব্যবহার লক্ষ্য করেন। তুলোট কাগজ তৈরী হত বৃহৎ পাত্রে ধুনা তুলোর মণ্ডের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে। জানা যায় যে, পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার মালদহ জেলা (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কেরী এখানে ভারত জীবনের ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন) এ ধরণের কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মদনাবাটিতে থাকতেই প্রেস স্থাপনের সংগে সংগে পাশাপাশি কাগজ তৈরীর একটি কারখানা গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা কেরীর পক্ষে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বাংলায় মুদ্রণের প্রাথমিক যুগে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজপ্রাপ্য কাগজ হিসাবে তুলোটের ব্যবহার বই মুদ্রণের জন্য ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চলে। তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন থেকে একথা অনুমান করা যায়। তবে কেরী এবং তাঁর সহকারীরা তুলোটের চাইতে পাটনাই কাগজ নামে পরিচিত পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশের সাসারাম, সাহাবাদ, মুজাফফরাবাদ থেকে ১৮৮১—১৮৮২ সালে কলকাতায় প্রদর্শিত হাতে তৈরী কাগজই বেশী পছন্দ করতেন বলে অনুমান করা যায়। যাহোক ১৮১২ সালের অগ্নিকাণ্ডের সংগে বিজড়িত প্রামাণ্য কাগজপত্রাদি থেকে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় যে কলকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটির জন্যে তামিল এবং সিংহলী ভাষায় মুদ্রিত বাইবেলের সুন্দর সংস্করণগুলি বিলাত থেকে আমদানীকৃত ভাল কাগজেই ছাপা হয়। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথের মতে

> At first Carey was compelled to print his Bengali Testament on a dingy, porous, rough substance called Patna paper. The experiment of depending on imported paper only for printing the Serampore books was tried but failed because of its great cost, irregularity and delay in receiving supplies.১

ভারতে হাতে তৈরী কাগজের দোষও ছিল অনেক। অত্যন্ত মোটা এবং অমসৃণ হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরণের কাগজ মুদ্রণের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হত। এ সম্পর্কে স্মিথ বলেন ঃ

১। **Smith,** পৃ ১৮২-১৮৩।

Native paper, whether mill or hand made, being sized with rice paste, attracted the bookworm and white ant, so that the first sheets of the work which lingered in the press were sometime devoured by these insects before the last sheets were printed off. Carey used to preserve his most valuable manuscripts by writing on arsenicated paper, which became of a hideous yellow colour "১

যাহোক বিশেষ প্রক্রিয়ায় হাতে তৈরী এ হলদে কাগজের ছিল স্থায়ী গুণাবলী। এ কাগজে তৈরী কেরীর বহুভাষিক শব্দকোষসহ সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি আজও শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত। এ ধরণের কাগজে অনুপ্রবিষ্ট আর্সেনিকের উপর ভিত্তি করে তৈরী এক বিশেষ পোকাধ্বংসী ঔষধ আবিষ্কার করেন শ্রীরামপুর মিশনারীরাই। খুব সম্ভবতঃ ওয়ার্ডই ছিলেন এর আবিষ্কর্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এর প্রস্তুতিপ্রণালী বহুপূর্বেই লুপ্ত হয়েছে। যাহোক মুদ্রণের জন্য এ কাগজ মোটেই উপযোগী ছিল না। তাই মিশনারীরা পাটনা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে হাতে তৈরী কাগজের স্থূলত্ব ও অমসৃণতা এবং বিলাতী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য নিজেদের কাগজ-কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৮১২ সালে কোম্পানীর সকলকে মিলিত এক রিপোর্টে কেরী প্রথম শ্রীরামপুর কাগজ কলের মূল কার্যপদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন ঃ

When we commenced paper-making several years ago having then no machinery, we employed a number of native paper makers to make it in the way to which they had been accustomed, with the exception of mixing conjee or rice gruel with the pulp and using it as sizing ; our object being that of making paper impervious to insects, our success at first was very imperfect, but the process was conducted as follows:

A quantity of sunn (শন), viz. the fibres of *Crotolaria Junces* was steeped repeatedly in lime water, and then exposed to the air by spreading it on the grass ; it was also repeatedly pounded by the dhenki ঢেঁকি or pedal and when sufficiently reduced by this proces to make a pulp, it was mixed in a *gumla* with water, so as to

১। Smith, পৃ ১৮২-১৮৩ ; বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৮৬-৩৯৮।

make it of the consistence of thick soup. The frames with which the sheets were taken up were made of mats of the size of a sheet of paper. The operator sitting by the *gumla* dipped this frame in the pulp, and after it was drained gave it to an assistant, who laid it on the grass to dry: this finished the process with us; but holding a number of sheets by the edge and dipping them carefully in *conjee* so as to keep the sheets separate. They are afterwards dried, folded, and pressed by putting them between two boards, the upper board of which is loaded with one or many large stones.[১]

উইলিয়াম ওয়ার্ড এ কাগজ কলটির অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু ডার্ড হাণ্টারের *Paper making: The History and Technique of an Ancient Craft* নামক গ্রন্থে বিস্ময়করভাবে মার্শম্যানকে এর অধ্যক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক এ কারখানাটি অবস্থিত ছিল দেয়ালবেষ্টিত একটি খোলা বিস্তৃত জায়গায়। পায়ে চালিত এ মিলটির এঞ্জিনে কাঁচামাল যোগান দেবার জন্য চল্লিশজন দেশীয় কর্মচারী পর্যায়ক্রমে কাজ করত। একবার কাজ করার সময় একজন কর্মচারীর মৃত্যু হওয়ায় উইলিয়াম জোন্‌স্ নামক একজন কয়লাখনি বিশেষজ্ঞের উপদেশমতো মিশনারীরা একটি ষ্টীম এঞ্জিন আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাণীগঞ্জ এলাকায় যাঁরা সর্বপ্রথম কয়লার খনিতে কাজ করেন জোনস ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[২] যাহোক, গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিশনারীরা বোলটনের Thwaites & Rothwell কোম্পানীর তৈরী বারো অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি ষ্টীম এঞ্জিন বিলেত থেকে আমদানী করেন। মিশনারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই ছিল ভারতে ব্যবহৃত সর্বপ্রথম ষ্টীম এঞ্জিন। ১৮২০ সালের ২৭শে মার্চ এর প্রতিষ্ঠার দিন সম্পর্কে জর্জ স্মিথ বলেন ঃ

১। Smith, পৃ ২৩১-২৩২; বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৮৬-৩৯৮; উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি, চরিতাভিধান, কলিকাতা, পৃ ৪৫২; Dard Hunter, *Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft*, New York, 1947, পৃ ৫৩৩; সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, ৪র্থ ভাগ, ৪৫শ খণ্ড, পৃ ২৭৭।

২। সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, চতুর্থ ভাগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, পৃ ২৭৭; Smith, পৃ ১৮৩।

The "machine of fire" as they called it, brought crowds of natives to the mission, whose curiosity tried the patience of the engine-man imported to work it, while many a European who had never seen machinery driven by steam came to study and to copy it.[১]

এই সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে মিলটি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর উৎপাদন শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে মিলে কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী সম্পর্কে কেরী বলেন, "আমরা এখন যন্ত্র দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করি। এর জন্য মণ্ডটিকে একটি তারের জালের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়, তারপর কয়েকটি সিলিণ্ডারের উপর দিয়ে চালিত হয়। এর মধ্যে শেষ সিলিণ্ডারটিকে বাষ্প দিয়ে গরম করা হয়, তারপর তরলাবস্থায় থাকার দুই মিনিটের মধ্যে তাকে শুকিয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়।"[২]

ডার্ড হান্টার শ্রীরামপুরের কাগজ কলটিকে ভারতে ব্যবহৃত সর্বপ্রথম কাগজ কল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ উক্তি সত্য নয়। কেননা ১৭০৬ সালে দিনেমার লুথেরান মিশন ভারতের ত্র্যাংকেবারে সর্বপ্রথম কাগজ কল স্থাপন করেন বলে জানা যায়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রণ এবং প্রকাশনার বিরাট কেন্দ্র ত্র্যাংকেবার মিশন প্রেসের চাহিদা মেটানোই ছিল শেষোক্ত কাগজ কলটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। ডার্ড হান্টারের অপর একটি উক্তিও ভিত্তিহীন মনে হয়। তাঁর মতে শ্রীরামপুর কাগজ কলের মেশিনটি ছিল সিলিণ্ডারযুক্ত এবং এ মেসিন ব্যবহারের প্রচেষ্টায় তারা সফল হন নি।[৩] রামকমল সেনের মতে শ্রীরামপুরে তৈরী কাগজও কালে বিবর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত। কিন্তু তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে এখানকার তৈরী কাগজ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। প্রচুর কাগজ এখান থেকে রফতানীও হত বাইরে বিভিন্ন জায়গায়। শ্রীরামপুরের কাগজের এ খ্যাতি ও চাহিদা রামকমলবাবুর উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে না।

১। Smith, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৩।

২। Smith, ২৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত : We now make our paper by machine in which the pulp is let to run a web wire and passing over several cylinders the last of which is heated by steam, it is dried and fit for use in about two minutes from its having been in a liquid state.

৩। Dard Hunter, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪২ ; বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৮১-৩৯৮ ; Ram Comul sen, পূর্বোক্ত।

সম্ভবতঃ রামকমলবাবুর বইতে ব্যবহৃত কাগজের গুণাগুন ততটা ভালো ছিল না। কেননা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইগুলির অবস্থা বেশ সন্তোষজনক এবং অবিকৃত। ১৮২০ সালে স্বীয় এঞ্জিন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আমদানীকৃত বিদেশী কিংবা হাতে তৈরী খাঁটি দেশী কাগজ ছাড়া শ্রীরামপুরই ছিল কাগজ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র।[১]

যাহোক, কাগজ কলের পাশাপাশি বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান হিসাবে শ্রীরামপুর প্রেসটির নাম শোনা যায় ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। তদ্দিনে অবশ্য প্রেসের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাক-ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলনের মূলে আগুন ছড়ায় যে চর্বিযুক্ত টোটা, তা এই শ্রীরামপুর কাগজ কলেই তৈরী হয়। যাহোক, পরবর্তীকালে বিলেতের আভ্যন্তরীণ দফতরের ইঙ্গিতে বৃটিশ সরকার যে নীতি গ্রহণ করেন তা এ দেশীয় বাণিজ্য এবং শিল্প-দ্রব্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। কেননা এ ধরণের নীতির উদ্দেশ্য ছিল দেশজ শিল্প সামগ্রীর স্থলে বিলাতি শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার তৈরী করা। ফলে স্বাভাবিক-ভাবে কাগজ কলটির উপর চাপ পড়তে থাকে এবং কালে কলটি বন্ধ হয়ে যায়। এ স্থলেও ডার্ড হাণ্টারের ব্যাখ্যানুসারে মিল মেশিনারীর দুষ্প্রাপ্যতা এবং যথোপযোগী বাজার অভাবকে সত্যের অপলাপ বলা চলে। এ সম্পর্কে স্মিথ বলেন ঃ

> The Serampore mills were gradually crushed by the expensive and unsatisfactory contracts made at home by the India office.[২]

এবং স্মিথের এ উক্তিই যে সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রীরামপুর প্রেসটি খৃষ্টের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত প্রয়োজনীয় সম্পদহীন একদল আত্মত্যাগী কর্মী পুরুষের অতুলনীয় কীর্তি। মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাঁরা অর্জন করেন অক্ষয় যশ। এঁদের প্রতিষ্ঠিত হরফ ঢালাইখানাটি সকল প্রতিকূল অবস্থার যুগে ছিল এক গৌরবময় কীর্তি। এদের উদ্যোগে চালিত কাগজ কলটি এমন একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার স্মারক, যা সমসাময়িক ইতিহাসে রেখে গেছে অম্লান স্বাক্ষর।

১। Ram Comul sen, পূর্বোক্ত, Preface, পৃ ৪।

২। Smith, পৃ ২৩২।

পাঁচ

শ্রীরামপুর গ্রন্থাবলীর সটীক গ্রন্থপঞ্জী

(১৮০০—১৮৩৪ খৃঃ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে লেখক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশক হিসাবে উইলিয়াম কেরীর কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিপুল পরিমাণ দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। শ্রীরামপুর কর্তৃপক্ষের নানাবিধ সমস্যাগুলো বিবেচনা করলে এ সমস্তই অসম্ভাব্য বলে মনে হয়। প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা, তাছাড়া মুদ্রণের হারের ছিল দুর্মূল্যতা। এ সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় মোট দু লাখ বার হাজার বই প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের বর্তমান অধ্যায়ে এ সমস্ত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য বইগুলির একটি সটীক গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হল।

গ্রীয়ারসন বলেন,

> For these languages types were designed and cut for the first time, ranging from moveable metal types for Chinese, to types into Sarada character of Kashmiri. Not only were there published translations of the Scriptures, but also texts, grammars, and translations in various languages.

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত চার বৎসরে শ্রীরামপুর প্রেসে একমাত্র কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, আরবী এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বারখানি বইয়ের মোট সাতচল্লিশ হাজার নয়শত ছেচল্লিশ কপি ছাপানো হয়।

শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রধান বইগুলির বেশ কয়েকটি পাক-ভারতে এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে আজও সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনের চাহিদা মিটানোর জন্য নানা জাতীয় মুদ্রিত মিশনারীদের বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক পুস্তিকা, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন কানুন প্রভৃতির প্রধানাংশ কালের গ্রাসে পড়ে বিলুপ্ত হয়।

বর্তমান গ্রন্থবিবরণী প্রস্তুতের সময় মূলতঃ *Memoirs of the Serampore Baptist Mission* নামক রিপোর্টগুলির উপর সমধিক

নির্ভর করতে হয়েছে। ভুল ভ্রান্তি থাকায় সেখান থেকে গৃহীত তথ্য-গুলি ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই রচনার সময় ডঃ সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825)* গ্রন্থ এই প্রবন্ধ রচনায় বেশ কিছু সাহায্য করেছে। কেরী প্রণীত *Dictionary of the Bengalee Language* মুখবন্ধ হতে তালিকাভুক্ত এবং শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত কোন কোন বই সম্পর্কে তথ্যের সাহায্য প্রয়োজনমত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণের' ১৮১৮ সালের পরবর্তী সংখ্যাগুলো থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্যে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত বহু মূল বইয়ের সাহায্যও নিতে হয়েছে। আরো যে যে সূত্র থেকে নানাবিধ তথ্য পেয়েছি, সেগুলির নাম এখানে নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এ ছাড়াও India Office Libraryতে সংরক্ষিত বাংলা বইয়ের তালিকা ও শ্রীরামপুর কলেজের Carey Libraryর অপ্রকাশিত এবং রচনাধীন গ্রন্থ তালিকা থেকেও বিস্তর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এই গ্রন্থতালিকা তৈরী করতে আমাকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লেখকদের নামের বানান বিভ্রাটে বিশেষভাবে বিব্রত হয়েছি। একই লেখকের বিভিন্ন বইয়ে লেখকের নাম-বানানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পাঠকদের সুবিধার জন্য লেখকের নাম-বানানের একক রীতি অবলম্বন করেছি। *Memoirs*এর মূল কপিগুলিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে নামগুলি পাওয়া গেছে তাদের সেকেলে ও অপ্রচলিত বানানের পরিবর্তে আধুনিক বানান পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। পুস্তকের সঠিক প্রকাশকাল নিরূপণ করতে গিয়েও আমাকে বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেকটি পুস্তকেই ইংরেজী এবং বাংলা এই দুই ভাষায় দুটি আখ্যাপত্র ইংরেজী ও বাংলায় সংযোজিত আছে এবং প্রত্যেকটি আখ্যাপত্রে বিভিন্ন মুদ্রণ তারিখ দেখানো হয়েছে। কাজে কাজে প্রত্যেকটি বইয়েই বছরখানেক আগে ও পরের দুটি মুদ্রণ তারিখ পাওয়া যায়। এই জটিল সমস্যা সমাধান ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাকে শ্রীসজনীকান্ত দাসের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি

এবং লণ্ডনস্থ বৃটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটি এবং শ্রীরামপুর কলেজে *Memoirs*এর দ্বিতীয় থেকে দশম খণ্ডের কপি সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে ১৮৩০—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ শ্রীরামপুর মিশনের সমকালীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। *Memoirs* গুলির প্রথম খণ্ডটি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু জি, এ, গ্রীয়ার্সন ঐ খণ্ডটির সারাংশ তাঁর *The Early Publications of the Serampore Missionaries : A Contribution to Indian Bibliography* প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃতিটি তিনি ব্যাপ্টিষ্ট ম্যাগাজিনের (Baptist Magazine) ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যা থেকে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশনীর পুস্তকাবলীর অধিকাংশ যে *Memoirs* গুলিতে বিবৃত হয়েছিল গ্রীয়ার্সনের প্রবন্ধ এই কথাই প্রমাণ করে। তাঁর নিবন্ধটি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত *Indian Antiquary*র বত্রিশতম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় তিনি উইলিয়াম কেরী বা তাঁর সহচরদের অনুদিত ও সংকলিত সমস্ত গ্রন্থগুলির কথা লিপিবদ্ধ না করে কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক বইয়ের নাম তালিকাভুক্ত করেন। অন্যান্য সূত্র, বিশেষ করে সজনীকান্ত দাসের ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' নামক প্রবন্ধগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে গ্রীয়ার্সনের বিবরণীকে সম্পূর্ণ করা যায়। সজনীকান্ত দাসের নিবন্ধগুলো ১৩৪৫—১৩৪৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা ব্যাপক এবং তথ্যবহুল প্রচেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলা যেতে পারে কেননা কেরী ও শ্রীরামপুর পুস্তকাবলী সম্পর্কে অন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে অধিক তথ্যবহুল এবং সুন্দর বিবরণ আজও পেশ করা সম্ভব হয় নি। তবে তাঁর আলোচনা যে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয় তা জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জর্জ স্মিথ, স্যামুয়েল পীয়ার্স কেরী প্রমুখ লিখিত উইলিয়াম কেরীর জীবনীগুলো থেকে জানা যায়। এছাড়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লং এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* নামক তালিকাটিও বর্তমান গ্রন্থপঞ্জিকা তৈরী করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অবশ্য লংএর তালিকায় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ দুটি আখ্যাপত্রের প্রত্যেকটির প্রকাশকাল বিভিন্ন দেখান হয়—সাধারণতঃ ২/১ বৎসরের ব্যবধানে। এই সমস্ত বইগুলির আজ মূল খুঁজে বের করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই কারণেই বর্তমান তালিকায় বইগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা থেকে বিরত রইলাম।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোর মূল বক্তব্যের সাথে গ্রন্থপঞ্জিকার তথ্যাবলী মিলিয়ে পড়লে এটা সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিভিন্নমুখী কার্যকলাপ এবং পুস্তক প্রকাশনার কার্যকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছে। গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে নিতান্ত অল্পসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর কারণ এই যে এসময় মিশনারীগণ তাঁদের মিশনের সংগঠন এবং প্রচারকার্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। তবে উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করার ফলে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। এরপর থেকেই শ্রীরামপুর থেকে অধিক সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। যে বইগুলো রচনার জন্য কেরীকে বাংলা প্রকাশনের জনক বলা হয়, সেগুলো ঐ সময়ই প্রকাশিত হয়। অনূদিত শাস্ত্রীয় বইগুলো ছাড়া এগুলোর প্রত্যেকটি বইই ছিল অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বইগুলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা অথবা সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রকাশনার পিছনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নীতি এবং সক্রিয় আনুকূল্যই মূলতঃ দায়ী। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ঐ পুস্তকগুলোকে কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত করে পুস্তক-প্রণেতাদের উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে বইগুলির প্রকাশের সাহায্য করেন।

পুস্তক প্রকাশনার এই ব্যাপক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্বল্পকালের জন্য ব্যাহত হয়। এক বৎসরের ন্যূনাধিক কালের মধ্যে প্রেসটি তার কর্মক্ষমতা পুনর্লাভ করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ পূর্বের চেয়ে বহুগুণ অধিক বেগে চলতে থাকে। এ ছাড়া ১৮০১-১৮৩২ খৃষ্টাব্দ অবধি কাজের গতিতে কোনরূপ বাধাবিপত্তি পড়েনি। শেষ বয়সে কেরীর স্বাস্থ্য অত্যধিক চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে ভেঙ্গে পড়ে। এই ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও কেরী মৃত্যু পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেসের প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক, সংগঠক ও উৎসাহী কর্মীরূপে কাজ করে যান। তাঁর অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি এবং অদম্য কর্মক্ষমতার ফলে শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে কলকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের অন্তর্ভুক্তির পূর্বকাল পর্যন্ত পুস্তক প্রকাশনার কাজে কোন লক্ষণীয় শৈথিল্য দেখা যায় নি।

গ্রন্থপঞ্জী

অসমীয়া

১৮১৫

১। (Gospels of) *Matthew, Mark, Luke.*

১৮১৯

২। নিউ টেষ্টামেন্ট ১০০০ কপি।

১৮৩২

৩। *Historical Books* ১০০০ কপি।

৪। *Prophetical Books* ১০০০ কপি।

৫। *Hagiographa and Prophets* ১০০০ কপি।

আর্মেনীয়

১৮১৭

৬। *The Whole Bible.* (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে প্রকাশিত মূল সংস্করণ থেকে কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটি এই সংস্করণটি প্রকাশ করেন।)

আরবী

১৮১৭

৭। নিউ টেষ্টামেন্ট ৩০০০ কপি।

(মালয় ভাষাভাষী লোকদের ব্যবহারের জন্যে কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।)

ইংরেজী (বাংলা দ্বিভাষিক প্রকাশন সমেত)

১৮০৮-১৮১৯

৮। *Monthly Circular letters, relative to the missions in India, established by a society of Christians in England, called the "Baptist Missionary Society."*

১৮০৯

৯। *Confucius: the Works,* Containing the original text, with a translation by J. Marshman.

১০। *Dissertation on the Characters and Sound of the Chinese Language* by Joshua Marshman.

১৮১০

১১। *Brief memoirs of four Christian Hindoos, lately deceased.* "Mission House, Serampore, March, 1810".

১৮১১

১২। *Christian India; or an appeal on behalf of* 900,000 *Christians in India, who want the Bible.* by Henry Martyn.

১৩। *Account of the writings, Religion and Manners of the Hindoos including Translations from their Principal Works by William Ward,* 1st edn; 4 vols, 1811. (ওয়ার্ডের শ্রেষ্ঠ রচনা।)

১৮১২

১৪। *Christian Baptist; a sermon, preached in the Lal Bazar Chapel, Calcutta,* On Lords Day September 27, 1812, by Adoniram Judson.

১৫। *Extracts from a journal kept during a voyage from Philadelphia to Calcutta, by way of the Isles of France, on board the ship Harmony, Capt. Michael Brown, in the year* 1812. by William Jones.

১৮১৩

১৬। *A sermon preached on the Ist of August,* 1813, *in the settlement Church at Serampore, on occasion of the erection of a monument to the memory of the Lady of N. Wallich, Esq.,* by William Ward

১৮১৪

১৭। *Hortus Bengal..or A catalogue of the plant growing in the Hon'ble East India Company's Botanic Garden in Calcutta* by Dr. William Roxburgh, edited by William Carey.

(উইলিয়াম রক্সবার্গ (১৭৫১-১৮১৫) প্রখ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটস্থ শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত হন। পরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চীফ বোটানিষ্টের পদে উন্নীত হন এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। গ্রন্থটির বার পৃষ্ঠা দীর্ঘ ভূমিকা লিখেন কেরী। বইটিতে বিভিন্ন প্রকারের ৩৫০০টি গাছপালা লতা ইত্যাদির নাম স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক কেরী নিজে সংগ্রহ করেছিলেন।)

১৮১৫

১৮। *A Grammar of the Chinese Language* by the Rev. Robert Morrison
(চীনাভাষাবিদ জশুয়া মার্শম্যান বইটির মুদ্রণকার্যের তত্ত্বাবধান করেন।)

১৮১৫-১৮১৬

১৯। *A view of the history, literature and mythology of the Hindoos: including a minute description of their manners and customs, and translations from their principal works.* 2nd edition, by William Ward.

১৮১৬

২০। *Memoir relative to the progress af the translations of the sacred scriptures, in the year 1816.* by William Carey.

২১। *Hints relative to native schools, together with the outline of an institution for their extension and management* by William Carey.

১৮১৭

২২। *Smith's Jamindari Papers*...in three parts.

(গ্রামের পাঠশালার ছাত্রদের জমিদার সেরেস্তার হিসাবনিকাশ প্রণালী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বইটি রচিত হয়। বাংলার মত প্রদেশে যেখানে জনসাধারণ জমিদার অথবা ভূস্বামীর বড় বড় জমিদারী বা তালুকে বাস করত তাদের জন্য ভূমির জটিল কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা তখন অপরিহার্য ছিল।)

২৩। *Acts and regulations of the Governor-General in Council, from 1793 to 1816,* (Wanting 1794) 7. vols.

২৪। *The first and Second Catechisms in English.*

১৮১৭-২০

২৫। *The First-Third Report of the Institution for the encouragement of Native Schools in India: with a list of subscribers and benefactors* by Joshua Marshman,

১৮১৮

২৬। *Agreements, Forms of Khattoan.* (জমিদারী দলিলপত্রের নমুনা।)

২৭। *Friend of India.* (এই পত্রিকাটি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাটি ভারত ও ভারতীয় বিষয়বস্তুগুলির প্রচার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। পত্রিকাটি প্রথমে মাসিকরূপে বেরুতে থাকে কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এটি ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়। সম্পাদক জশুয়া মার্শম্যান এবং সহযোগী সম্পাদক ছিলেন উইলিয়াম কেরী এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড। এই সংবাদ পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল, "To illuminate India by including in their small monthly publication, everything......either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India." পত্রিকাটি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জশুয়া মার্শম্যানের ছেলে জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদক পদ লাভ করেন। ৫৭ বৎসর ছিল পত্রিকার আয়ুকাল এবং পরে এটি কলিকাতার Statesman পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পত্রিকাটি (মাসিক) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারেনি এবং এর প্রচারও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল।)

২৮। *Abstracts of Hindu Laws of Inheritance, Dayakram Sangrahant arrears of papers for Talabbaki.*

২৯। *Law of Inheritance, Mitakshar, pp. 236.*

(সংক্ষিপ্তানুবাদ; অনুবাদক লক্ষ্মীনারায়ণ। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইটিতে সুদ, চাকর-বাকর, চুক্তিপত্র, শপথ, গালি, ভর্ৎসনা, জুয়াখেলা, কেনা মাল ফেরতদান ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। একমাত্র লঙ্‌এর ক্যাটালগেই এই বইটির সন্ধান পাওয়া যায়।)

৩০। *A view of the History, Literature and mythology of the Hindus.* by William Ward, 2nd edn. 2 vols. 1818 (দ্বিতীয় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১৮১৮।)

৩১। *Book of Common Prayer* (Tamil) by Christian David, Serampore, Printed at the Mission Press, 1818.

১৮১৯

৩২। *Serampore copybooks and the Serampore Geography and astronomy.* (বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেন "A compendium of Geography taught by dictation." শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন যে, শ্রুতি অনুলিখনের (Dictation) মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ভূগোল, জ্যোতিষবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং নীতিশাস্ত্র অল্প আয়াসে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং তাঁরা উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন।)

৩৩। *Florq Indica* by Dr. William Roxburgh edited by Dr. William Carey and Dr. Nathaniel Wallich, vol. I, 1820 ; vol. II, 1824.

(ডাঃ ওয়ালিচ প্রথমে শ্রীরামপুরের সার্জন ছিলেন। পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ (তত্বাবধায়ক) রক্সবার্গ অবসর গ্রহণ করলে তিনি সেই পদে নিযুক্ত হন।

ফ্লোরা ইণ্ডিকা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের নিকট যথেষ্ট আদৃত হয়। তাঁরা মনে করেন যে, এটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের উপর লেখা একটি উচ্চস্তরের বই। প্রথমে ইংরাজ প্রকাশকগণ বইটি প্রকাশ করতে অসম্মতি জানায়। তখন কেরী নিজে ঝুঁকি নিয়ে শ্রীরামপুর থেকে বইটি প্রকাশ করেন। বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ—"All the new plants which he (Roxburgh) had discovered as well as those which, though previously described, he had found in India."

১৮২০

৩৪। *Statement relative to the administration of the funds entrusted to the Serampore Missionaries.* by Serampore Missionaries.

৩৫। *Fables,* by Baboo Ram Komul Sen.

১৮২২

৩৬। *Reflections on the word of God, for everyday of the year :* in two volumes. by William Ward.

১৮২৩

৩৭। *Divine grace the source of all human excellence, a sermon occasioned by the death of the late Rev. William Ward on Friday, March 7, 1823,* by J. Marshman.

১৮২৪

৪৮। *Flora Indica* by Dr. Roxburgh, vol. II, ed. by William Carey and N. Wallich.

৩৯। *Reply to Rammohun Roy's Final Appeal against the Atonement and the deity of Christ : originally published in the "Friend of India"*

৪০। *Reply of the Serampore Missionaries to the attack made on them in no. III of the Oriental Magazine.*

৪১। *Reply to the Abbe J. A. Dubois's "Letters on the state of Christianity in India."*

৪২। *The Christian spirit which is essential to the triumph of the kingdom of God.*

১৮২৫

৪৩। *Epistle to the Romans, with a commentary.*

৪৪। *An English and Burman vocabulary preceded by a concise grammar in which the Burman definitions and words are accompanied with a pronunciation in the English character, designed to stand the colloquial use of the Burman language* by G. H. Hough.

১৮২৭

৪৫। *Thoughts on propagating Christianity more effectually among the heathen. 2nd ed.*

১৮২৮

৪৬। *Memoir of the three campaigns of Major-General Sir Archibald Campbell's army in Ava.* by Henry Havelock.

৪৭। *Bengal Police Regulations, 1793 to 1823.*

১৮২৯

৪৮। *Introductory treatise on Geography, adapted to the education of Indian youth*, Compiled for the use of the Serampore Seminary by G. Nicholls.

১৮৩০

৪৯। *Abstract of Civil Regulations from 1793 to 1824.* Dewani Ain. Compiled by W. Blunt and H. Shakespeare.

৫০। *Indigo Regulations.* (নীলের আইন।)

৫১। *Revenue Regulation.* Abstract of Zamindari Ain.

৫২। *Stamp Regulations of 1829* or Ishtamp Ain.

৫৩। *A defence of the Serampore Mahratta version of the New Testament; in reply to the animadversions of an anonymous writer in the Asiatic Journal, for September 1829,* by William Greenfield.

৫৪। *Proeve eener Javansche Spraakkunst*, **Loor Gottlob Bruckner. Zendeling, by Gottlob Bruckner.**

১৮৩১

৫৫। *Civil* Regulations *from 1825 to 1830, Dewani Khalsa.*

১৮৩২

৫৬। *Flora Indica* by Dr. William Roxburgh, edited by William Carey. 2nd edition, 8vo, vols 1—3.

(বইটির প্রথম সংস্করণের অনেকদিন পরে গ্রন্থকারের পুত্রেরা বইটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত করে বিশ্ববৈজ্ঞানিক সমাজের সামনে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।)

৫৭। *Abstract of Civil Regulations, from 1824 to 1830*, Faujdari Ain.

১৮৩৪

৫৮। *Company's Charity Act.* (বাংলা শিরোনামা—কোম্পানী সনন্দ, পৃ ২৪। ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট।)

৫৯। *The application of the Roman alphabet to all the oriental languages;* **Contained in a series of papers, written by Messrs. Trevelyan, J. Prinsep, and Tytler, Rev. A. Duff, and Mr. H. T. Prinsep.**

১৮৩৭

৬০। *Miracles of the Lord Jesus Christ.*

উড়িয়া

১৮০৯

৬১। নিউ টেষ্টামেন্ট ১০০০ কপি। (বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।)

১৮১১

৬২। নিউ টেষ্টামেন্ট।

৬৩। *Prophetic Books and Hagiographa.*

প্রত্যেকটি ১০০০ কপি ছাপা হয়।

১৮১২

৬৪। *Historical Books.* ১০০০ কপি।

(*Pentateuch* ও *Psalms* এর উড়িয়া অনুবাদ)।

১৮১৫

৬৫। *Pentateuch.* ১০০০ কপি।

১৮১৯

৬৬। ওল্ড টেষ্টামেন্ট।

(বাইবেলের এই অংশটি প্রকাশিত হবার ফলে ওল্ড টেষ্টামেন্টের উড়িয়ায় ভাষান্তরণ সমাপ্ত হয়। কেরীর বাংলা বাইবেলে দ্বিতীয় সংস্করণকে অনুসরণ করে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার উড়িয়া ভাষায় বাইবেল প্রণয়ন করেন। সম্পাদনা এবং সংশোধন কার্য করেন কেরী। বইটির মুদ্রণকার্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে।)

১৮২২

৬৭। নিউ টেষ্টামেন্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ। ৪০০০ কপি।

১৮৩২

৭৮। *Pentateuch.* দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০০০ কপি।

কনৌজী

১৮২১

৭৯। নিউ টেষ্টামেন্ট (পশ্চিমী হিন্দীর কনৌজী উপভাষায়।) ১০০০ কপি।

কংকানি

১৮১৮

৭০। নিউ টেষ্টামেন্ট (মারাঠার উপভাষা কংকানি ভাষায়)। ১০০০ কপি।

১৮২১

৭১। *Pentateuch* ১০০০ কপি।

কানাড়ী

১৮১৭

৭২। *A Grammar of the Kurnata Language* by Dr. W. Carey.

(কর্ণাটক বা কানাড়ী ভাষার ব্যাকরণ)

১৮২১

৭৩। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

কাশ্মীরী

১৮২০

৭৪। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

১৮২৭

৭৭। *Pentateuch.* ১০০০ কপি।

১৮৩২

৭৮। *Historical Books.* ১০০০ কপি।

কুমায়ুনী

১৮২৪

৭৫। নিউ টেষ্টামেন্ট (কুমায়ুনী উপভাষায়)।

কোশল (আওয়াধি)

১৮২০

৩৮। *Gospel of Matthew.*

(আওয়াধি নাম পূর্ব হিন্দীর কোশল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ উপভাষায়) ১০০০ কপি।

খাসিয়া

১৮১৫-১৬

৭৯। *Matthew.*

১৮২৭

৮০। নিউ টেষ্টামেন্ট, ৫০০ কপি।

গাড়োয়াল

১৮২৭

৮১। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

গুজরাটি

১৮২০

৮২। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

চীনা

১৮০৯

৮৩। *The Work of Confucius.*

লেখক ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান। (বইটিতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। চীনা ভাষা ও চীনা বর্ণমালা সম্পর্কিত একটা তত্ত্বালোচনাও বইটির পুরোভাগে সংযুক্ত করা হয়েছে। ঐ প্রবন্ধটি একই বৎসরে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়।)

১৮১২

৮৪। *Clavis Sinica* (in Chinese).

(চৈনিক (চীনা) ভাষার ব্যাকরণ, গ্রন্থটির সঙ্গে Confucius এর Ta-Hyoh র অনুবাদ সংকলিত একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত আছে। লেখক জশুয়া মার্শম্যান।)

১৮২১

৮৫। *Gospels.* ৩০০০ কপি।

৮৬। নিউ টেষ্টামেন্ট, ৩০০০ কপি।

৮৭। ওল্ড টেষ্টামেন্ট, চার খণ্ডে সমাপ্ত; প্রতি খণ্ড ১৬০০ কপি।

১৮২৩

৮৮। *Genesis and Exodus.* দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩১০০ কপি।

জয়পুরী

১৮২৩

৮৯। *The Gospel of St. Matthew.*

এটির মুদ্রণকার্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়।

জ্যাভানিজ

১৮২৯

৯০। নিউ টেষ্টামেন্ট।

বাটাভিয়া বাইবেল সোসাইটির জন্য তর্জমা করেন ব্রাকনার। ৩০০০ কপি।

ডোগরী

১৮২৬

৯১। নিউ টেষ্টামেন্ট (ডোগরী উপভাষা) ১০০০ কপি।

তামিল

১৮১২

৯২। *The Malabar New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ..* (সেকালে মালাবারী ও তামিল উভয় ভাষাকেই অনেক ক্ষেত্রে মালাবার নামে আখ্যায়িত করা হত। এটি শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রিত সর্বপ্রথম তামিল গ্রন্থ। ত্রাংকেবার অথবা ভেপারীতে ব্যবহৃত তামিল হরফের চেয়ে এবারকার হরফগুলো ছিল যথেষ্ট উৎকৃষ্টতর। এই সংস্করণটি আমদানীকৃত বিলাতী কাগজে কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটির জন্য মুদ্রিত হয়।)

তেলেগু

১৮১২

৯৩। *A Grammar of the Telinga Language.* by William Carey. (কেরীর তেলেগু ব্যাকরণ।)

১৮১৮

৯৪। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১000 কপি।

১৮২১

৯৫। *Pentateuch.* ১000 কপি।

নেপালী

১৮২১

৯৬। নিউ টেষ্টামেন্ট (নেপালী উপভাষায়)। ১000 কপি।

পশ্‌তু

১৮১৮

৯৭। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১000 কপি।

১৮২১

৯৮। *Pentateuch.* ১00৮ কপি।

১৮৩২

৯৯। *Historical Books.* ১000 কপি।
প্রেসে দেওয়া হয়, প্রকাশের সঠিক খবর জানা নেই।

পাঞ্জাবী

১৮১২

১০০। *A Grammar of the Punjabee Language.* by William Carey.

১০০। (ক) নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

১৮১৭

১০১। *Pentateuch.* ১০০০ কপি।

(বইটিতে মুদ্রণকাল ১৮১৮ বলে নির্দেশিত আছে। কিন্তু শ্রীরামপুরের মিশন কর্তৃপক্ষ ১৮১৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই বইটি বহুপূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।)

১৮১৯

১০২। *Historical Books.* ১০০০ কপি।

১৮২১

১০৩। *Hagiographa.* ১০০০ কপি।

১৮২৬

১০৪। *Prophetical Books.* ১০০০ কপি।

পালপা (পূর্ব পাহাড়ী উপভাষা)

১৮২৭

১০৫। নিউ টেষ্টামেন্ট (পালপা—পূর্ব দেশের পাহাড়িয়া উপভাষা)। ১০০০ কপি।

ফারসী

১৮১১

১০৬। Gospels. ৫০০ কপি।

বর্মী

১৮০৯

১০৭। *A Comparative Vocabulary of the Burma, Malaya and Thai Languages.* by Dr. John Leyden.

(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজীয় বই; এটির ৫০০ কপি ছাপা হয়। গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল মালয় এবং বর্মী ভাষার একটি শব্দকোষ প্রস্তুত করা। কিন্তু পরবর্তীকালে এতে থাই অর্থসহ ইংরেজী শব্দের একটি তালিকাও সংযোজিত হয়।)

১৮১২

১০৮। *A Grammar of the Burmese Language.* by Rev. Felix Carey. লেখক উইলিয়াম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স। (ব্যাকরণখানা আনুমানিক ১৮১৪ বা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।)

১৮১৫

১০৯। *Matthew.* ২০০০ কপি।

১৮২৬

১১০। *Acts.* ৩০০০ কপি।

১১১। *Epistles of John.* ৩১০০ কপি।

১১২। *Hebrews.* ৩০০০ কপি।

১১৩। *John.* ২০০০ কপি।

১১৪। *Matthew.* দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৫০০ কপি।

বাংলা

১৮০০-১৮৩৪

১১৫। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন লেখক প্রণীত বাংলা ধর্মপুস্তিকা।
(এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শ্রীরামপুর থেকে বহু ধর্মপুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সব পুস্তকগুলির নাম বর্তমান তালিকায় উল্লেখ করা অসম্ভব। পুস্তিকার সংখ্যাধিক্য হেতু সবগুলির নাম তালিকাভুক্ত করা কিংবা তাদের বিশদ বর্ণনা দান করা সম্ভবপর নয়। ঐতিহাসিক মূল্য সম্বলিত নিম্নের তিনটি পুস্তিকার কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করব।)

(ক) রামরাম বসু কৃত 'হরকরা' বা 'গস্‌পেল মেসেঞ্জার' (Gospel Messenger) সর্বপ্রথম মুদ্রিত একশ লাইনের একটি বাংলা কবিতা। পুস্তিকাটিতে খ্রীষ্টধর্মকে সমর্থন এবং হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা হয়েছে। এটি প্রকাশের ফলে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

(খ) জ্ঞানোদয় (Gnanodaya) লেখক রামরাম বসু। (হিন্দুদের আক্রমণ করে পদ্যে লেখা অপর একটি পুস্তিকা, এটিও হিন্দু সমাজের বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করে)।

(গ) স্যামুয়েল পীয়ার্সের লেখা 'লেটার টু দি লস্করস' (Letter to the Lascars) ; অনুবাদক উইলিয়াম কেরী। (পীয়ার্স ব্যাপিষ্ট মিশন সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এটিই কেরীর অনূদিত প্রথম বাংলা পুস্তিকা।)

১৮০০

১১৬। মঙ্গল সমাচার মতীয়র রচিত।

(খৃষ্টের আগমন সম্পর্কিত ওল্ড টেষ্টামেন্ট থেকে উদ্ধৃত কতিপয় বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত বাংলা বাইবেল; ১২৫ পৃ, ৫০০ কপি।
এটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যপুস্তক। গ্রন্থটি জন টমাস, কেরী এবং রামরাম বসুর যুগ্ম প্রচেষ্টায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। বইটি মুদ্রণের জন্য কিছু হরফ পূর্বোল্লিখিত কলিকাতার কোম্পানীর প্রেসের ঢালাইখানা থেকে কেনা হয়। শ্রীরামপুর প্রেসের কাজে নিযুক্ত হয়ে পঞ্চানন কর্মকার অবশিষ্ট হরফগুলো প্রস্তুত করেন। মুদ্রণকার্য তদারক করেন ওয়ার্ড, ব্রান্‌সডন এবং কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স।)

১১৭। *Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language. 1st edition, 1801* বা কথোপকথন।

(বাংলা ভাষায় রচিত একটি মূল্যবান পুস্তক। বইটিতে সেকালের বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কথিত সংলাপের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য সংলাপের নমুনাগুলো খুব উপকারী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একশো কপি বই ক্রয় করে। বইটির সরস ও সহজ বোধ্য ভাষা পরবর্তী লেখকদের আদর্শস্বরূপ গণ্য হয়। এটি দ্বিতীয় বাংলা মুদ্রিত গদ্য পুস্তক। বইটি অন্যত্র উল্লেখিত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' এক মাস পরে প্রকাশিত হয়। এটি *Colloquies* নামেও পরিচিত ছিল। কারণ কোন কোন সংস্করণে এই বইটির আখ্যাপত্রে উক্ত শিরোনামাই দেওয়া হয়।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, সম্ভবতঃ কেরী বইটির যুগ্ম লেখক বা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচনা বা সম্পাদনার অংশ যাই হোক না কেন তবুও বইটির রচনা এবং প্রকাশনার জন্য তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখেন। অতি সাধারণ ঘটনা যেমন চাকর নিযুক্তি, ভ্রমণবৃত্তান্ত, খাবার, জীবনযাত্রা প্রণালী, প্রজাদের মধ্যে ভূমি বন্টন, হাট-বাজারে ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি এই বইটির বিষয়বস্তু ছিল। ইংরেজী ও বাংলাতে অতি স্বাভাবিক সাবলীল সংলাপের দ্বারা এগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রেভারেণ্ড জে, লংয়ের ভাষায় "বইটি এদেশীয় জীবনরীতি, চিন্তাধারা এব বাগ্‌ধারা সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেছে।")

১১৮। *A Grammar of the Bengalee Language* compiled by William Carey. 1st edition, 1801.

(বাংলায় রচিত ধর্মীয় পুস্তিকার পরিধির বাইরে কেরীর প্রথম বাংলা গ্রন্থ। হলহেডের ব্যাকরণখানির ন্যায় এটিও ইংরেজীতে লেখা। পুস্তকটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কেরী বলেন ঃ

I have made some distinctions and observations not noticed by him (Halhed) particularly on the declension of nouns and verbs and the use of participles......

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বইটির একশোখানি কপি ক্রয় করেন।)

১৮০১

১১৯। ধর্মপুস্তক (অথবা বাংলায় রচিত নিউ টেষ্টামেন্ট) প্রথম সংস্করণ, ডিমাই সাইজ, বইয়ের সংখ্যা ৮০০, তারিখ নেই।

(ইংরেজীতে ছাপা আখ্যাপত্রে মুদ্রণকাল ১৮০২ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। অনুবাদ করেন জন টমাস, উইলিয়াম কেরী, জন ফাউন্টেন এবং রামরাম বসু। সম্পাদনা করেন কেরী। এটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল। গ্রীক ভাষা থেকে অনুদিত। কেরীর জীবদ্দশাতেই বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।)

১২০। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

(রামরাম বসু-কৃত বাংলা ভাষার প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস। লেখক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্য এবং প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রামরাম বসু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন। কেরীর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে এবং কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের জন্যে তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। বইটি ১৮০১ সালেই প্রকাশিত হয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ এর একশো কপি ক্রয় করেন। দুর্বোধ্য এবং ফারসী শব্দপ্রধান বলে বইটির যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কেরীর প্রচেষ্টায় রামরাম বসু কলেজ কাউন্সিল থেকে পুস্তকটির জন্য তিনশো টাকা পুরস্কার পান। সাগরদ্বীপের সর্বশেষ রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনকাহিনীর বর্ণনা ছিল বইটির বিষয়বস্তু।)

১৮০২

১২১। *The Butrisha-Singhasan or 32 imaged throne, written in Bengali* by Mrityunjaya Vidyalankar, Ist edn. 1802; 2nd, 1808.

(এটিও একটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রারম্ভিক পাঠ্যপুস্তক। কেরীর নির্দেশে কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সংস্কৃত থেকে বাংলায় বইটি তর্জমা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ দু'শো টাকা দিয়ে লেখককে পুরস্কৃত করেন এবং প্রতি কপি দু' টাকা হিসেবে একশো কপি বই ক্রয় করেন। বইটি মুদ্রিত প্রথম বাংলা পৌরাণিক কাহিনী। এতে বত্রিশটি মূর্তি খোদিত সিংহাসনের প্রত্যেক মূর্তি-কথিত বত্রিশটি গল্প সংকলিত করা হয়েছে। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।)

১২২। হিতোপদেশ: গোলকনাথ পণ্ডিত দ্বারা সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত। ১৮০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪৭।

(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত অপর একখানি বাংলা বই। বইটির বাংলা আখ্যাপত্রের তারিখ দেখে লং তাঁর Descriptive Catalogueএ ভুল করে এটির প্রকাশকাল ১৮০১ বলে নির্দেশ করেছেন। বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খ্যাতনামা প্রাচ্যভাষাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ বলেন: The most beautiful if not the most ancient collection of apologues in the world, they are extant under various names in more than twenty languages............ সংস্কৃত বহুল হলেও ভাষা মৌলিক এবং পরিমার্জিত। কলেজ কর্তৃপক্ষ বইটির একশো কপি ক্রয় করেন।)

১২৩। লিপিমালা বা *The Bracelet of Writing*......লেখক রামরাম বসু। (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের নিমিত্ত লিখিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক। পত্র লেখার কৌশল এবং আদর্শ পত্রের চল্লিশটি নমুনা বইটিতে সন্নিহিত করা হয়েছে। ঐ পত্রগুলিতে এক রাজা অন্য রাজার নিকট, রাজা তাঁর কর্মচারীদের নিকট, পিতা পুত্রের নিকট, উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিম্নপদস্থের নিকট এবং একই মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির একে অপরকে কেমন করে মর্যাদা বজায় রেখে চিঠিপত্র লিখবেন তারই পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। বইটির ভাষা লেখকের পূর্ববর্তী রচনা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র থেকে উন্নততর এবং মাধুর্যগুণমণ্ডিত হলেও লেখক বহু ফারসী এবং ফারসীজাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একশো কপি বই ক্রয় করে। উত্তরকালে বইটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।)

১২৪। মহাভারত : মূল সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ, চার খণ্ডে সমাপ্ত। অনুবাদক কাশীরাম দাস।

(কাশীরাম দাস-অনূদিত হিন্দুদের ধর্মীয় মহাকাব্য বাংলা মহাভারত সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর অনুবাদটিই সর্বপ্রাচীন মুদ্রিত মহাভারত। এই সংস্করণটি মুদ্রণের জন্য পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী হরফ ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাননের ঐ হরফগুলো সম্পর্কে বলা হয়—The type-faces show that they were rather too faithfully modelled on calligraphic writing of manuscripts. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একশোখানি মহাভারত ক্রয় করে। উত্তরকালে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাংলা মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।)

১২৫। *Pentateuch.* (বাংলায়)।

১২৬। রামায়ণ : মূল সংস্কৃত থেকে কীর্তিবাস ওঝা এই ধর্মীয় মহাকাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

(কীর্তিবাস ওঝার রামায়ণটিই প্রথম মুদ্রিত এবং সর্বজনপ্রিয় পৌরাণিক গ্রন্থ। বইটি মুদ্রণের জন্য হরফ প্রস্তুত করেন পঞ্চানন কর্মকার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একশো কপি রামায়ণ ক্রয় করে।)

১৮০৩

১২৭। *Job to Song of Solomon* (বাংলা ভাষায়), পুস্তক সংখ্যা ৯০০।

১৮০৪

১২৮ । বাইবেল (ওল্ড টেষ্টামেন্টের কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ), ডেভিডের স্তোত্র এবং আইজায়ার ভবিষ্যদ্বাণী (বাংলা ভাষায়)। ৯০০ কপি।

১২৯ । শিরোনামা 'দাউদের গীত'।

(বাংলায় গদ্যান্তরিত ডেভিডের প্রার্থনা সঙ্গীত। এটি ওল্ড টেষ্টামেন্টের তৃতীয় খণ্ড। কিন্তু ইহা দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্বে মুদ্রিত হয়। আখ্যাপত্রে পুস্তকটির মুদ্রণকাল হল ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। বইটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বইটির একশত কপির বিনিময়ে কেরীকে ৬৮০৲ টাকা প্রদান করেন। এই ভাবে চাঁদা এবং অর্থসাহায্য দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নূতন বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহ দিত।)

১৮০৫

১৩০। *A Grammar of the Bengalee Lengaguage* by William Carey. 2nd edition.

(এইচ, এইচ, উইলসন, জি, এ, গ্রীয়ার্সন ইত্যাদি পণ্ডিতব্যক্তিদের মতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সজনীকান্ত দাস এটির প্রকাশকাল ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ বলে নির্দেশ করেন।)

১৩১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। লেখক রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। (কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বলিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বই। কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের সুহৃদ এবং মুসলমানদের বৈরী ছিলেন। বইটি সংস্কৃতানুগ সহজবোধ্য এবং পরিমার্জিত ভাষায় লেখা। মূল ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে লেখক অজস্র পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পারিশ্রমিকস্বরূপ লেখককে ১০০৲ টাকা প্রদান করে এবং একশত কপি বই ক্রয় করে।)

১৮০৬

১৩২। খৃষ্টিয়ানদের মত কি ? *An Exposition of the Teaching of Christianity.*

১৩৩। তোতা ইতিহাস, চণ্ডীচরণ মুনশী কর্তৃক মূল ফারসী থেকে অনূদিত। (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপর একটি পাঠ্যপুস্তক। বইটির ফারসী নাম "তুতিনামা" এবং মূল লেখকের নাম কাদির বখ্‌শ। কথিত আছে জনৈকা মহিলা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে তাঁর পোষা টিয়াপাখীর নিকট বসে বসে গল্প শুনতেন। তোতার বলা গল্পগুলিই তোতা ইতিহাসে সংকলিত করা হয়েছে। চণ্ডীচরণ মুনশীর এই অনুবাদগ্রন্থটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি বাংলা ভাগবত গীতারও অনুবাদক ছিলেন। চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের একজন 'Certified Teacher' বা পণ্ডিত ছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তোতা ইতিহাস অনুবাদের জন্য তাঁকে ১০০৲ টাকা প্রদান করেন এবং বইটির একশো কপি ক্রয় করেন।)

১৮০৬

১৩৪। *Dialogues intended to Facilitate the acquiring of the Bengalee Language.* 2nd edn.

১৩৫। নিউ টেষ্টামেন্ট (বাংলায়), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫০০।
(আখ্যাপত্রে ভুল করে মুদ্রণকাল ১৮০৩ বলে নির্দেশ করা হয়েছে।)

১৮০৭

১৩৬। লুক অ্যাক্ট্‌স এবং রোমান্‌স্‌ (বাংলায়)। ১০০০ সংখ্যা।

১৩৭। *The Moogdhubodha or Grammar of Vopa Deva.*

(দশম সংখ্যক *Memoir*এ পুস্তকটিকে বাংলা রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ বইটি ছিল বাংলা হরফে সংস্কৃত রচনা। প্রকাশকাল ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ।)

১৩৮। *Prophetic Books* (বাংলা ভাষায়)। ১০০০ সংখ্যক।

(আইজায়া থেকে শুরু করে মালাকাই পর্যন্ত বাইবেলে বর্ণিত সমস্ত প্রেরিত পুরুষদের জীবনকথা বইটিতে বিবৃত করা হয়েছে। আখ্যাপত্রে ভুল করে মুদ্রণকাল ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ওল্ড টেষ্টামেন্টের চতুর্থ ভাগ।)

১৮০৮

১৩৯। হিতোপদেশ *or Salutary Instruction Translated into Bengali from the original Sanskrit* by Mrityunjoy Vidyalankar. 1st edn., 1808.

(এর পূর্বে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে গোলকনাথ পণ্ডিতের অপর একটি বাংলা তর্জমা প্রকাশিত হয়।)

১৪০। রাজাবলী; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচিত একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস। (জি, এ, গ্রীয়ার্সন ভুলবশতঃ বইটির মুদ্রণকাল ১৮৩৮ বলে নির্দেশ করেন। মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবতঃ অন্য কোন ভাষায় লিখিত এই বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন। বইটিতে তৈমুর লঙ পর্যন্ত ভারতের হিন্দুযুগ এবং মুসলমান যুগের ইতিহাস বর্ণিত আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজীয় বই।)

১৮১০—১১

১৪১। গীত বা *Christian Hymns;* Chamberlain কর্তৃক।

১৮০৯

১৪২। *Historical Books* (বাংলা) ১৫০০ কপি।

(গ্রন্থটিতে ওল্ড টেষ্টামেন্টের পূর্বার্ধে উল্লেখিত মুসা, ইসরাইল প্রভৃতির কথা, ধর্মসঙ্গীত এবং ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইটির মুদ্রণকার্য নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত হয়।)

১৮১১

১৪৩। নিউ টেষ্টামেন্ট (বাংলা), তৃতীয় (ফোলিও) সংস্করণ। ১০০ কপি।

১৮১২

১৪৪। ইতিহাসমালা। (বাংলা ভাষায় একটি গল্প সংকলন।)

(সহজবোধ্য প্রাঞ্জল বাংলায় লেখা ১৫০টি গল্পের এই সংকলনটি সম্পাদন করেন কেরী। গল্পগুলি কিন্তু মোটেই ঐতিহাসিক নয়। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত শব্দের ভিড় নেই। এগুলিই বাংলা ভাষার প্রথম গল্পসংকলন। উৎকৃষ্ট হরফ ব্যবহারের ফলে মুদ্রণকার্য পূর্ববর্তী দশবৎসরের মুদ্রণ থেকে উন্নততর হয়। সম্ভবতঃ ১৮১২ সালের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে বইটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা শ্রীরামপুরে দশটি *Memoirs*এর কোথাও এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।)

১৪৫। *Pentateuch* (বাংলা) দ্বিতীয় সংস্করণ। ১০০০ কপি।

১৪৬। হিতোপদেশ (বাংলা) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ।

১৮১৫—১৬

১৪৭। *The Bengalee English Dictionary*...vol I, Ist edn. by William Carey.

(মুদ্রণে বৃহদাকারের টাইপ ব্যবহারের ফলে অভিধানটির প্রথম খণ্ডের সংস্করণ অত্যন্ত বড় ও ওজনে ভারী হয়। এতে ব্যবহারে অসুবিধা হয় যথেষ্ট। বাধ্য হয়ে প্রকাশিত হওয়ার অল্প ক'দিন পরেই কেরী অভিধানটি প্রত্যাহার করেন। অভিধানটির বৃহৎ কলেবরের কারণ দর্শাতে গিয়ে ফেলিক্স কেরী বলেন: The first letter of the alphabet, forming the Sanskrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which, were to be found in the subsequent pages.

অভিধানটির প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং দুই অংশে বিভক্ত দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলে সম্পূর্ণ অভিধানটির প্রকাশন সমাপ্ত হয়।)

১৪৮। *A Grammar of the Bengalee Language*, 3rd edn.

(অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজন ছাড়া তৃতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তু প্রায় দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ। তবে মুখবন্ধে সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়।)

১৪৯। পুরুষ পরীক্ষা (বাংলা)। লেখক হরপ্রসাদ রায়।

(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য আরেকটি বই এবং কলেজ বইটির একশোখানি কপি ক্রয় করে। গ্রন্থকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের একজন

অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। রচনাটি বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষার' বঙ্গানুবাদ এবং এটির চুয়াল্লিশটি গল্পে মানব-জীবনলীলার কথা বর্ণিত আছে।)

১৫০। জ্যোতিষ। *A Work in Astronomy.*

১৫১। লিপিধারা (বাংলা)। ১২ পৃষ্ঠা।

(বাংলা বানান শিক্ষা। বইটিতে বিভিন্ন আকারের অক্ষরের ৭৬০টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যৌগিক ব্যঞ্জনবর্ণের নমুনা দেওয়া আছে।)

১৫২। নিউ টেষ্টামেন্ট (বাংলা)। চতুর্থ সংস্করণ। ৫০০০ কপি।

১৮১৮

১৫৩। *Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language.* 3rd edn. বা কথোপকথন।

(১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কেরী—রচিত বেঙ্গলী গ্রামারের চতুর্থ সংস্করণের সঙ্গে বইটিকে সংযুক্ত করা হয়।)

১৫৪। *A Dictionary of the Bengalee Language in which the works are traced to their origin and their various meanings* Compiled by W. Carey D. D.... 2nd edn.

(১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কেরীর পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে রচিত সুপ্রসিদ্ধ অভিধানের প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশ। দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি টাইপে ছাপা হয় এবং অভিধানটির আয়তনও তদনুপাতে ক্ষুদ্রতর হয়। দ্বিতীয় খণ্ডসহ সম্পূর্ণ অভিধানটি প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের (প্রথম খণ্ড) অবিক্রীত সমস্ত কপির মুদ্রণ তারিখের উপর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ছাপ মারা হয়। ফলে পুস্তকের তালিকা প্রণয়নকারীদের জন্য সঠিক তারিখ নিরূপণে কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই সংস্করণ মুদ্রণের জন্যই কেরী এক ফাউন্ট নূতন বাংলা টাইপ করান। ডিমাই, কোয়ার্টো। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলমে (Column) লেখা, ভূমিকা সংযুক্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৬।)

১৫৫। দিগদর্শন বা *Indian Youths' Magazine*, সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। (এই মাসিক পত্রিকাটির এক সংস্করণ বাংলা-ইংরেজী ও দ্বিতীয়টি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালের পয়লা জুলাই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়।)

১৫৬। গুরুদক্ষিণা।

(১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত মথুরামোহন দত্তের একটি অনুবাদ গ্রন্থ। চাণক্যের সুপ্রসিদ্ধ পদ্যাবলী সংবলিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। বইটিতে এক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মূল ও তার বিপরীতে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।)

১৫৭। *A Grammar of the Bengalee Language* by William Carey. চতুর্থ সংস্করণ। (এটি ছিল তৃতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। চতুর্থ সংস্করণের মুদ্রণে তৃতীয় সংস্করণটির এমনি অবিকল অনুসরণ করা হয় যে ভুলক্রমে এর মুখবন্ধটিকেও তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ আখ্যা দেওয়া হয়।)

১৫৮। বিদ্যাহারাবালী (বাংলা), সংকলনকারী ফেলিক্স কেরী।

(নানা ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলন করা বাংলা বিশ্বকোষ প্রস্তুতের জন্য ফেলিক্স প্রধানতঃ ইউরোপীয় শিল্প এবং বিজ্ঞানের উপর লেখা প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতদের রচনার উপর অধিক নির্ভর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ঐসব পণ্ডিতদের রচনার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ। প্রথমে তিনশো ভারতীয় গ্রাহক এটির জন্য চাঁদা প্রেরণ করেন। প্রতি মাসে ঐ বিশ্বকোষের ৪৮ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হত এবং প্রতি খণ্ডকে পৃথক পৃথক সংখ্যাচিহ্ন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেক খণ্ডের দাম দু'টাকা।

প্রথমখণ্ডে একটি অধ্যায়ের শুধুমাত্র এনাটমীর (শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা) উপর লেখা একটি প্রবন্ধের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধটি উক্ত নামেই *Encyclopaedia Britannica*র পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি দুইভাগে বিভক্ত এবং এই দুই ভাগের বিষয়বস্তু আইনশাস্ত্র। তারপর থেকে বিশ্বকোষের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।)

১৮২১

১৫৯। হিতোপদেশ or *Salutary Instruction*। মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৬০। *Letter Writer*—পত্রধারা, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ৪৮৮। (আদর্শ পত্রের নমুনা, পত্রলিখন পদ্ধতি, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লিখিত পদ-মর্যাদানুযায়ী শিরোনামা ব্যবহার করা এবং আবেদন পত্র লিখার পদ্ধতি পুস্তকটিতে সন্নিহিত করা হয়েছে। পুস্তকশেষে চাণক্যের শ্লোক এবং শুভঙ্করী আর্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পদের ব্যক্তিদের অভিভাষণের শুভঙ্কর প্রদত্ত নমুনা এই পুস্তকটিতে পাওয়া যায়।)

১৬১। পদার্থ-কৌমুদী : কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন।

১৮১৮

১৬২। সমাচার দর্পণ বা *Mirror of Intelligence* (বাংলা ইংরেজী পাশাপাশি কলমে)। (এ সংবাদপত্রটি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয় এই মর্মে যে Now published every Wednesday and Saturday morning. This paper, the first number of which was published on 5th May, 1818, has been of incalculable use.........It proceeds through the post office for one anna or two, according to the distance প্রথম দিকে সমাচার দর্পণ বাংলাতেই প্রকাশিত হত, কিন্তু ১৮২৯ সালে এটি ইংরেজী বাংলা এই দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হয় এবং সুদীর্ঘ একুশ বৎসর কাল পর্যন্ত দ্বিভাষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি জনসমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। তবে অতি উন্নতির সময়েও পত্রিকাটির কাটতি ৪০০ কপির উর্ধে ওঠে নি।)

১৬৩। যিশুখৃষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত। তাহার ভাগ। প্রথম ইংল্যাণ্ডীয় স্বর (Svar), দ্বিতীয় Chamberlain সাহেবের রচিত। তৃতীয় বাঙ্গালী Svar।

১৬৪। *Nitibakea* বা নীতিবাক্য। (ইংরেজী ও বাংলায়) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। (বাইবেল থেকে নির্বাচিত উদাহরণ সম্বলিত নীতিশাস্ত্রের অংশের উপর লেখা একটি গ্রন্থ।)

১৮১৯

১৬৫। *Matthew and Mark.* অনুবাদক এলার্টন, ১০০০ কপি।

১৬৬। জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। A treatise on astronomy and geography. Translated from the English, 2nd edition.

১৮২০

১৬৭। ফেলিক্স কেরীর 'বৃটিশ দেশীয় বিবরণ'। ফেলিক্স এই বইটি রচনার সময় *Goldsmith's An Abridgement of the History of England upto the Peace of Amiens, 1802,* বইটি থেকে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেন।

(গ্রন্থটিতে পারিভাষিক এবং কঠিন শব্দের একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়। ঐ শব্দগুলোর কোন কোনটির বাংলা তর্জমা মূল ইংরাজী শব্দ থেকেও দুর্বোধ্য।)

১৮২১

১৬৮। যাত্রীদের অগ্রসরণ বিবরণ অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোক গমন বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগ (দুই ভাগে বিভক্ত)।

(জন বানিয়ানের Pilgrim's Progress এর বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক ফেলিক্স কেরী।)

১৬৯। *Pentateuch.* ১০০০ কপি।

১৭০। *Pentateuch.* দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪০০০ কপি।

১৮২৪

১৭১। *Matthew and Mark.* ৬০০০ কপি।

১৮২৫

১৭২। *A Dictionary of the Bengalee Language......compiled by the Rev. Dr. Carey. Second Edition. Serampore, 1825.* দুই খণ্ডে সমাপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি ভাগ আছে। সম্পূর্ণ অভিধানটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পাশাপাশি কলমে ছাপা।

(১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২য় খণ্ড প্রকাশকালে প্রথম খণ্ডের সমস্ত অবিক্রীত কপির প্রকাশকাল বদলিয়ে ১৮২৫ করা হয়। অভিধানটির উভয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮২৫ বলে ধরা হয়। তাছাড়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি।)

অভিধানের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, পাশাপাশি দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫+৩১+৫৭৬; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪৪, প্রথম ভাগে ১+৭৯০ এবং দ্বিতীয় ভাগে ৭৯১-১৫৪৪। অভিধানটিতে ধাতুমূল, শব্দমূল ইত্যাদি সংযোজিত আছে।

অভিধানে সন্নিহিত শব্দ সংখ্যা ৮৫,০০০। গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেরী বলেন, "The want of a Dictionary of the Bengalee Language has been long felt especially by the students in the College of Fort William." ফোর্ট উইলিয়াম ১০০ কপি অভিধান ক্রয় করে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত সরল, সাধারণ এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত বাংলা বইয়ে ব্যবহৃত যৌগিক শব্দ কেরীর অভিধানে স্থান পেয়েছে। অভিধান সঙ্কলনের ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ উর্দু ও পারসী পণ্ডিত ডাঃ গিলক্রিষ্ট, ডাঃ হান্টার এবং মিঃ হেনরী পিটস্ ফরষ্টারের গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেন বলে কেরী তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ফরষ্টারের ইংরাজী বাংলা অভিধান *A Vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa* নামে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কেরীর সম্পূর্ণ অভিধানের প্রকাশকালীন মূল্য ছিল ১২০৲ টাকা, পরে মূল্য কমিয়ে ১০০৲ টাকা করা হয়।

মোহন প্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হফটন প্রভৃতি পরবর্তীকালের বাংলা অভিধান প্রণয়নকারীগণের রচনা প্রধানতঃ কেরীর অভিধানভিত্তিক। রেভারেণ্ড জে, লং এই অভিমত স্বীকার করেন না।

তিনি তাঁর *Descriptive Catalogue*এ বলেন যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হফটনের বাংলা অভিধান কেরী রচিত অভিধানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

১৭। *Pentateuch and Historical Books.* ৪০০০ কপি।

১৮২৭

১৭৪। *A Dictionary of the Bengalee Laguage......abridged from Dr. Carey. Quarto Dictionary.*

অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে জে, সি, মার্শম্যান কৃত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্তসার স্থান পেয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ড, ১৮২৭।

(কেরীর অভিধানের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি প্রস্তুত করেন জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ৫৩১ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট অভিধানের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে অভিধানটির আরো সংস্করণ প্রকাশিত হয়)

১৮২৮

১৭৫। *Ain......*দ্বিতীয় মুদ্রণ।

১৭৬। *A Dictionary of the Bengalee Language......abridged from Dr. Carey's Quarto Dictionary. In two volumes. The second is a Dictionary English-Bengali*, Compiled by J. C. Marshman. vol, II. 1828.

(জন ক্লার্ক মার্শম্যান কৃত কেরীর ডিকসনারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪০ পৃষ্ঠায় ২৫, ০০০ শব্দ আছে। প্রকাশকাল ১৮২৮। পরবর্তী সংস্করণও আছে।)

১৭৭। *Matthew.* ৪০০০ কপি।

১৮২৯

১৭৮। *Mark.* ৪০০০ কপি।

১৭৯। সদগুণ ও বীর্য্য।

(সততা ও সাহসিকতার কাহিনী। কাহিনীগুলো গ্রীস, আফ্রিকা, রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সর্বমোট ৯৫টি গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পেরই প্রতিপাদ্য বিষয়, সততা, সাধুতা ও সৎসাহসের বর্ণনা। লং বইটিকে "an excellent work" বলে অভিহিত করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ৫০টি বই খরিদ করে। লং মনে করেন যে বইটি জে, মার্শম্যান রচিত।)

১৮২৯

১৮০। রামায়ণ। 2nd ed. by Kritti-Bas, translated into Bengali.

১৮৩০

১৮১। কবিতা রত্নাকর, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৩০।

১৮৩১

১৮২। *History of India* বা ভারতবর্ষের ইতিহাস। J. Marshman, 2 vols. (ইংরাজদের ভারত আগমন থেকে মারকুইস অব হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত বিবরণ। স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত। মুদ্রণকালীন মূল্য আট টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে দাম কমিয়ে দু'টাকা করা হয়।)

১৮৩২

১৮৩। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১২ খণ্ড, (প্রেসে ছিল) ১০০০ কপি।

১৮৪। নিউ টেষ্টামেন্ট ৮ খণ্ড, ২০০০ কপি।

১৮৫। নিউ টেষ্টামেন্ট অষ্টম সংস্করণ, ৮ খণ্ড, ৫০০০ কপি।

১১৬। ওলড টেষ্টামেন্ট, বৃহৎ ৮ খণ্ড, ১০০০ কপি।

১৮৭। *Psalms* (স্তবগান) ১২ খণ্ড, ১০০০ কপি।

১৮৮। প্রবোধ চন্দ্রিকা—লেখক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কর।

(এই বইটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য রচনা করা হয়। বইটিতে মেছুনির ভাষা থেকে সাহিত্যিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের রীতিশাস্ত্র সম্মত অলঙ্কার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের জ্ঞান ও তার সুবিধা অসুবিধা, ব্যাকরণের বিশেষত্ব, ভারতীয় ভাষা, অলঙ্কার, গদ্য, ধাঁধাঁ ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি।)

১৮৩২

১৮৯। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। শব্দ কল্পলতিকা। A Classified Vocabulary of Sanskrit and Bengali.

১৮৩৩

১৯০। পুরব্রিত্তের সংক্ষেপে বিবরণ। Brief Survey of History. pt. I. from the creation to the beginning of the Christian era translated by John C. Marshman, English and Bengali.

১৮৩3

১৯১। চন্দ্রমঞ্জরী, গোপাল তর্কালঙ্কার। (একটি ব্যাকরণ বই)

১৯২। *A Dictionary of English and Bengali translated from Todd's edition of Johnson's English Dictionary in two volumes.* By Ramcomul Sen, Native Secretary to the Asiatic & Agricultural Horticultural Societies 2 vols. 1824

(কলকাতার এগ্রিকালচারাল ও হরটিকালচারাল সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক রামকমল সেন ছিলেন বহু গুণে গুণী। অভিধানটির প্রথম খণ্ডে ৫৪২ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৬০ পৃষ্ঠা আছে। লং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে অভিধানে ৫৮,০০০ ইংরেজী শব্দের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। অভিধানটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "A perfect chaos of materials for future lexicographers." ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রত্যেকটি ৫০ টাকা হিসেবে একশোটি অভিধান ক্রয় করে।

১৯৩। কিমিয়া বিদ্যার সার or *Principles of Chemisty.* John Mack এর লিখিত ইংরিজি পুস্তকের অনুবাদ।)

বিকানেরী

১৮২০

১৯। নিউ টেষ্টামেন্ট (রাজপুতানার বিকানেরী ভাষায়) ১০০০ কপি।

বেলুচী

১৮১৫

১৯৫। *The Gospel.* ১০০০ কপি।

ব্রজভাষা (পশ্চিমী হিন্দীর উপভাষা।)

১৮২১

১৯৬। *The Gospels.* ১০০০ কপি।

১৮২৭

১৯৭। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

ভাটনেরী

১৮২৬

১৯৮। নিউ টেষ্টামেন্ট (দক্ষিণ পাঞ্জাবের সঙ্কর ভাষা ভাটনেরীতে) ১০০০ কপি।

ভাগেলী

১৮১৮

১৯৯। নিউ টেষ্টামেন্ট, (পূর্ব হিন্দীর ভাগেলী উপভাষায়) ১০০০ কপি।

ভুটিয়া

১৮২৬

২০০। *A Dictionary and Grammar of the Bhotanta or Boutan Language.* (The Bhotia Language or Bhutan or Lhoki), by the Rev. F. C. Gothelf Schroeter. Edited by J. C. Marshman and W. Carey.

মাগধী (বিহারী উপভাষা)

১৮২৬

২০১। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

মণিপুরী

১৮২৭

২০২। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

মারওয়াড়ী (রাজস্থানের উপভাষা)

১৮২৯

২০৩। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

মারাঠী

১৮০৫

২০৪। *A Grammar of the Mahratta Language, to which are added dialogues in familiar subjects* by William Carey.
(এ রকম অনুমিত হয় যে এটিই দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মারাঠী বই। বইটির মুখবন্ধে কেরী বলেন: Grammar of this language was indeed, written many years ago in the Portuguese tongue...)

২০৫। *A Dictionary of the Mahratta Language* by William Carey,
(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপর একটি বই। ইউরোপীয়ানদের ভারতীয় ভাষা শিখতে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি লেখা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মারাঠী ভাষার শিক্ষক পণ্ডিত বিদ্যানাথ কেরীকে বইটি সংকলন করতে সাহায্য করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ একশো কপি বই ক্রয় করেন।)

১৮১১

২০৬। নিউ টেষ্টামেন্ট, ১০০০ কপি।

১৮১২

২০৭। *Pentateuch,* ১০০০ কপি।

২০৮। *Simhasana Battisi*, বৈজনাথ শর্মা কর্তৃক অনুদিত।
(গ্রন্থটি মারাঠী ভাষায় লিখিত, বিষয়বস্তু বর্তমান তালিকাভুক্ত বাংলা বত্রিশ সিংহাসন গ্রন্থের অনুরূপ।)

১৮১৫-১৬

২০৯। *Historical Books*, ১০০০ কপি।

১৮১৮

২১০। *Hagiographa*, ১০০০ কপি।

১৮১৯

২১১। *Prophetical Books*, ১০০০ কপি।

১৮২২

২১২। *Gospels*, দ্বিতীয় সংস্করণ ১০০০ কপি।

১৮২৩

২১৩। *Acts to Revelations*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০০০ কপি।

মালদ্বীপ

১৮১২

২১৪। The Gospels; (মালদ্বীপের ভাষায় অনূদিত) এই ভাষায় হরফ ঢালাইএর প্রথম প্রচেষ্টা এ সময়েই করা হয়। এরপর এ ভাষায় হরফ ঢালাই বিদ্যায় আর কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি।

মালবী (বা উজ্জয়নী রাজস্থানী উপভাষা)

১৮২৬

২১৫। নিউ টেষ্টামেন্ট।

মালয়

১৮০৯

২১৬। গ্রন্থপঞ্জী বর্মী ১৮০৯ দেখুন।

১৮১২

২১৭। গ্রন্থপঞ্জী বর্মী ১৮১৫ দেখুন।

১৮১৪

২১৮। নিউ টেষ্টামেন্ট। (মালয় ভাষা)

(১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলকে ভিত্তি করে কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোইাইটির জন্য রোমান হরফে ৩০০০ কপি বাইবেল ছাপা হয়। আম্বয়নার স্থানীয় খৃষ্টানদের ব্যবহারের জন্য বাইবেলটি প্রকাশ করা হয়।)

১৮১৭

২১৯। *The Whole Bible.* রোমান হরফে মুদ্রিত। ৩০০০ কপি। কোয়ার্টো সাইজ। কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটির উদ্যোগে।

১৮১৯

২২০। *Matthew.* রোমান টাইপে ছাপা, ৫০০ কপি।

১৮২০

২২১। *Matthew.* আরবী টাইপে মুদ্রিত। ১০০০ কপি।

১৮২১

২২২। সম্পূর্ণ বাইবেল (আরবী হরফে ছাপা মালয়ী ভাষায়)।

(বাইবেলটি রচনার পেছনে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী জড়িয়ে আছে। প্রথমে সিংহলের ওলন্দাজ সরকার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ভাষায় বাইবেলটি প্রকাশ করেন। কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটিও বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই ব্যাপক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা আলোচ্য বাইবেলটিকে ছাপার জন্য আরবী হরফ নির্বাচন করেন। তবে আরবী ভাষাতে বাইবেল তর্জমা করার সময় তর্জমাকারীগণ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। যথা (১) ওলন্দাজ বাইবেলের ত্রুটিপূর্ণ বিষয়বস্তু; (২) যথেষ্ট সংখ্যক অভিজ্ঞ প্রুফ রীডারের (প্রুফ সংশোধকের) অভাব; (৩) আরবী শব্দব্যবহার-সমস্যা ইত্যাদি। এসব অসুবিধাকে দূরীভূত করে বাইবেলটিকে সুষ্ঠু ও নিখুঁত রূপ প্রদানের জন্য পেনাঙের পাদ্রী মেজর মেকিন্‌স এবং রেভারেণ্ড আর, এস, হাচিংসকে বাইবেলটি সংশোধন করার ভার দেওয়া হয়। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের অন্তভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের আদিপর্ব দুইভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের আকার কোয়ার্টো এবং এর সঙ্গে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত অন্তপর্বের পুনর্মুদ্রণ সংযোজিত ছিল। দ্বিতীয় ভাগটির আকার নিউ টেষ্টামেন্টের ন্যায় অক্টেভো।)

মেবারী বা উদয়পুরী

১৮১৫-১৬

২২৩। *The Gospel of St. Matthew* (রাজপুতানার উদয়পুরী নামক মেওয়ারী উপভাষায় লেখা। সম্ভবতঃ ১০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল।)

লাহ্ণ্ডা বা মুলতানী

১৮১৯

২২৪। নিউ টেষ্টামেন্ট (পশ্চিম পাঞ্জাবীর লাহণ্ডা ভাষায় রচিত; এই ভাষা, উর্দ্দু এবং মুলতানী ভাষা বলে পরিচিত। ১০০০ কপি।)

সংস্কৃত

১৮০৪

২২৫। *A Grammar of the Sungskrit Language composed from the works of the most esteemed grammarians to which are added examples for the exercise of the student and a complete list of the dhatoos or roots* by William Carey. পরবর্তী সংস্করণ ১৮০৬ ও ১৮০৮।

(সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত প্রথম ব্যাকরণ। দেবনাগরীতে ব্যাখ্যাসহ বইটি প্রধানতঃ ইংরাজীতেই লেখা। ধাতুর অথবা শব্দমূলের তালিকা-সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট বইটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। কেরী মার্কুইস অফ্ ওয়েলেসলীর নামে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত এই পুস্তকটি উৎসর্গীকৃত করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।)

ব্যাকরণটির প্রথম তিনটি অধ্যায় পুস্তকাকারে শ্রীরামপুরের মিনার্ভা প্রেস থেকে ১৮০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁকে বইটি রচনায় সাহায্য করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতি। সম্পূর্ণ বইটির প্রণয়ন কার্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়ে ঐ বছরেই প্রকাশিত হয়।

২২৬। *The Ramayan of Valmeeki.* (মূল সংস্কৃতের সঙ্গে কেরী ও জশুয়া মার্শম্যান একটি গদ্যান্তরিত অনুবাদ এবং প্রয়োজনীয় টীকা যোজনা করেন। প্রথম খণ্ড বইটি তৎকালীন বড়লাট স্যার জর্জ বার্লোর নামে উৎসর্গ করা হয়।)

১৮০৮

২২৭। *A Grammar of the Sungskrit Language*.....by Dr. William Carey. 2nd edition.

২২৮। *Cosha, or Dictionary of the Sungskrit Language by Amera Sinha, with an English Interpretation and annotations.* by H. T. Colebrooke Esqr, 1st edition, 1808.

(ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত অপর একটি বই। কেরীর সহায়তায় কোলব্রুক বইটির কাজ সমাপ্ত করেন। এই অভিধানটি সম্পর্কে লর্ড বলেন, "The Johnson of Bengali composed 1,000 year ago by a Buddhist." অভিধানটিতে বিষয়বস্তু অনুযায়ী শব্দগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শব্দার্থ সংগ্রহের সহায়ক। ইংরাজীতে ব্যাখ্যা সম্বলিত ও পাঠ্যাংশ উপলব্ধির জন্য টীকা সংযুক্ত করা হয়েছিল।)

২২৯। নিউ টেষ্টামেন্ট, ৬০০ কপি।

২৩০। *Ramayana.* Vol. II (সংস্কৃত অনুবাদ)

(বইটিতে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম অর্দ্ধাংশ বর্ণনা করা হয়েছে।)

২৩১। *Sankhya Pravuchuna Bhashya* (in Sanskrit). The Doctrines of the Sankhya School of Philosophy. (in the Deva Nagari character)

(এতে সাঙ্খ্যদর্শনের নীতিগুলি বিবৃত করা হয়েছে। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা। প্রথম সংস্করণের কোন বই পাওয়া যায় নি। সজনীকান্ত দাস মনে করেন যে বইটি কখনই সমাপ্ত হয় নি। এইচ, এইচ, উইলসন বলেন যে, কেরী সাংখ্য প্রবন্ধগুলো শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপার জন্য সম্পূর্ণ করেছিলেন।)

২৩২। গোলাধ্য (সংস্কৃত অনূদিত)

(ভূগোল সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধের কথা দশম Memoirএ ঘোষণা করা হয়। গ্রীয়ার্সনের মতে সম্ভবতঃ বইটী ছিল ভাস্কর-রচিত প্রসিদ্ধ গোলাধ্যের অন্যতম সংস্করণ।)

১৮০৯

২৩৩। নিউ টেষ্টামেন্ট।

(এই গ্রন্থের সংকলনকার্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কেরীকে সাহায্য করেন।)

১৮১০

২৩৪। রামায়ণ। তৃতীয় খণ্ড।

(গ্রন্থটিতে অযোধ্যাকাণ্ডের শেষাংশ সংযোজিত হয়েছে।)

১৮১১

২৩৫। ঈশ্বরস্য সর্ববাক্যম।

(ওল্ড টেষ্টামেন্টের Deuteronomy Esther অংশের মূল হিব্রু থেকে সংস্কৃতানুবাদ। সম্ভবতঃ সংস্কৃতে বাইবেল প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা।)

২৩৬। *Pentateuch.* ১০০০ কপি।

১৮১৫

২৩৭। *Historical Books.* ১০০০ কপি।

১৮১৮

২৩৮। *Hagiographa.* ১০০০ কপি।

(গ্রন্থপঞ্জিকাকার জন মার্ডকের মতে এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সংস্কৃতে সম্পূর্ণ বাইবেল অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়।)

২৩৯। *Prophetical Books.* ১০০০ কপি।

১৮২৫

২৪০। কবিতা রত্নাকর (অথবা এদেশীয় জনসাধারণের আলাপচারীতে প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যের সংকলন। বাক্যগুলোর বঙ্গানুবাদসহ সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা

হয়েছে। সংকলনকারী বাবু নীলরতন হালদার। প্রথম সংস্করণ, ১৮২৫।)

২৪১। *Kosha or Dictionary of the Sungskrita Language by Umura Singha, with an English interpretation and annotations* **by H. T.** Colebrooke, Esqr. 2nd edn, 1825.

(লেখক অমর সিংহ। সংস্কৃত শব্দগুলিকে ইংরেজীতে সটীক ভাষান্তরিত করেন এইচ, টি, কোলব্রুক। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮২৫।)

১৮৩৪-৩৫

২৪২। *Astabimsati Tattatavanee.* by Raghunandan Bhattacharyya.

২৪৩। *Khrista Bibarananirta.* The story of Christ in Bengali verse by Serampore Missionaries.

১৮২৬

২৪৪। *Bible to Kings.*

সিন্ধী

১৮২৫

২৪৫। *The Gospel of St. Matthew.* আনুমানিক মুদ্রিত সংখ্যা ১০০০ কপি।

সিংহলী

১৮১২

২৪৬। নিউ টেষ্টামেন্ট।

(শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস বিলাতী কাগজে কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটির জন্য ২০০০ কপি বাইবেল ছাপান। প্রকৃতপক্ষে এ বইটি পুনর্মুদ্রণ বিশেষ। মূল ডাচ (ওলন্দাজ) ভাষায় ১৭৭১-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাইবেলটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ সম্পাদনা করেন বিভিন্ন ব্যক্তি; যথা:—(1) *Acts*; (2) *Romans to Revelation* অংশ সম্পাদনা করেন যথাক্রমে S. Cat ও H. Philips এবং (3) ওলন্দাজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কলম্বো থেকে প্রকাশিত চারটি গসপেলের অনুবাদের সংশোধন করেন H. Philips এবং J. J. Fybrans। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বাইবেলখানা উপহারস্বরূপ কলম্বো অক্সিলিয়ারী সোসাইটিকে প্রেরণ করা হয়।)

হরওতী

১৮২১

২৪৭। নিউ টেষ্টামেন্ট (রাজস্থানের হরওতী উপভাষায়) ১০০০ কপি।

হিন্দী

১৮১১

২৪৮। নিউ টেষ্টামেন্ট (আখ্যাপত্রানুযায়ী বইটির ভাষা হিন্দুস্থানী এবং *Memoirs* গ্রন্থানুযায়ী হিন্দী। কেরী অনেক ক্ষেত্রেই উর্দু বা হিন্দুস্তানীকে হিন্দী নামে অভিহিত করেছেন।)

১৮১২

২৪৯। নিউ টেষ্টামেন্ট, ৪000 কপি।

২৫০। *Pentateuch.* ১000 কপি।

২৫১। *Historical Books*; ১000 কপি।

১৮১৫-১৬

২৫২। *Hagiographa* ; ১000 কপি।

১৮১৮

২৫৩। *Prophetical Books.* ১000 কপি।

১৮২৩

২৫৪। *Acts to I. Corinthians.* চেম্বারলেনের অনুবাদ ১000 কপি।

১৮২৪

২৫৫। *Gospels.* কেইথী ভাষায়, চেম্বারলেনকৃত অনুবাদ, ১000 কপি।

১৮২৪

২৫৬। *Gospels.* তর্জমা করেন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী জে, টি, টমসন। প্রত্যেক খণ্ডের ৪000 কপি ছাপা হয়।

১৮২৮

২৫৭। ওল্ড টেষ্টামেন্ট অথবা গীতেন হামারে প্রভু। অনুবাদক টমসন। (শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী টমসন কর্তৃক বাইবেলের হিন্দী অনুবাদ)

হিন্দুস্তানী

১৮১২

২৫৮। *Gospel and Acts.* অতিরিক্ত মুদ্রণ। ৩000 কপি।

২৫৯। নিউ টেষ্টামেন্ট (হিন্দুস্তানী অর্থাৎ উর্দু) কলিকাতা অক্সিলিয়ারী সোসাইটির জন্য বাইবেলটি অনুবাদ করেন এইচ, মার্টিন। ২000 কপি।

বিবিধ

১৮২৬

২৬০। বহুকর্শন—নীলরতন হালদার।

(ইংরেজী, লাটিন, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী এবং আরবী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ।)

১৮৩২

২৬১। *Munsifs and Amins' Guide Book,* মুন্‌সিফ পথ প্রদর্শক। (দেওয়ানী আদালত এবং রেভেনিউ বিষয়ক সমুদয় আইন এই গ্রন্থে সংকলিত করা হয়)

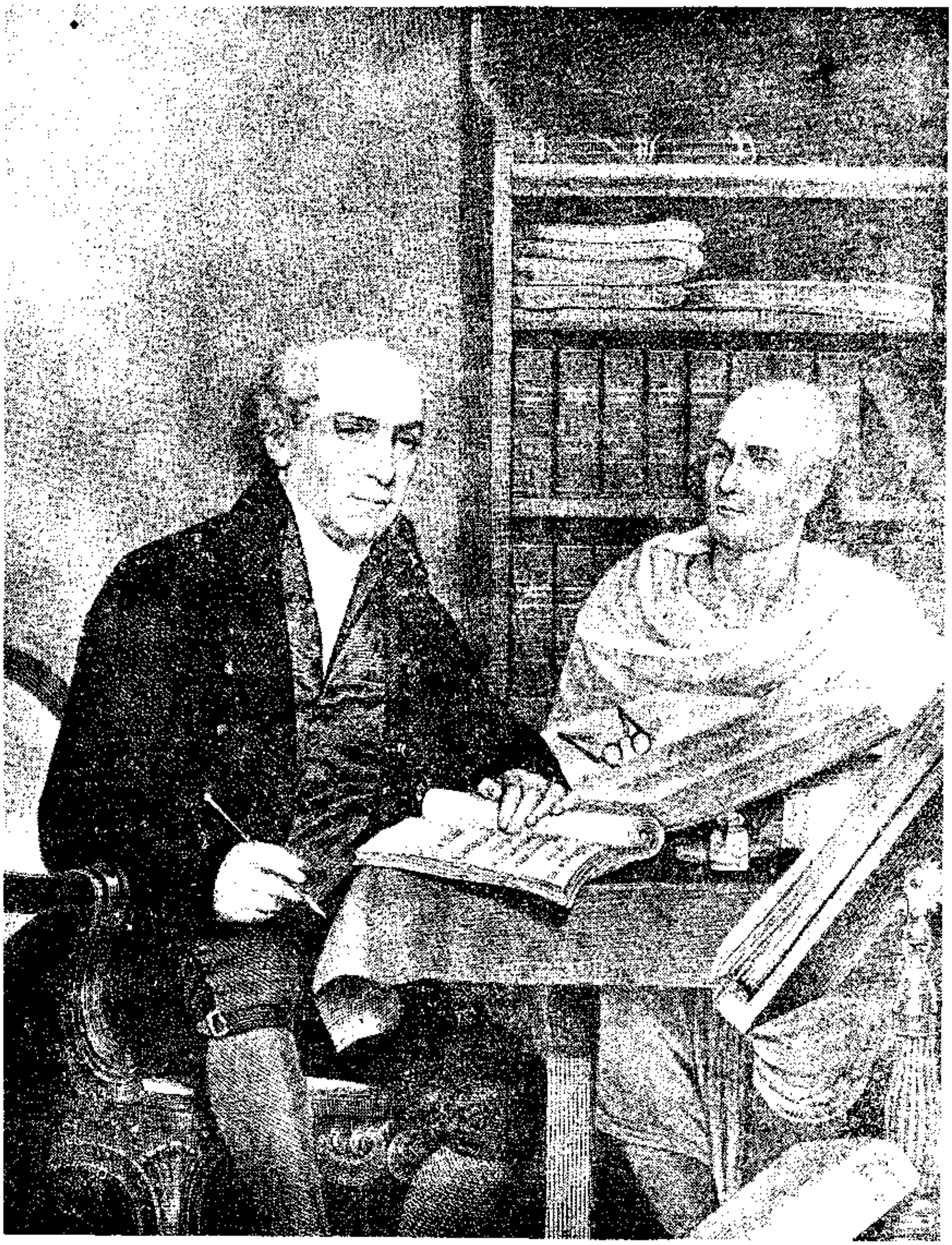

উইলিয়াম কেরী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

(কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের সৌজন্যে)

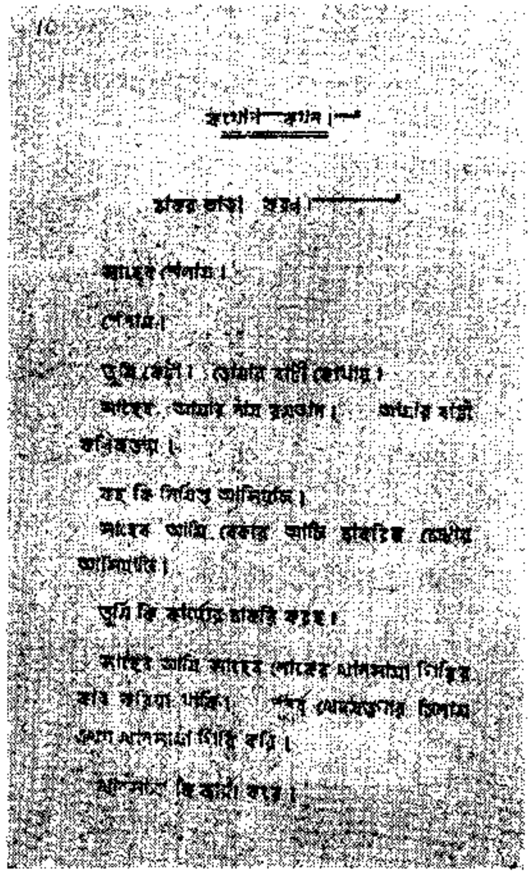

সাহেব সেলাম।

সেলাম।

তুমি কেটা। তোমার বাটী কোথায়।

তুমি কি কার্য্যের চাকরি করহ।

'কথোপকথনে'র একটি পৃষ্ঠা

(লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের সৌজন্যে)

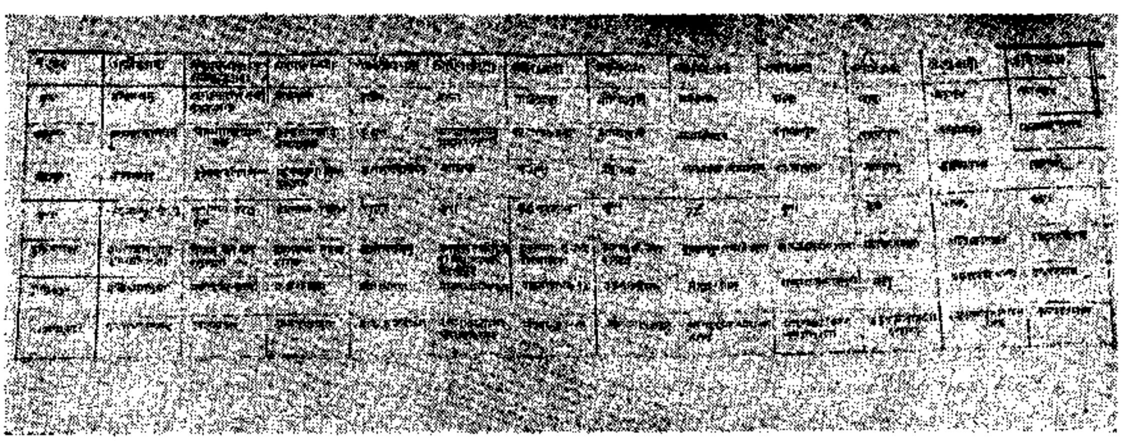

কেরীর স্বহস্তলিখিত বহুভাষিক অভিধানের (Polyglot Dictionary) একটি পৃষ্ঠা।

(শ্রীরামপুর কলেজের সৌজন্যে)

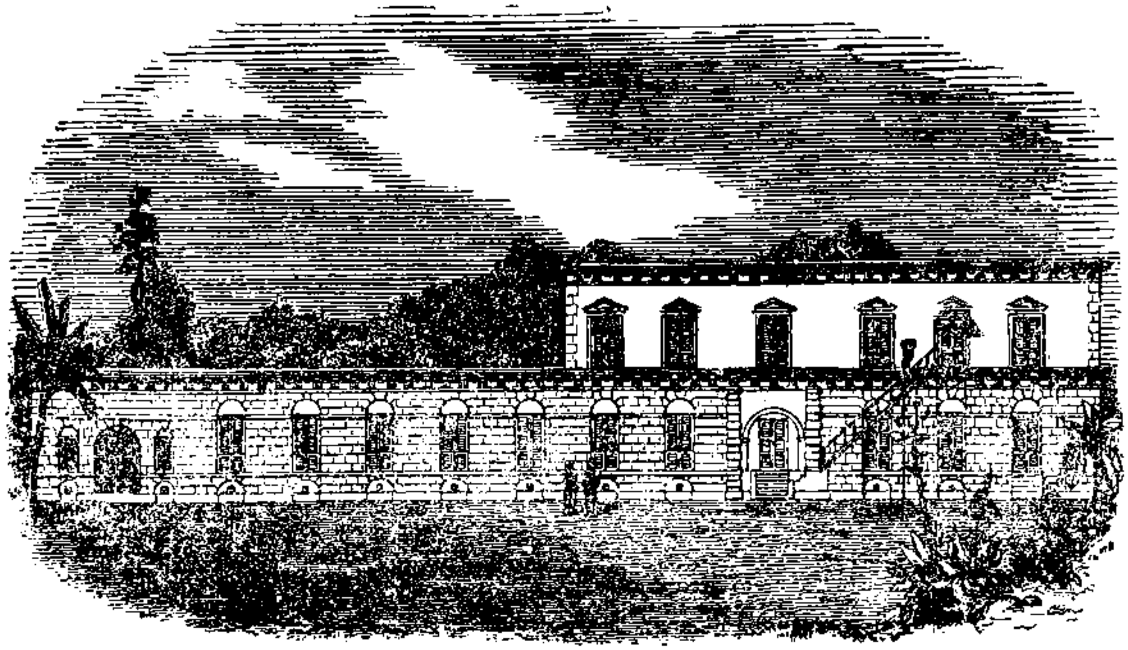

কলিকাতার ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস ভবন। ১৮৩৭ সাল হতে এঁরা শ্রীরামপুর প্রেসের কাজ হাতে নেন।

(কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের সৌজন্যে)

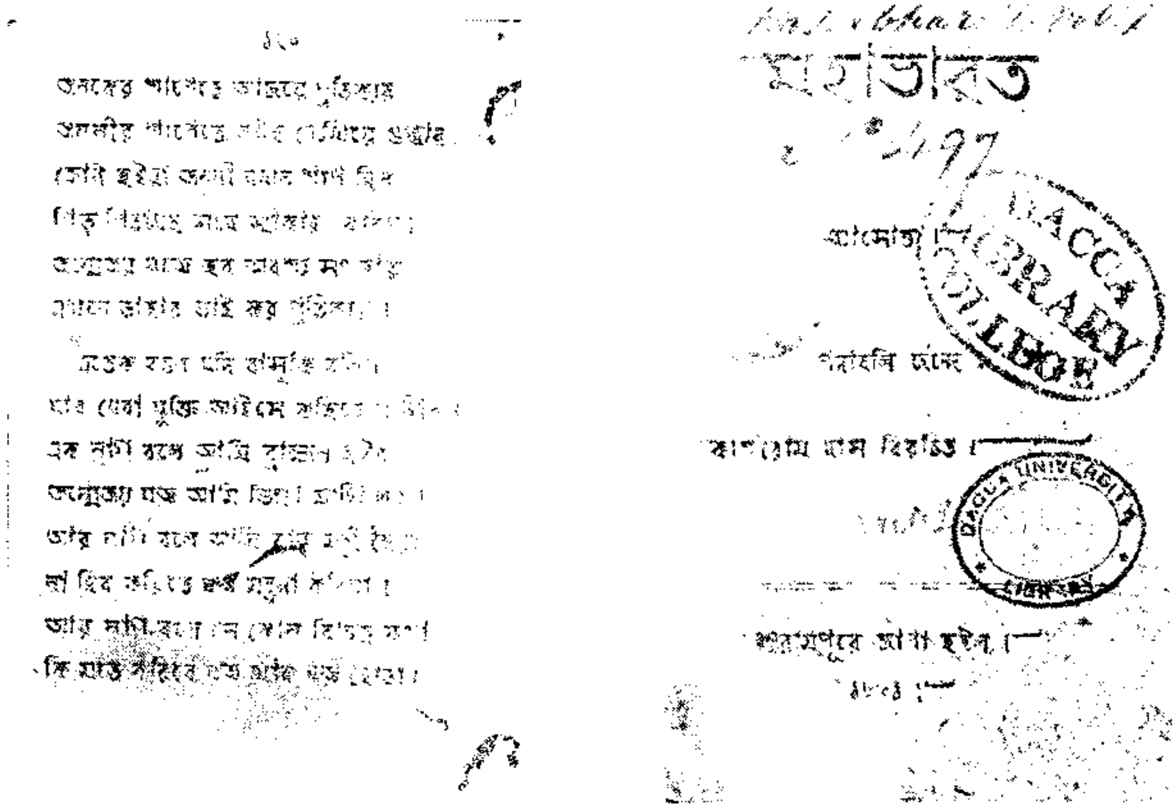

মহাভারত

পঞ্চানন কর্মকারের কাটা হরফে ছাপা 'মহাভারতে'র আখ্যাপত্র ও আরেকটি পৃষ্ঠা।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

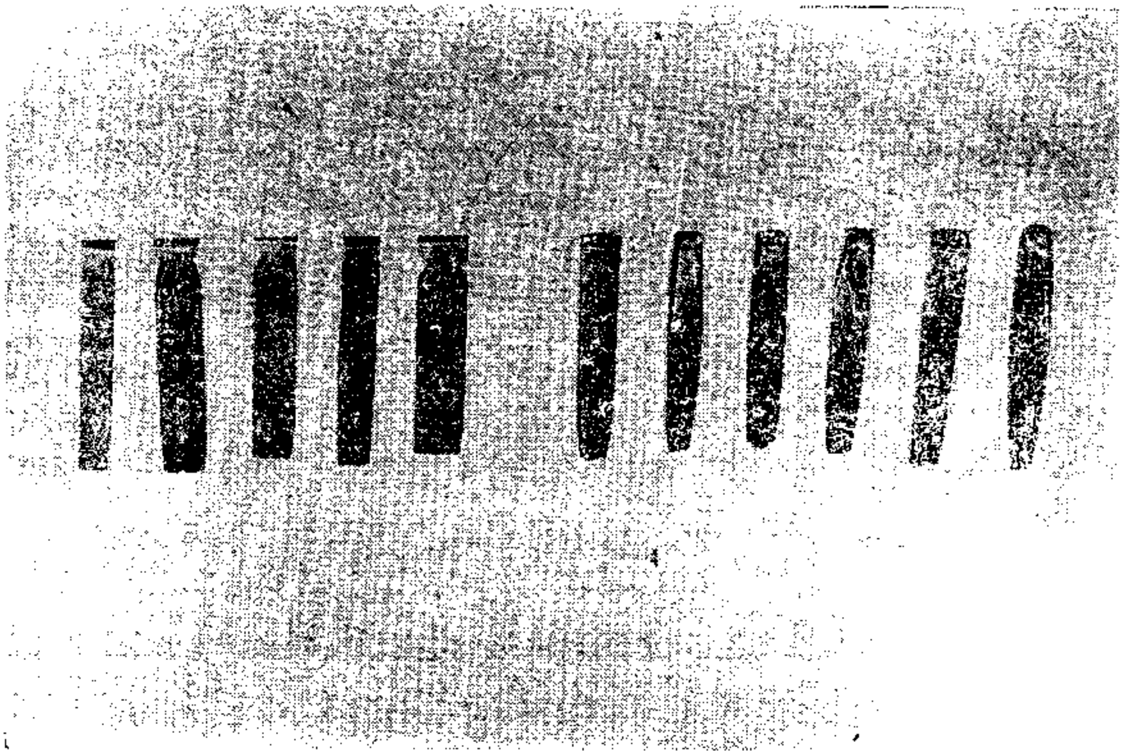

পঞ্চাননের সাগরেদ মনোহর-নির্মিত হরফ ঢালাইয়ের পাঞ্চ।

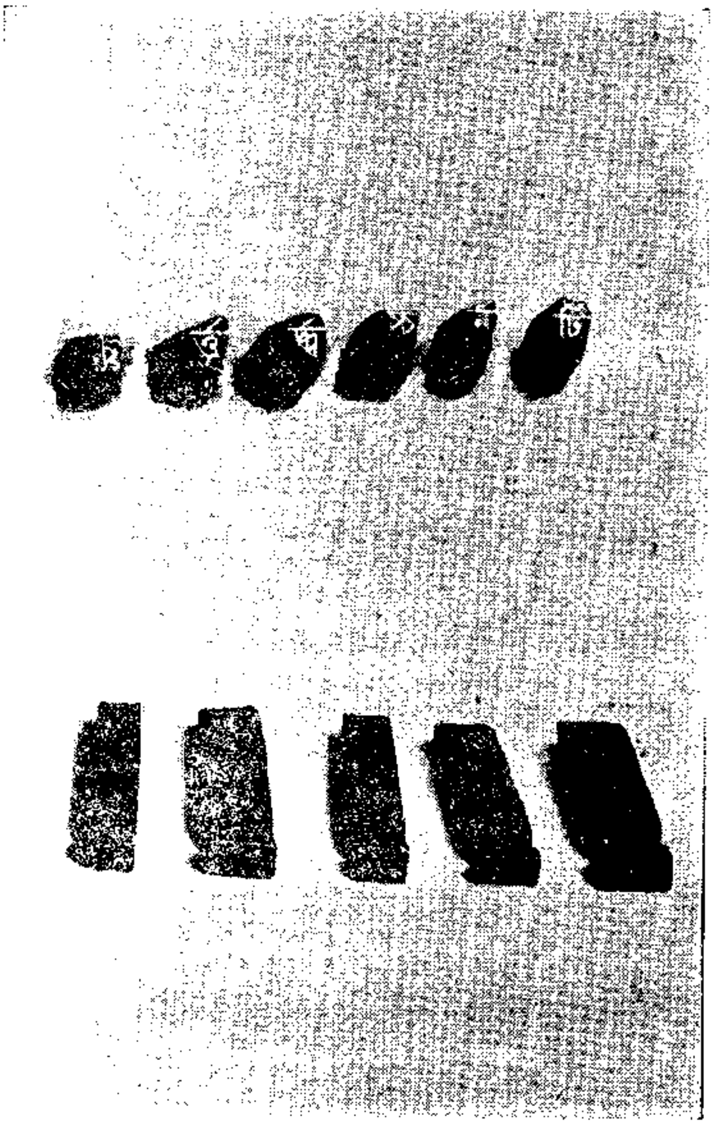

মনোহরের কাটা অক্ষর ও ছাঁচ।

(উপরের ছবি দুইটি বর্তমান প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত আলোকচিত্র। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের সৌজন্যে)

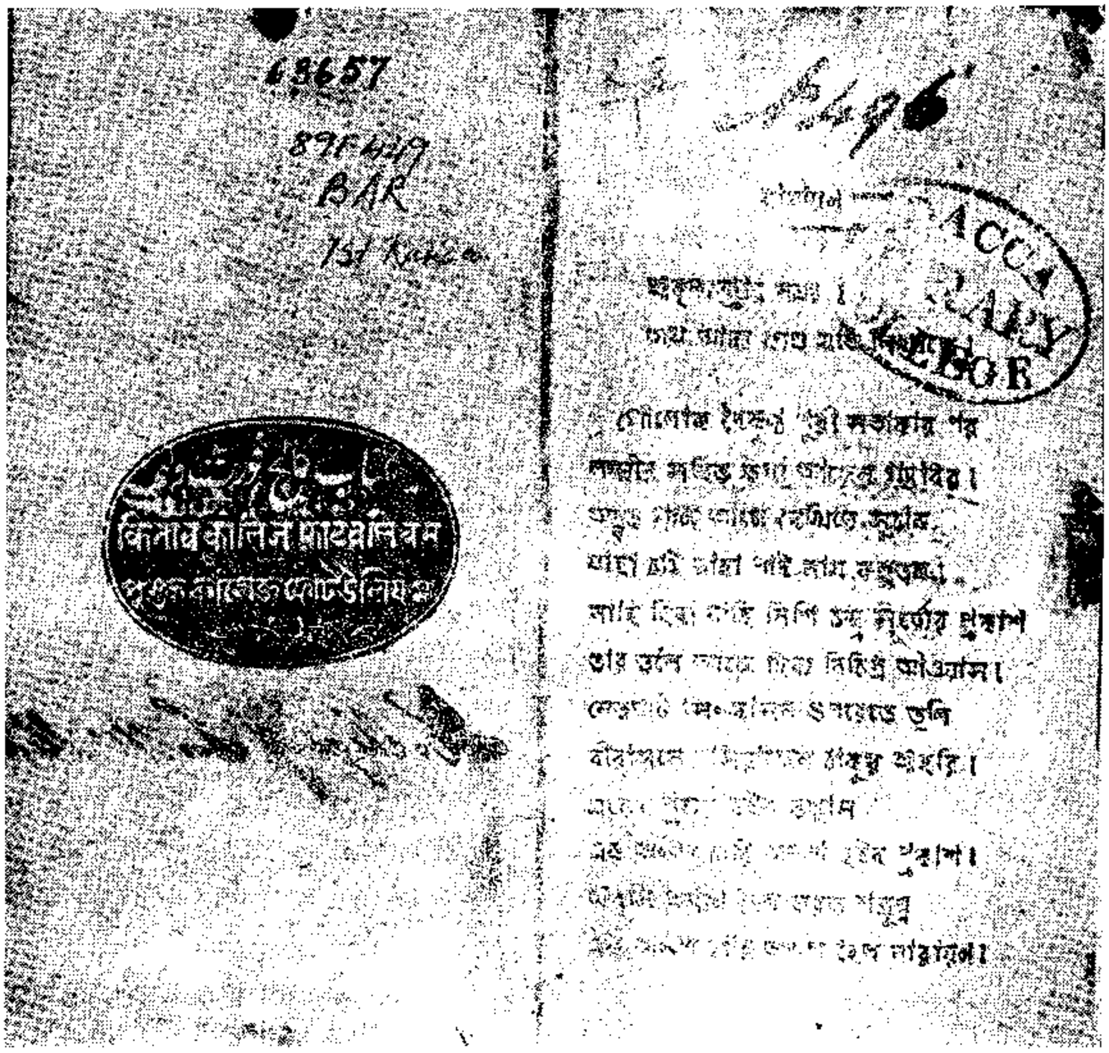

বাংলা 'রামায়ণে'র প্রথম পর্বের আখ্যাপত্রের বিপরীত ও প্রথম পৃষ্ঠা।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাঠের সীলের ছাপ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

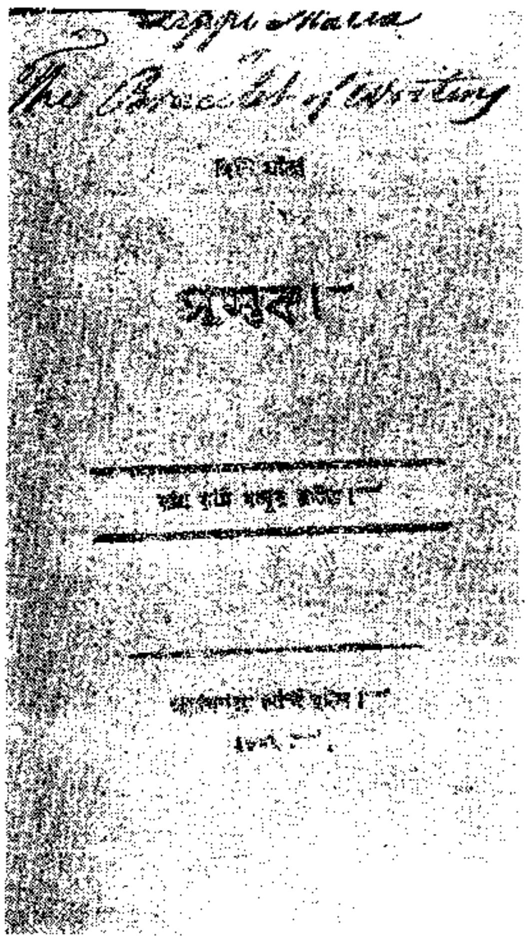

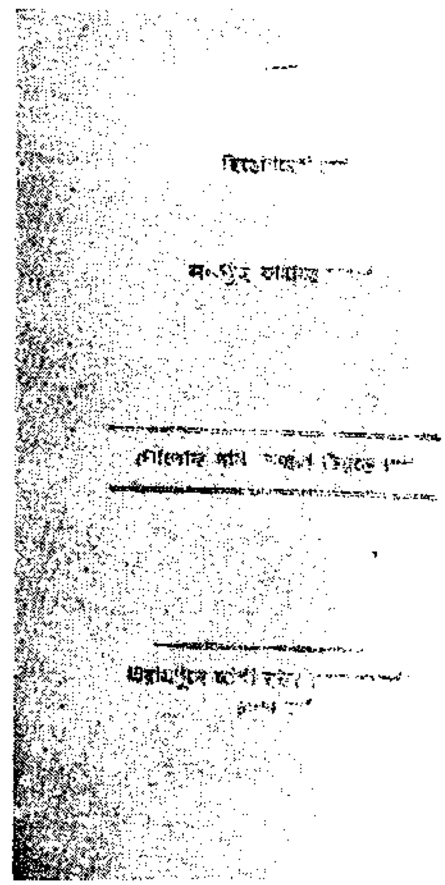

রামরাম বসুর 'লিপিমালা'র আখ্যাপত্র।

'হিতোপদেশে'র আখ্যাপত্র।

(লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ এর সৌজন্যে)

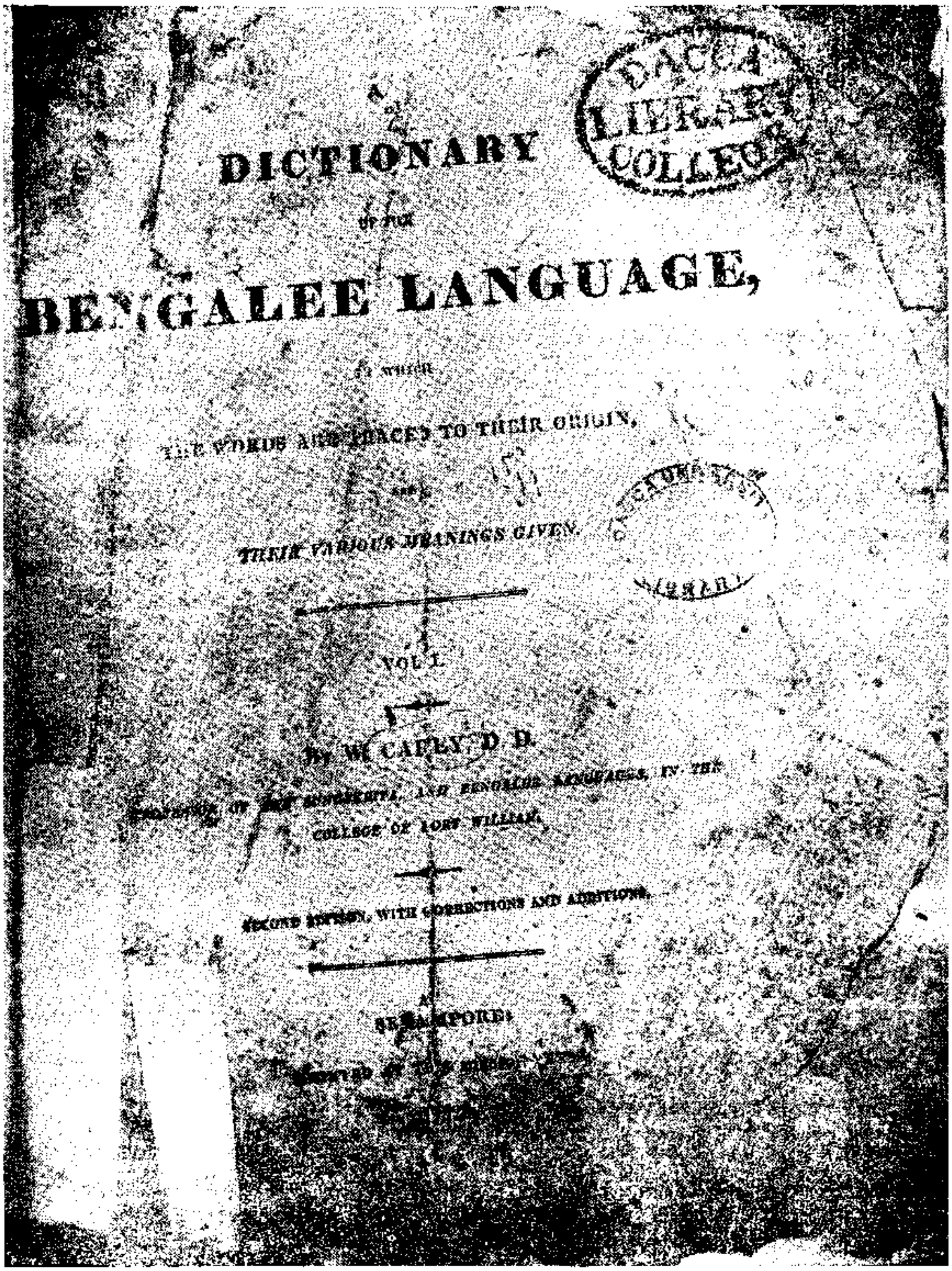

A

DICTIONARY

OF THE

BENGALEE LANGUAGE,

IN WHICH

THE WORDS ARE TRACED TO THEIR ORIGIN,

AND

THEIR VARIOUS MEANINGS GIVEN.

VOL. I.

BY W. CAREY, D.D.

PROFESSOR OF THE SUNGSKRITA, AND BENGALEE LANGUAGES, IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM.

SECOND EDITION, WITH CORRECTIONS AND ADDITIONS.

SERAMPORE:

DACCA COLLEGE LIBRARY

কেরী-লিখিত বাংলা ভাষার অভিধানের আখ্যাপত্র।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

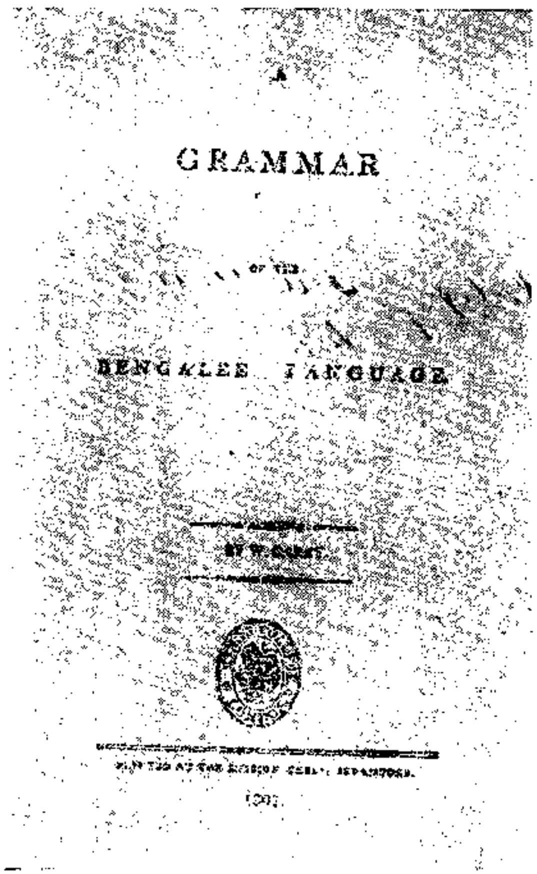

কেরী-রচিত 'গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজে'র আখ্যাপত্র।

(স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের সৌজন্যে)

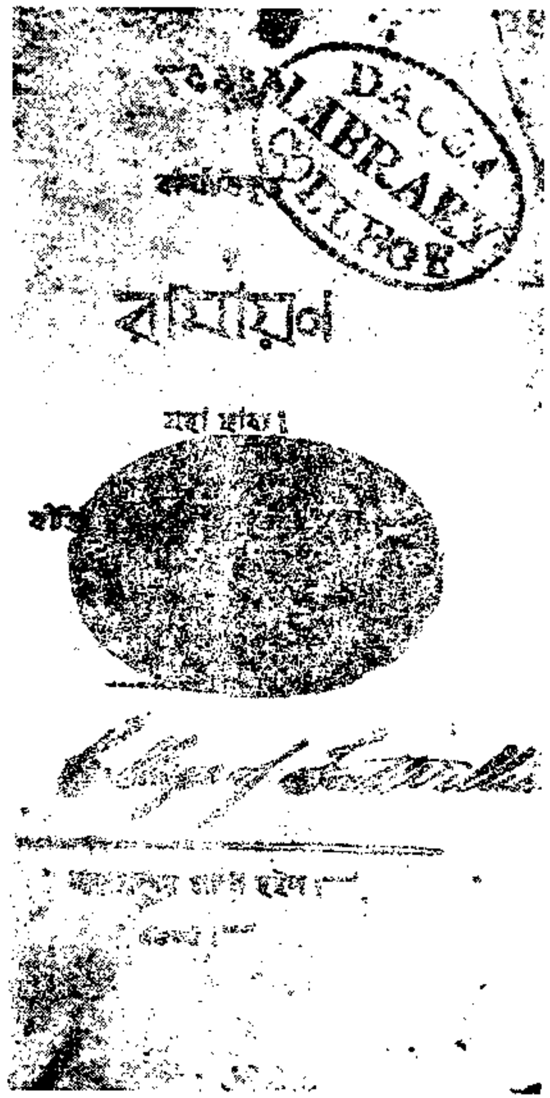

বাংলা 'রামায়ণ' প্রথম পর্বের বাংলা আখ্যাপত্র।

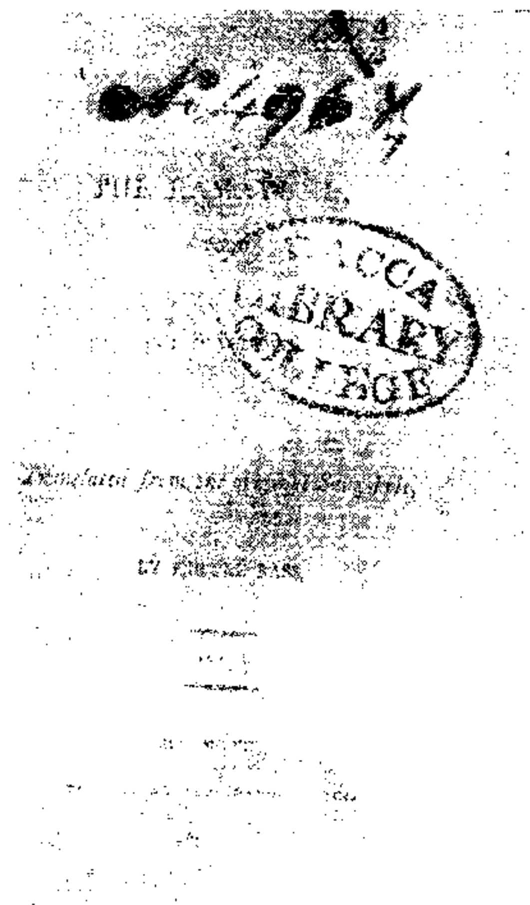

বাংলা 'রামায়ণ' প্রথম পর্বের ইংরেজী আখ্যাপত্র।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

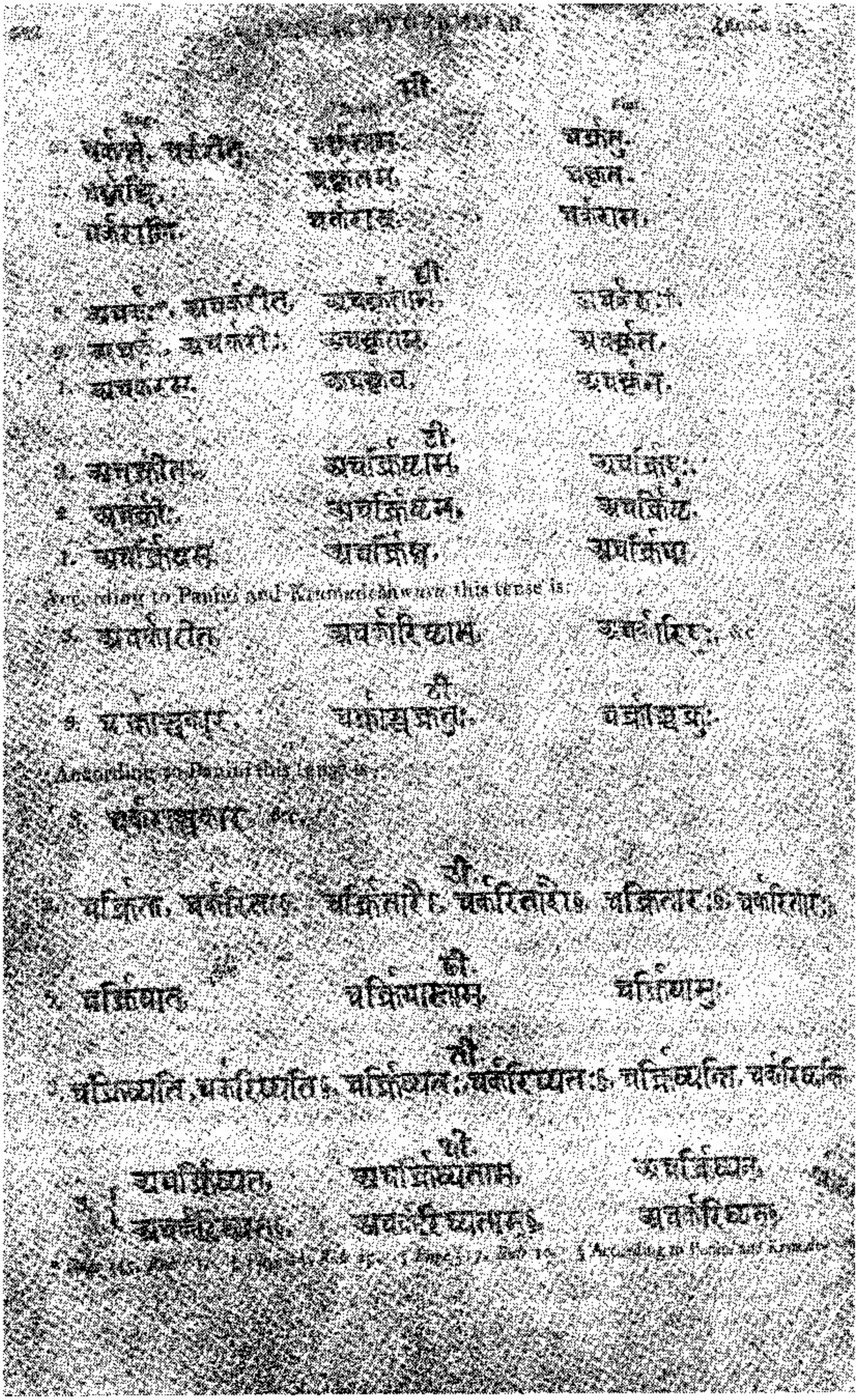

According to Panini and Kramadishwara this tense is:

According to Panini this tense is:

কেরী-লিখিত সংস্কৃত গ্রামারের একটি পৃষ্ঠা

(শ্রীরামপুর কলেজের সৌজন্যে)